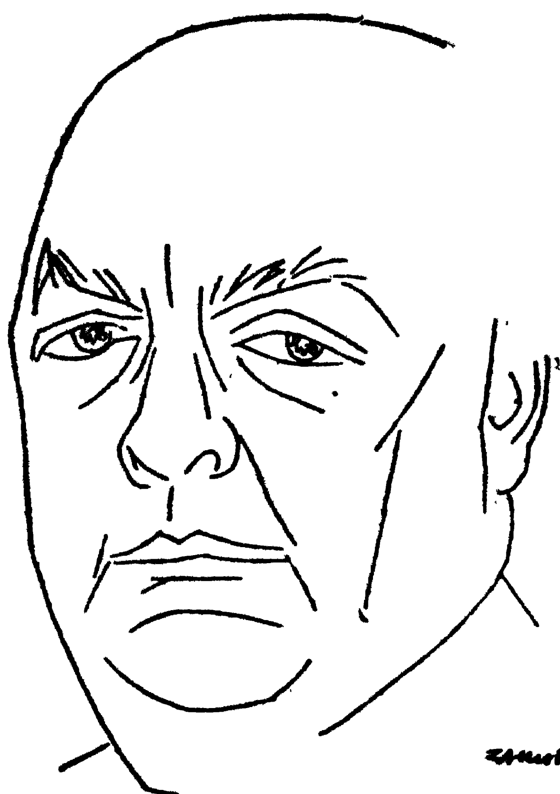
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৮৭

প্রকাশক : অনিল আচার্য । অনুষ্টুপ
২ই নবীন কুণ্ডু লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেকনোপ্রিন্ট
৭ শ্রীনাথ দাস লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৯

হোয়াকিন মুরিয়েতার মহিমা ও মৃত্যু

হোয়াকিন মুরিয়েতার
মহিমা ও মৃত্যু



অনুবাদকের উৎসর্গ

স্মিতা ও শিশিরকুমার দাশকে

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

লেখকের কথা

হোয়াকিন মুরিয়েতার ভূত এখনও ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রামে-গঞ্জে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

জ্যোৎস্নারাতে কেউ তাকে দেখতে পায় সোনোরার প্রেয়ারির ওপর, এক বুনো ঘোড়ার পিঠে নাল ঠুকছে; কিংবা সে পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে পারে মেহিকোর সিয়েরা মাদ্রের কোনো নির্জনতায়।

অথচ তবু তার আলোছায়া-খেলা আবছা পথ সবসময় দৌড়ে ছুটে আসে চিলেয়। সব চিলেনোই এটা জানে, বিশেষ ক'রে সেই চিলেনোরা যারা থাকে র‍্যান্‌চে-খামারে, কিংবা অজপাড়াগাঁয়—সেই চিলেনোরা যারা কাজ করে খনির ভেতর, গিরিপাহাড়ে, স্তেপির তৃণভূমিতে, বিচ্ছিন্ন-সব শিবিরে, সেই চিলেনোরা যারা থাকে সমুদ্রের ধারে, পেনাস উপসাগরের গা ঘেঁষে।

ভাগ্যের সন্ধানে সে যখন ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণভূমির উদ্দেশে ভাল্‌পারাইসো থেকে বেরিয়েছিলো আর অভিযানটায় মরণের ঝুঁকি নিয়েছিলো, সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার জাতীয়তা হবে বিভক্ত আর তার ব্যক্তিত্ব ক্রমেই হ্রাস পাবে। একবারও সে কল্পনাও করেনি যে তার স্মৃতির মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে, তার শরীরটার মতোই, সেইসব লোকের দ্বারা যারা চেয়েছিলো তাকে নিচু ও হীন বানিয়ে তুলবে, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, গালমন্দ করবে।

কিন্তু হোয়াকিন মুরিয়েতা ছিলো এক চিলেনো।

আমার কাছে প্রমাণ আছে। কিন্তু এ-পাতাগুলো মোটেই ইতিহাসকে সপ্রমাণ বা খেয়ালি কল্পনাকে সমর্থন করার বিষয়ে মোটেই ব্যস্ত নয়। উলটোটাই বরং। বস্তুদের ইতিহাস আর খেয়ালি কল্পনার মাঝে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি আমার ব্যক্তিস্বরূপ। তাকে ঘিরেই চকিপাক খাচ্ছে আগুন, রক্ত, লোভ-লালসা, নিন্দা-অপমান আর বিক্ষোভের ঘূর্ণিঝড়।

বিরতিহীন কল্পনার বিষয় হয়েছে হোয়াকিন; আর এখন আছে সেইসব মাস্তান যারা তাকে মানচিত্র থেকে একেবারে মুছে দিতে চাচ্ছে—পারলে দিতোও। প্রতিষ্ঠিত অনুশাসনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে নতুন-এক তত্ত্বের সংহিতা। তারা বলতে চাচ্ছে মুরিয়েতা মাত্র একজন লোক ছিলো না, ছিলো অনেকে: শুধু একজন মানুষ নয়, সাতজন। সাত দস্যু। সাত-সাতটি দল।

কোনো বিদ্রোহকে সঙ্কুচিত ক'রে দেবার এটা একটা পদ্ধতি বটে। কিন্তু আমি তা কিছুতেই মানতে চাই না।

এই মহ্যার সত্য বা কিংবদন্তির দিকে যে-ই অগ্রসর হ'তে চাক না কেন, সে-ই অনুভব করবে তার দৃষ্টির অনন্যসাধারণ শক্তি।

তার মুণ্ডচ্ছেদই এই 'কান্তাতা' বা পালাগানের বিষয়। হোয়াকিন মুরিয়েতার জন্যে আমি কোনো বিক্ষোভজাগানো 'কান্তাতা' লিখিনি—লিখেছি জন্মপত্রিকার 'কান্তাতা'।

ভালপারাইসোর ভূমিকম্পে তার সনাক্তপত্র হারিয়ে গিয়েছিলো কিংবা স্বর্ণখনির অবিদকন্তরের মহাকেন্দ্র থেকে তাকে বেমালুম উধাও ক'রে দেয়া হয়েছে। সেই জন্যেই তাকে পুনর্জন্ম নিতে হবে—নিজের জোরে, নিজের পায়ে—ধূম্রস্তম্ভ কিংবা অগ্নিস্তম্ভ—এই রূঢ়কঠিন সময়ের দৃষ্টান্তস্থল হিশেবে, নির্যাতিত বলি কোনো প্রতিশোধকামী হিশেবে।

যে-হাওয়া তাকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো কখনও-কখনও কারু যদি মনে হয় আমি সেই প্রচণ্ড আক্রোশের হাওয়ায় উড়ে গিয়েছি, যদি আমার কথাগুলোকে বড্ড বাড়াবাড়ি বা আতিশয্যপরায়ণ ব'লে মনে হয়, তবেই আমি সন্তুষ্ট।

পাবলো নেরুদা

লে খ কে র টী কা

এটা ট্র্যাজিক রচনা ; কিন্তু এ আবার, অংশত, জীবনের একটি উল্লাসও—আত্মারই সানন্দ রূপ। এর দ্বারা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এই রচনা একটি মেলোড্রামা, একটি অপেরা, একটি মূকনাট্য হিশেবেই উদ্দিষ্ট হয়েছে।

সব পরিচালককেই আমি তাতাবো তাঁদের নিজেদের পছন্দসই পরিস্থিতি, কৃৎকৌশল আর মঞ্চসজ্জা উদ্ভাবন করার জন্যে—যে-সাজপোশাক বা মঞ্চসজ্জা তাঁদের সবচেয়ে কাজে লাগবে তাকেই তাঁরা যেন ব্যবহার করেন।

একটা দৃশ্যে, উদাহরণ হিশেবে, যে-সব তারা দেখা দেয় সে-সব হয়তো খুলে যেতে পারে দর্শকদের মাথার ওপর খুলে-যাওয়া ছড়িয়ে-যাওয়া পুষ্পাগ্রচক্রের মতো। ভিজিলান্তেদের (কু ক্লুক্স ক্লানের যারা পূর্বসূরি) বসানো যেতে পারে খড়পোরা খড়ের ঘোড়ার ওপর। ফান্দাঙ্গো শুঁড়িখানার খদ্দেররা মস্ত-সব রাজকীয় পাকানো গোঁফ পরতে পারে। অন্য-আরেকটা উপাখ্যানে খরগোশের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে পায়রা। যেখানেই সম্ভব, মঞ্চের সব ঘটনার পরিপূরক হিশেবে ব্যবহার করা যেতে পারে চলচ্চিত্রের টুকরো। পালতোলা এক জাহাজকে সারাক্ষণই মঞ্চের এককোণে দেখা যেতে পারে যতক্ষণ চলবে দ্বি-মাস্তুল পোতটির সাগরপাড়ি।

অন্ত্যেষ্টির শোকমিছিলটির ভাবনাটা—শোক তাতে থাকতেই হবে—স্থূল-এক শোক যা প্রায় কিম্ভূতের সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে—আমি ধার করেছি একটি নো নাট্যের বিস্মরণবিমুখ স্মৃতি থেকে যা আমি কত বছর আগে দেখেছিলাম ইয়োকোহামায়, শহরতলির এক ছোট্ট নাট্যশালায় হাঁটু মুড়ে মেঝেয় ব'সে যেমন বসে অতিথি খালাশিরা। অন্ত্যেষ্টিমিছিলের প্রতিক্রিয়ায় আমি পুরোপুরি অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলাম আর সেই থেকে আশা ক'রে ছিলাম তুলনীয় কোনো পরিস্থিতিতে সেই অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা প্রকাশ ক'রে পৌঁছে দেবার সুযোগের জন্যে।

পেশাদার নাট্যকারদের মতো আমার বাড়াবাড়ি-রকম আত্মাভিমান নেই, আর, একটু পরেই প্রতীয়মান হবে, এই নতুন রচনারীতিতে আমার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। বাকি যেটা রইলো : জাপানি নাটকটায় যা চলছিলো তার এককণাও আমি ধরতে পারিনি। আমি আশা করবো এই ট্র্যাজেডির দর্শকদেরও হয়তো সে-রকম কোনো অভিজ্ঞতা হবে।

পাবলো নেরুদা

আমি একটা মস্ত বই লিখেছিলাম কবিতার···আমি তার নাম দিয়েছিলাম 'লা বারকারোলা' ('মাঝিগান')···এক ধরনের গাথা, ব্যালাড···আমার ভাঁড়ারে কবিতার যে কাঁচামাল বা উপাদান ছিলো তা থেকে এর একটা টুকরেছিলাম ওর একটা টুকরেছিলাম—এখানে একটু জল আর গম, ওখানে সামান্ত একটু সাধারণ বালি, শৈলশিরা আর উৎরাইয়ের কঠিন পরিণাহ···আর সমুদ্র, বলাই বাহুল্য, তার প্রশান্তি আর তার করতালি সমেত, যে-সব শাখজের দিকে আমি সজাগ তাকিয়ে থাকি, এখানে আমার এই জানলা থেকে, আর কাগজের ওপর বিন্যস্ত করি সুশৃঙ্খল···আর এই বইটায় কিছু-কিছু উপাখ্যান ছিলো যারা গান ক'রে ওঠে আর গল্প বলে···এইভাবেই আমি কাজ করি···একেবারে গোড়া থেকেই···অন্ত-কোনোকিছু আমি সামাল দিতেই পারি না···তা, একদিন আমি তুলে ধ'রে খোঁচা-টোচা দিলাম এদিক-সেদিক, ধুলোর মধ্যে একটা মস্ত মেঘ উঠলো কোনো ভূমিকম্পের ল্যাজের ডগার মতো, উড়ে বেড়ালো হাওয়ায়, যতক্ষণ-না সে বদ্‌লে গেলো একক-কোনো উপাখ্যানে, একটা ঘোড়া আর তার সওয়ারের উপাখ্যান, আর আমার কবিতায় কদম-কদম ছুটে যেতে লাগলো—মস্ত, অতি-দীর্ঘ কবিতা, এইখানে, রাজপথ বা জলপথের মতো—আর আমিও তাদের পেছনে দল বেঁধে ঘোড়া ছোটালাম, কবিতা ছন্দ সবকিছুর সঙ্গে, আর আচমকা পেয়ে গেলাম সোনা, ক্যালিফোর্নিয়ার সোনা, যেখানে চিলেনোরা বালি তুলছে, ঝাড়ছে বাটিতে, মালশায়, ঝাঁঝরিতে, আর পালতোলা দ্বিমাস্তল জাহাজেরা ছুটেছে পুরো সব ক্যানভাস খাটিয়ে ভাল্‌পারাইসো থেকে···মানুষের লোভ আর আক্রোশ, মৌলিক সব জিনিশ···এই প্রতিহিংসা, জেনদেস্তা, আর এই চিলেনো প্রতিশোধকামী, বড় খ্যাপা চুল তার, কথা বলে, বাচাল···তারপর আমার স্ত্রী, মাতিল্‌দে উর্রুতিয়া, বললেন : কিন্তু এ যে আশ্চর্য নাট্য ! নাট্য ? আমি তাঁকে জিগেশ করলাম। আর এখনও আমি সত্যি উত্তরটা জানি না··তবে, এই-তো এখানে আপনারা পেয়ে গেলেন সেটা···মুরিয়েতা ফিরে এসেছে, গান আর মঞ্চ নিয়ে···কুকুররা যেমন গন্ধ শুঁকে ছোটে তেমনভাবে ছুটেছিলো দেশগাঁয়ের চিলেনোরা, সোনার টানে আর তাদের বিক্ষোভ আর বিপদ-আপদ দুর্বিপাক···কোমরবন্ধ আরো আঁটো ক'রে বেঁধে, দাসের মতো খাটছিলো তারা এই-সেই কাজে-

অকাজে একমুঠো গ্রিঙ্গো ডলারের জন্যে···আর আছে ল্যাসো আর বুলেট, কিংবা সবকিছু যদি হার মানে, দাঁত লক্ষ্য ক'রে এক বেদম লাথি···তবে সবটাই সমূহ লোকসান নয়, কেননা একটা প্রেমের গল্পও আছে, এমন কবিতায় যাতে আছে মিল, যেমন আমার সবচেয়ে নেশাতুর ও ঐশ্বর্যময় দিনে কবিতায় মিল থাকতো··· আর আছে নাচ, সেগিও ওর্তেগার গানের তালে আর আছেন পেদ্রো ওর্তীস, নামজাদা নাট্যপরিচালক, পিঠের ভাগ বসাবার জন্যে···তাতিয়ে বলছেন এখানে একটু বদল ওখানে একটু কাট-ছাঁট···আর আমি যদি প্রতিবাদ করি অমনি আমাকে শোনানো হয় সেই একই দশা নাকি ঘটেছিলো শেক্সপীয়ার আর লোপে দে ভেগার বেলায়···তাঁরা ক্যাচ ক'রে কাঁচি দিয়ে ছাঁটলেন, এদিক-ওদিক ঝাঁকালেন সব, সব আপনাদের মন মাতাবার জন্যে···শেষটায়, এ তো সত্যিই যে আমি নেহাৎই এক মক্কাহত নবীশ···আমি সব আব্দার মেনে নিলাম যাতে আবার ঘোড়া ছোটাতে পারে মুরিয়েতা—উড়াল দিতে পারে তার সর্বশক্তিতে তার পাগলপারা সব স্বপ্নে ··ঘোড়ার পিঠে তার চিলের বান্ধবী দস্যুর সঙ্গে ··আসুন, একবার চিলের জয় শুনি!···উড়াল দিলে তার ঘোড়ায় যেন এক উল্কা এসে পড়ছে পৃথিবীতে, ফিরে এসেছে, কারণ আমি তা-ই চেয়েছিলাম, আমি তাতিয়ে উসকে দিলাম এইসব অপেক্ষমাণ উপাদানকে, আমার যথাসাধ্য দিলাম তাকে দিনের পর দিন সমুদ্রের ধারে···যতক্ষণ-না, আচমকা···এই তো আমার দস্যু রাজপথে, ক্যালিফোর্নিয়ার রাস্তিরে তার ঘোড়ার খুর আগুন ঠুকে দিচ্ছে, ফুলকি তুলছে··· আর আমি তাকে বললাম : বেরিয়ে এসো খোলামেলায়! কাছে এসো, আরো-কাছে···আর সে আমার বইয়ের পথ ধরলো, আর কদম-কদম ছুটে গেলো তার জীবন আর তার নাটক নিয়ে, তার ফুলঝুরি আর মহিমা আর মৃত্যু নিয়ে, অনেকটা যেমন দেখা যায় নিষ্করুণ কোনো স্বপ্নে···এই-ই হ'লো···এই আমার গান আমার গল্প···

অনুবাদকের বক্তব্য

"কেন হোয়াকিন মুরিয়েতা"—পাবলো নেরুদার এই কৈফিয়ৎ থেকে এটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করা যাবে যে 'হোয়াকিন মুরিয়েতার মহিমা ও মৃত্যু'র দুটি পাঠ লিখেছিলেন পাবলো নেরুদা, 'লা বারকারোলা'র ব্যালাডটি ধরলে তিনটি। দুটি পাঠের মধ্যে একটি ছিলো পড়বার জন্যে নাটক, অন্যটি অভিনয়ের জন্যে নাট্য। নাটকের পাঠটি বেরিয়েছিলো ১৯৬৬তে, আর অভিনয়ের জন্যে নাট্যটির পাঠ বেরিয়েছিলো, ১৯৬৮তে। নেরুদা পরে অবশ্য তাঁর দ্বিতীয় পাঠটিকেই বেশি পছন্দ করতেন—আর সেই পাঠটিই অভিনীত হয়েছিলো, প্রথমবার চিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইন্স্তিতুতো দেল্ তেয়াত্রো প্রযোজিত সান্তিয়াগো, চিলের তেয়াত্রো আন্তোনিয়ো বারাস্-এ। পরিচালনা করেছিলেন পেদ্রো ওর্তেগাস সুর দিয়েছিলেন সের্গিও ওর্তেগা, মঞ্চসজ্জা ছিলো গিইয়েরমো নুনিয়েস-এর, সাজপোশাক পরিকল্পনা করেছিলেন সের্গিও সাপাতা, আলোকসম্পাত অস্কার নাভারেরো, আর নৃত্যরচনা ছিলো পাত্রিসিয়ো বুনস্তের-এর।

আমি এই অনুবাদে প্র ধা ন ত অভিনয়ের জন্যে পাঠটিকেই অনুসরণ করেছি, যদিও প্রথম পাঠটিকেও আমি অনেকবার ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। পরিশিষ্ট অংশে আমি কয়েকটি জায়গায় সমান্তর পাঠ হিশেবে প্রথম পাঠটিকে ব্যবহার করবো, শুধু এটাই খেয়াল করবার জন্যে যে দুটি পাঠে সত্যি কী-রকম ও কতটা তফাৎ তৈরি হয়েছিলো। "লেখকের টীকা"য় নেরুদা স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন যে পেশাদার নাট্যকারদের মতো তাঁর উগ্র-কোনো আত্মাভিমান নেই—যে-কেউ অভিনয়ের সময় ইচ্ছে করলে একটু-আধটু বদল করতে পারেন, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে 'হোয়াকিন মুরিয়েতার মহিমা ও মৃত্যু'র যেন সমূহ ক্ষতি না-হয়।

এখানে হয়তো উচিত হবে প্রসঙ্গসূত্রে বেরটোল্ট ব্রেখ্ট-এর উল্লেখ করা। করা। ব্রেখ্ট একসময় ভেবেছিলেন পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে ইংরেজির একটা কথ্য পিজিন রূপ আন্তর্জাতিক শ্রমিকগোষ্ঠীর ভাষা হ'য়ে উঠবে; 'মাহোগনি নগরীর উত্থান-পতন' নাটকে "আলাবামা গান" অথবা "দেয়ার ইজ নো হুইস্কি ইন দি টাউন" (যার বিখ্যাত দুটি লাইন নিয়ে লোটে লেনিয়া স্মৃতিচারণ করেছিলেন: "হোয়্যার ইজ দি টেলিফোন?...ইজ হিয়ার নো টেলিফোন?") পরিকল্পিত হয়েছিলো ইংরেজি গান হিশেবেই—ভাঙা, পিজিন ইংরেজির গান।

এই নাটকে পাবলো নেরুদা দুটি গান ইংরেজিতেই রচনা করেছিলেন, এল কান্দাতোর মুখে "কালো গায়কের গান" এবং "সোনালি চুলের শাদা মেয়ের গান।" নেরুদা ইংরেজি ভাষার কবি নন—তিনি কেমনভাবে এই গান দুটির পাঠ তৈরি করেছিলেন সেটা বোঝাবার জন্যে আমি দুটি গানেরই মূল ইংরেজি পাঠগুলি পরিশিষ্টে তুলে দিচ্ছি। কোনো-কোনো প্রযোজনায় এই গান দুটি পরে বর্জিত হয়েছে—বিশেষত মার্কিন প্রযোজনায়। এখানে অবশ্য আরো বলা উচিত যে, নেরুদা আরো অনেকগুলো গানে ও সংলাপে এস্পানিওলের সঙ্গে মিশিয়ে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন: আমি বাংলা অনুবাদেও সে-সব জায়গায় চেষ্টা করেছি ইংরেজি ব্যবহার করতে। এক্ষেত্রে বলা হয়তো বাহুল্য হবে যে প্রায় সবক্ষেত্রেই সে-সব ইংরেজি ব্যবহার করেছিলেন গ্রিঙ্গোরা অর্থাৎ মার্কিন শ্বেতাঙ্গরা। এমনকী কালিফরনিয়া ও ক্যালিফোরনিয়া—এই দুটি বানানও লাতিন আমেরিকী চরিত্রের সঙ্গে গ্রিঙ্গোদের ভেদ বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

যে-কোনো অনুবাদের পাঠ তৈরি করতে গেলেই কতগুলো কৃৎকৌশলগত সমস্যার সমাধান করতে হয়। এর আগে অনুবাদ করার বিস্তর অভিজ্ঞতা থাকলেও একটি নতুন কাজে হাত দেবার মানেই হ'লো আবার যেন নতুন ক'রে প্রথমবার অনুবাদের কাজে হাত দেয়া হ'লো—কেননা প্রতিটি রচনাই অদ্বিতীয় ও নূতন—আগের বার সমস্যার সমাধান করার জন্যে যে-কৃৎকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, এবার তা কোনো কাজেই নাও লাগতে পারে। তার ওপর কোনো নাটকের অনুবাদ সবসময়েই আরো-জটিল প্রক্রিয়া, বিশেষত যদি এ-কথা মাথায় থাকে যে মঞ্চের ওপরেও কথাবার্তাগুলো যেন স্বাভাবিক ও সাবলীল শোনায়। এর ওপর তা যদি হয় কোনো 'কানৃতাতা', (মূল গায়েন ও দোহারের সঙ্গে মিলে গানে-লেখা পালা) বা 'অপেরা', তবে সে-সমস্যা আরো বহুগুণ জটিল হ'য়ে ওঠে। তবু হয়তো কোনো ডাবলিউ. এইচ. অডেন যখন কোনো বের্‌টোল্‌ট ব্রেখ্‌ট-এর গান অনুবাদ করেন, একই পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ঐতিহ্য থেকে দুজনেই এসেছেন ব'লে কুর্ট ভাইল বা হান্‌স আইস্‌লার-এর সুর বজায় রেখেই সেটা হয়তো সুষ্ঠুভাবেই করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দূরত্বটি এতই যে মনে হয় এ যেন অসম্ভবকেই বাগে আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবু আমি চেষ্টা করেছি ছন্দ ও তালের বৈচিত্র্য মূলে কতটা ছিলো তার খানিকটা আভাসও যাতে অনুবাদে ফুটে ওঠে। হোয়াকিন আর তেরেসার দ্বৈতালাপ যখন তারায় ভরা রাতের তলায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে শুনতে পাই, তখন জাহাজের দোলা ও জলের শব্দের সঙ্গে তাদের কথার ছন্দ প্রায় যেন মিলে গিয়েছে। কেমন হবে সেটা বাংলায়? বা, কেমন ক'রে, হবে?

একটা জিনিশ লক্ষ করলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। হোয়াকিন মুরিয়েতা

ইতিহাসের চরিত্র—কাল্পনিক কোনো দস্যু রবিন হুড নয়। ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড-রাশের সময়, ২৫শে জুলাই ১৮৫৩তে তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে, ধ'রে নিয়ে গিয়ে, বধ করা হয়। ১৮৪৯-৫০এ তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রী তেরেসাকে সঙ্গে নিয়ে মার্কিন মুলুকে এসেছিলো, সোনার খনি আবিষ্কার ক'রে বড়োলোক হবে ব'লে। ভিজিলান্তেরা (তারা কু ক্লুক্স ক্লানের আদি সংস্করণ) তার স্ত্রীকে ধর্ষণ ক'রে হত্যা করে ব'লে সে দস্যু হ'য়ে যায়—ধনীদের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ক'রে সে লাতিন আমেরিকী ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতো। সে কিংবদন্তি হ'য়ে উঠেছিলো, তার মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হ'য়েছিলো। তাকে পাকড়ে ধ'রে বধ করার পরে তার কাটা মুণ্ড প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে দেখানো হ'য়েছিলো, যাতে এই দস্যুর মৃত্যু সম্বন্ধে কারু কোনো সন্দেহ না-থাকে। এইসবই ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং নাটকটি/অপেরাটি হোয়াকিন মুরিয়েতাকে নিয়েই। অথচ, আশ্চর্য, আমরা কখনও হোয়াকিন বা তেরেসাকে চোখে দেখি না—শুধু তাদের গলা শুনি। কিন্তু হোয়াকিনের মুণ্ডচ্ছেদ করার পরও তাকে চুপ করানো যায়নি—ইতিহাসের ওপার থেকে, মৃত্যুর পরেও, সে এখনও শুধু কথা ব'লে যাচ্ছে। তার ছিন্ন মুণ্ড যে শুধু কথাই বলে তা নয় সে এও বলে যে একশো বছর পরে তার কণ্ঠস্বর হ'য়ে উঠবে পাবলো নেরুদার কণ্ঠস্বর। নেরুদা যতই নিজেকে নাটকের নবীশ বলুন না কেন, তিনি হোয়াকিন বা তেরেসাকে মঞ্চে না-দেখিয়েও, শুধু উদ্ভাবনী নৈপুণ্যের বলে, তার কাহিনী আমাদের বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থলে, সংলাপে ও গানে, তিনি পুরোনো দলিল ঘেঁটে যথাযথ শব্দ বসিয়েছেন চরিত্রদের মুখে—পরিশিষ্টে তার কতগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। বাংলাতেও হোয়াকিন মুরিয়েতাকে যদি হত্যার পরেও চুপ করানো না-যায়, সে যদি তখনও কথা ব'লে যেতেই পারে, এবং যেতেই থাকে, তবেই শুধু এই অনুবাদের একটা অর্থ হয়।

ভানকুভার-টরোন্টো-কলকাতা

চরিত্রলিপি

তিন আঙুলে হুয়ান
আদালবের্তো রেইয়েস (শুল্ক দফতরের কেরানি)
তিনজন গায়িকা
এক ভদ্রলোক জোচ্চর
একজন কার্নিভালের ঘোষক / হাঁকিয়ে (সে আবার ভদ্রলোক জোচ্চরও)
এক পাখিওয়ালা
একজন ভ্রাম্যমাণ গায়ক
রোসেন্দো হুয়ারেস, ইণ্ডিয়ান
মাথাঢাকা মুখোশপরা লোকেরা
এবং সমবেত সংগীতের নেতা
দলে-দলে চাষী, খনিমজুর, জেলে। মেয়েদের দল—তারা নাকি পুরুষদের বউ কিংবা বান্ধবী। সকলেই, চেনা-যায় এমন কতগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্য সমেত, একান্তরভাবে সেইসব দৃশ্যে অংশ নেয়, যাদের গানের দল বলা হচ্ছে।
কবির কণ্ঠস্বর
হোয়াকিন মুরিয়েতার কণ্ঠস্বর
তেরেসা মুরিয়েতার কণ্ঠস্বর
রাস্তার ফিরিওলাদের কোরাস
লোভদেখানেওলাদের কোরাস

ঘটনা ও কৃৎকৌশল খুলে যায়
ছ-টি দৃশ্যে বা উপাখ্যানে

১ যাত্রা
২ পাড়ি ও পরিণয়
৩ এল্ কাল্কাদো
৪ ভালকুত্তোরা আর তেরেসার মৃত্যু
৫ হোয়াকিনের কীর্তি ও মহিমা
৬ মুরিয়েতার মৃত্যু

প্রস্তাবনা

[নাট্যশালা অন্ধকারে ঢাকা ।]

কবির কণ্ঠস্বর :

মানুষটা উদ্দাম ; লড়াই-চওড়াই সাতকাহন এই তুলকালাম তারই কাহিনী
বেপরোয়া, দুর্বার ; স্মৃতি তার যেন এক আচমকা-তীক্ষ্ণ-সে কুঠারের কোপ :
ছিলো সে যে স্বাভাবিক, শুদ্ধ ও নির্দোষ, গড়েছিলো যদিও-বা দস্যুর বাহিনী,
লম্বা ঘুমটি তার চটিয়ে দেবার এটা সুসময়,
সুসময় ভাঙবার ভাবলেশহীন তার জং-ধরা কবরের খোপ।
সে ছিলো যোদ্ধা এক, জানেনি হয়তো তবু কী ছিলো যোগ্য তার জীবনে।
আমার বিলাপ সেই জন্যেই।
হয়তো-বা দেখা হ'লে খোলাখুলি কথা হ'তো,
যেমন আড্ডা দেয় সমানে-সমানে দুই পুরুষ,
মদের বোতল নিয়ে ইতিহাস থেকে আমি ঘাম দিয়ে ছুটিয়েছি জ্বর তার—
কেন তার মন নেই
এ-তথ্য জানতে যে কবে ও কোথায় সে যে দল নিয়ে ছুটেছিলো—
এ-বিষয়ে তবু তার হয় যদি হুঁশ।
হয়তো, হাংড়ে হাওয়া, এসেছিলো একদিন অন্য আরেক পথ ধ'রে।
সূর্য-ফাটিয়ে-দেয়া হিংস্রতা তার হাতে তাড়িয়ে ফিরিয়েছিলো রক্ত।
শতাব্দী কেটে গেছে : অথচ নিয়তি তার বদলানো আজও ভারি শক্ত।
মন্দ বা লোকটা—কেউই আমাদের নয়।
বরং, আমরা, এসো, একটু-শান্ত কোনো সময়ের স্তরে
আমার দেশোয়ালির কাহিনীটা শুরু করি : গোড়া থেকে, সেইখানে, যেথা
সহসা সে এসেছিলো, দস্যু-সে মাননীয়, দোন হোয়াকিন মুরিয়েতা।

১

ভাল্‌পারাইসোর বন্দর

যাত্রা

[আলো ফিরে আসে ঝলমল, পুরোদমে। সংগীত। গানের দল আর কুশীলব মঞ্চে আসে, যেমন হেঁটে-হেঁটে ঘোরে সার্কাসের খেলোয়াড়েরা, একে-একে।]

গানের দল :

এ এক মস্ত কাহিনী। আস্তে-আস্তে সে পাল খাটিয়ে আমাদের দিকে আসে, বাতাস যতক্ষণ অনুকূল। সব শুরু হয়েছিলো এইখানে, এই জটপাকানো ভিড়ভাট্টায়, মেরু যাকে ছুঁয়ে পাঠিয়েছিলো আমাদের কাছে, সমুদ্র আর তুষারঝড়ের আপত্তি আর বচসার মধ্যেই।

এখানে, জাম আর লিনুডেন গাছের তলায়, এবং বৃষ্টি যখন
পোড়ায় চিলের আঙুরখেত।
প্রত্যুষের অর্চনার মধ্যে ওঠে চিলের পূর্ণিমার্চাদ : অরেগানো, লরেল,
তুলসী, জুঁই, শিমলতা আর শিশির।
সে ঝলমল করে রুপোর বাটির মতো : রাত কানায়-কানায় ভ'রে থাকে
তার স্পর্শাতুর মদিরায়।
এখানে, আমাদের গ্রহের আলোয়, জন্মেছিলো এক শামলা ছেলে,
অন্ধকারের শিখরের মাঝখানে, মুরিয়েতা নামে এক স্ফুলিঙ্গ,
চিলের জলপাই-রঙা ছেলে, কোনো শোক তার দু-চোখকে তখনও
পোষ মানাতে পারেনি।
কে কবে ভেবেছিলো নতুন-জন্মানো চাঁদের আলোয় এই কাস্তে
ঘুমোবে এক দোলনায় যেখানে গ্রহটা ডুবে গিয়েছে টিলাপাহাড়ের তলায়?

সে পরতো অরণ্যের সব পদকম্বল যা বদলে উঠতো চিলের পাম্পার ওপর
আর মনে হ'তো জমাট হিম আর জঙ্গল বাঁও তাকে গ'ড়ে-পিটে
নিয়েছে যুদ্ধের জন্যে।
তার শরীর, একটা লাঙল ; তার কণ্ঠস্বর, এক বিদ্রোহ ; বাহু দুটি, দুলো বিপদ।
তারপর এক ঝড় শিখা ছুটিয়ে বেরোয় চিলে থেকে, সোজা ছুটে যায়
সমুদ্র আর পাহাড়ের দিকে।
দিগন্ত ভ'রে উঠলো মিছিলে-মিছিলে, নেমে এলো বন্দরে
যতক্ষণ-না তার ভোজবাজির টান
বিজন ক'রে ফেললো কিহয়োতা, কোকিম্বো পেরিয়ে যে-জমি,
জাহাজগুলো প্রস্তুত করলো ভালপারাইসোয়।

ভালপারাইসোর বন্দর

[রুহেনদাস তাঁর এনগ্রেভিঙে যেমনটি খোদাই করেছিলেন, ঠিক তেমনি বিশাল প্রক্ষেপ হ'লো চলমান দৃশ্য-পরম্পরায় — ১৮৫০-এর ভালপারাইসোর পাঁয়ের এক বাজনদারের দল বাজাচ্ছে ; এসপ্লানাদায় পাসেয়ো চলেছে পুরো হৈ-হৈ দমে। শৌখিন ফুলবাবু আর ভকশ্রমিকদের ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি — তাদের মধ্যে দোন তিসেন্তে পেরেস রোসালেস।]

প্রথম ভকশ্রমিক :
এই ছাখ কাকে বলে বন্দর : পেল্লায় এক মেলা আর মচ্ছব। শুধু একবার তাকিয়ে ছাখ ঐ কোত্তো কাপ্তেনদের।

দ্বিতীয় ভকশ্রমিক :
বলি, এও কোত্তো কাপ্তেন সেও কোত্তো কাপ্তেন। কোম্পানিয়েরো, তোকে তো এদের মধ্যে তফাৎ করতে হবে।

প্রথম ভকশ্রমিক :
এও ধাপ্পা দেয় ও-ও জোচ্চুরি করে! এও পাজির পাঝাড়া, ওও বাঁটপাড়ের ধাড়ি! এরটাও ফেরেব্বাজি ওরটাও ফেরেব্বাজি!

তৃতীয় ভকশ্রমিক :
ঐ চলেছে থোদ দোন তিসেন্তে — স্বয়ং।

চতুর্থ ডকশ্রমিক :
এই দোন ভিসেন্তেটা কেটা ?

তৃতীয় ডকশ্রমিক :
কে আবার ? দোন ভিসেন্তে পেরেস রোসালেস—বই লেখে ।

চতুর্থ ডকশ্রমিক :
তা, সোনার কথা জানবেন না উনি ?

তৃতীয় ডকশ্রমিক :
যা বলেছি, বই লেখে। বই যারা লেখে তারা সবজান্তা।

চতুর্থ ডকশ্রমিক :
তাহ'লে সটান ওনাকে জিগেশ করলেই তো হয়।

তৃতীয় ডকশ্রমিক :
আমার অত বুকের পাটা নেই।

চতুর্থ ডকশ্রমিক :
চেষ্টা করতে ক্ষতি কী ?

তৃতীয় ডকশ্রমিক :
তা মন্দ না···এই-যে, দোন ভিসেন্তে, একটু যদি মাফ করেন···

দোন ভিসেন্তে :
কিছু গোল বেঁধেছে, মুচাচোস ?

তৃতীয় ডকশ্রমিক :
আমরা শুধু ঐ সোনার কথা বলাবলি করছিলাম, দোন ভিসেন্তে। সত্যি কি কালি-ফরনিয়ায় গোটা-গোটা সব সোনার পাহাড় আছে ?

দোন ভিসেন্তে :
সেটা একটু অকালপক্ক ভাবনা হবে। আমি বরং বলবো অ্যাদ্দিন অব্দি শুধু সোনা মাখানো গুজবই শোনা গেছে। কিন্তু পাহাড়ে-পাহাড়ে সোনা—হুম, হ'তেও পারে। আমি বরং পরামর্শ দিই আমরা আরো-একটু নজর রেখে দেখি; নিজেরাই সব শুঁকে-শুঁকে দেখি—যেমন বলে আর কি—হিঁয়াকি পাথর উধার সরিয়ে দেখি···দেখা যাক কাগজগুলো কী বলে।

[রাস্তায় শোরগোল, হৈ-হৈ। তারপর, গানের দলের মধ্য থেকে, মঞ্চের মধ্যে ফিরিওলাদের এক তুলকালাম বিস্ফোরণ।]

ফিরিওলাদের সমস্বর চীৎকার :
লে যা সবকুছ, পড়্ লে সবকুছ, জোর খবর কি বাত,
'রেলপথ হরকরা', 'দৈনিক বুধগ্রহ', আখ্‌বর লিখা কেয়াবাৎ,
সবকুছ পড়্ একসাথ।
খনিতে-খনিতে সোনা মিলেছে অকস্মাৎ,
'দৈনিক হরকরা' লিখেছে তো তারই বাত,
বিশেষ সংখ্যা ছেপে পাঠাচ্ছে দিনরাত—
সবকুছ পড়্ একসাথ।
সোনা মিলে গেছে কালিফরনিয়া, নিরেট সোনার সব পর্বত,
নদীর জলেও সোনা ব'য়ে যায়, সোনায় গিয়েছে মুড়ে এ-জগৎ,
মরুর বালিতে সোনা ঝকঝক, প'ড়ে ছাখো আখ্‌বরে এই খৎ—
সবকুছ পড়্ একসাথ।
কিনে নাও এক্ষুনি 'হরকরা', অথবা অন্য এই আখ্‌বর,
সোনা পাওয়া গেছে কালিফরনিয়া,
হাত বাড়ালেই সোনা, ধর গিয়া,
খামকা কে ভাবে মিছে দর নিয়া,
পড়্ লে আখ্‌বরে শানদার কেয়াবাৎ এ-খবর—
সবকুছ পড়্ একসাথ!

[ওপরমঞ্চ থেকে, লোভ দেখানেওলাদের এক মিছিল, মুখোশপরা। মুখোশগুলো দেখাবে টেক্সাসের মাস্তান, মুখঢাকা সব মূর্তি ইত্যাদি। গম্ভীর গলা, কথায় বিদেশী টান, পেছনমঞ্চে, যন্ত্রের সাহায্যে আওয়াজ বিস্তর চড়ানো।]

লোভ দেখানেওলাদের স্বর :
গোল্ড! গোল্ড! যা-কিছু সব সোনা, সোনা ছাড়া আর-কিছুই নয়!
চিনেনিতো, গোল্ড!
চলো, সবাই দল বেঁধে যাই, দাবি জানাই! খাঁটি সোনা, শানদার এই গোল্ড!
সবার তরে এক-এক থলে, ভর্তি সোনায়।
সোজা ছোটো, আর কেন রও ঘরের কোণায়—
ঝুটো কথা বলছি না তো, কত ওজন যায় না গোনা,
'গোল্ড!
জাহাজ ছাড়ো! ডিঙোও জল! ছোটো সবাই বন্দরে—
সোনা ছাড়া—নিজেই বলো—আর-কিছুতে মন ধরে?

তোমরা যারা অনুন্নত, দেহেও ক্ষত বুকেও ক্ষত,
তোমরা বলো সোনায় কত
দুঃখ-কষ্ট ভুলবে।
বুভুক্ষুরা! তৃষার্তরা! আর কেন রও পেছন প'ড়ে—
আমার কাছেই এসো সটান, থামকা কেন ঐ পিছুটান,
সোনা পেলেই সব অপমান
দুঃখ-ব্যথা ঘুচবে।
চুয়াল্লিশটা কারাট আমি, বুঝতে পারছো কেমন দামি,
ঐ যে ক্যালিফর্নিয়া—সে আমার যেহেতু জবর নামী,
এসো হেথায় থাকবে কেতায়, হা-হুতাশে কে থাকতে চায়—
সোনাই স্বর্গ, সোনা ছাড়া আব বাঁচা দায়।
কেবল ফ্যালো মুঠোর সোনা, কেনো গোমার গোরু বা মোষ,
কেনো আরবি নাচনেউলি, দিলচোস্ত্ আর কী দিলখোশ—
সোনা ছাড়া আর চলে না, সোনায় যাবে সবই কেনা,
শুধবে মহাজনের দেনা—
গোল্ড!

সমস্বরে সবাই:

নিত্য দেখে যদি বাজারগরম
ফুরিয়ে আসে যা সামান্য দম,
মাংসের দর যায় চ'ড়ে যায় বিষম,
এ-তল্লাটে দুধ নেই একফোঁটাও,
ডেকচিটা তো ফাঁকাই প'ড়ে থাকে,
পিঠ ঢাকবার সুতোটুকুও উধাও,
এইভাবে কেউ স্ত্রী-পুত্রকে রাখে?
সুতরাং যা পাততাড়ি সব গোটাও!

লোভ দেখানেওলাদের স্বর:

আমি হচ্ছি সোনা, প্রচুর সোনা—
প্রত্যেকে ভাগ পাবে, এতই সোনা—
সটান চলো, নেবে তোমার সোনা।
আমি বলছি, খোদ এ ক্যালিফর্নিয়া—
সোনার গুণ কেবলই যাই বর্ণিয়া,
আর ভেবো না মাশুল এবং দর নিয়া!

কোরাস :

[মাটিতে ছুঁড়ে ফ্যালে টুপি, ঝুড়ি, জামা, সব ।]

সোনার খোঁজে ছোটো সবাই, চলো !
এসো, সোনার খোঁজেই যাই সবাই ।
সবার জন্যে মজুদ সোনাদানা,
সবার জন্যে পেটভর্তি খানা,
মিথ্যে কেন করছো টালবাহানা—
এসো, সোনার খোঁজেই তবে যাই !

[কোরাসের মধ্যে যে-মেয়েরা ছিলো তারা তাদের ফুল সব মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তাকে মাড়ায়, তার ওপরে দাপায় ।]

গোল্ড !
সোনার ভাগ চাইছি ঠিকঠাক—
সোনাদানা ভাগ ক'রে দাও বেবাক ।

[রাস্তার ফিরিওলারাও এসে যোগ দেয়, ছুঁড়ে ফ্যালে হাতের কাগজপত্তরের বাণ্ডিল, আর সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পোঁ ধরে ।]

কী বললে এই মেয়ে ? হাত বাড়ালেই সোনা ?
আমরা তবে আসছি, কালিফরনিয়া !
আমরাও চাই অংশ, চাইছি সমান-সমান ভাগ,
রোসো, আমরা আসছি, কালিফরনিয়া !

[ওপরমঞ্চ থেকে ঝুলতে-ঝুলতে এক মন্থর মিছিল চ'লে যায় জিনিশপত্তরের—পুরো মঞ্চ পেরিয়ে এক-এক ক'রে চ'লে যায় কব্জিঘড়ি, দেয়ালঘড়ি, মস্ত আংটি, পেল্লায় সব গয়নাগাটি, সবকিছু থেকে জেল্লা ছেটাচ্ছে সোনা । পুরো দৃশ্যটাই ক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে ।

সোনার সাত কাহন কেঁদে কী ফায়দা ?
সকাল থেকে সন্ধে হায়রে কী ব্যস্ত !
কথায় কী কাজ, চলো সিধে সাগরতীর—
সোনার স্তালে সাজিয়ে দেবো সমস্ত !
খামকা কে আর সেলাম ঠোকে, নোয়ায় পিঠ—
বাহারভরা আহারে দিন ঐ আসে—
কপাল ফাটে, বরাত খোলে, এই বুঝি—
সোনার গন্ধ পাচ্ছি যেন নিশ্বাসে !

হাত বাড়ালেই সোনা যদি, কে ভাবে আর,
সয় না সবুর, এসো, সোনার ওজন করি,
রিঙের মধ্যে অমধে লড়াই, কত-যে ষাঁড়,
সঙ্গে আনো নাচনেউলি সুন্দরী।
কেন মিথ্যে ভাবছো, ওহে, বিমনে—
সয় না সবুর, চলো সোনার পিছনে!

[আগের দৃশ্য চলতে-চলতেই কোরাস একটা দু-মাস্তুল জাহাজে উঠে নানান কাজে লেগে পড়ে, পাল খাটায়। সমুদ্রের রোল। জাহাজিদের গান, সুর। কোরাস দড়িদড়া নোঙর খোলে, আর গান গাইতে-গাইতে মঞ্চের সামনে আসে। ধীরে-ধীরে গান মিলিয়ে যায়, শেষটায় কেবল একটা গুনগুন ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। কোরাস গিয়ে দু-মাস্তুল জাহাজে চড়ে।]

জাহাজিদের গান :

স্যাভাৎ চলি, বিদায় বলি, আদিওস!
করে সবুর সোনার পুর, আদিওস!
শোনো স্যাভাৎ, খোলে বরাত, আদিওস।
ঝঞ্ঝাজল, অমঙ্গল, আদিওস।
কেননা আজ এই জাহাজ পাল তোলে
নীল জলের কী ঝলমল হিন্দোলে,
ক্ষুৎকাতর পিপাসাতুর মরীয়া
না-হই যেন যখন বারদরিয়ায়!
ঝড়ের হাঁক দুর্বিপাক ঝামেলা
যেন নাছোড় না-করে জোর হামেলা—
ছাড়লো আজ জাহাজ দূর পাল্লাতে,
রেখো খেয়াল দাঁড় ও হাল, মাল্লারা!
সবকিছুই হেস্থর কাছে গচ্ছিত—
হেস্থর নামে সোনার ধামে চলছি তো।
স্যাভাৎ চলি, বিদায় বলি, আদিওস!
করে সবুর শোভনপুর, আদিওস।
আদিওস! আদিওস! আদিওস!

[জাহাজিদের গানের শেষ কথাগুলো মেলাবার আগেই তাকে ছাপিয়ে শুরু হ'য়ে যাবে তিন আঙুলে ছয়ান আর শুষ্ক দফতরের কেরানি আদাল-

বের্তো ব্রেইয়েদের দ্বৈতালাপ। তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে একটা টেবিল, একটা চেয়ার, আর কিছু নথিপত্র, কাগজ।]

দ্বৈতালাপ

আপিশের কেরানি :
আরে, কী করছো, শুনি! হচ্ছেটা কী? দুঃখিত, শুধু দফতরের লোকদেরই এখানে আসবার অনুমতি আছে!

তিন আঙুলে হয়ান :
এই যদি নিয়ম হয়, তাহ'লে চললাম।

আপিশের কেরানি :
উহু, দুঃখিত। লিখিত অনুমতি ছাড়া এখান থেকে কেউ যেতে পারবে না।

তিন আঙুলে হয়ান :
বুঝে দেখি ব্যাপারটা কী। কেউ এখানে আসতে পারবে না—

আপিশের কেরানি :
তা তো শুনেইছো। না।

তিন আঙুলে হয়ান :
—আর কেউ এখান থেকে যেতে পারবে না।

আপিশের কেরানি :
তাও তুমি শুনেছো।

তিন আঙুলে হয়ান :
বেশ, তাহ'লে তুমি আমায় কী করতে বলো?

আপিশের কেরানি :
আমার পরামর্শ তুমি ভেতরেও আসবে না, বেরিয়েও যাবে না।

তিন আঙুলে হয়ান :
আর একই সঙ্গে এ-দুটো কাজ আমি শামাল দেবো কেমন ক'রে?

আপিশের কেরানি :
আবার তাহলে ফরমান প'ড়ে শোনাই···হুম···'আপনার সাকিন কোথায়?'

'আপনার গন্তব্য কোথায় ?' 'আপনার নাম, আখ্যা, পদবি কী ?' 'এই আগমনের পেছনে উদ্দেশ্য কী, বলুন।'

তিন আঙুলে হুয়ান :

এই-তো ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে। নাম, আখ্যা, পদবি : হুয়ান তিন আঙুলে। গন্তব্য : কালিফরনিয়া। দোন হোয়াকিন মুরিয়েতার সঙ্গে এক জাহাজে যাচ্ছি।

আপিশের কেরানি :

হুঁ—তার মানে সব আপনি ঠিকঠাক বুঝে গিয়েছেন।

তিন আঙুলে হুয়ান :

আমি বরং, শ্যাঙাৎ, বলবো সব একেবারে ছিমছাম। এই হচ্ছে আমার দাঁড় আর খালাশির উর্দি। আর-কিছু কি বলতে বাকি রেখেছি ? লম্বা ঘেরের পাৎলুন ?

আপিশের কেরানি :

আপনি যে বেঁচে আছেন তার কোনো প্রমাণপত্র আছে ? কোনো শাবুদ ?

তিন আঙুলে হুয়ান :

অ্যাঁ ? কী বললে ?

আপিশের কেরানি :

আপনার বিয়ের ঘোষণাপত্র আছে ? কিংবা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জন্যে সনদ ?

তিন আঙুলে হুয়ান :

সে আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

আপিশের কেরানি :

গ্রাহ্য সমৃদ্ধির কোনো রশিদ নেই ?

তিন আঙুলে হুয়ান :

মানে—সেটা আবার কী-রকম দেখতে ?

আপিশের কেরানি :

ওটা একটা গোলাপি রঙের চিরকুট।

তিন আঙুলে হুয়ান :

[খুঁজে, হাৎড়ে, পকেট থেকে বার করে গোলাপিরঙের একটা কাগজ।]

এটার কথা বলছো ?

আপিশের কেরানি :

মোটেই না। ওটা তো বন্ধকিমালের রশিদ।

তিন আঙুলে হুয়ান :
মানে, এটাও কী ঠিক একই জিনিশ নয় ? এটাও কি একই কাজে লাগবে না ?

অপিশের কেরানি :
হুম···দেখি কি বন্ধক দিয়েছে···একটা বেহালা···সত্যি, এ-কথা কে ভাবতে পারতো ? ···না, সেনিওর, এটা ঐ কাজে লাগবে না। শুল্ক দিতে হয় এমন আমদানির জন্তে শুল্কদফতরের শীলমোহর-করা কাগজ আছে ? আপনার কোটবার নথি—কোঁড়া, বিষকোঁড়ার সার্টিফিকেট ? আপনি কি এমত সময়ে কোনো যানবাহন চালান—বা কোনো যানবাহনের মালিক ?

তিন আঙুলে হুয়ান :
তা, কিলিকুরাতে আমার একটা ঘোড়া আছে।

আপিশের কেরানি :
আপনার কোনো গৃহপালিত পোষ্য আছে—এই ধরুন, কোনো শ্বাপদ ?

তিন আঙুলে হুয়ান :
আমার একটা চক্ষুরোগেভোগা ভেড়াচড়ানো কুকুর আছে, সেই কিলিকুরায়।

আপিশের কেরানি :
আর কোনো বেড়াল হয়তো ? মার্জারজাতীয় কিছু ?

তিন আঙুলে হুয়ান :
বিড়ালদের নিয়ে কক্ষনো মাথা ঘামাই না।

আপিশের কেরানি :
মোট যোগফল : ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি নেই। আপনার বন্ধকি রশিদটা আমার কাছে রেখে যান, আসছে বছর ফিরে এলে পাবেন।—হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনার সরকারি জন্মপত্রিকা কোথায় ?

তিন আঙুলে হুয়ান :
কোনোদিন কোনো সরকারি পত্রিকা পড়েছি ব'লে মনে হয় না।

আপিশের কেরানি :
হুম, সেক্ষেত্রে আমি লিখে রাখবো জুলিয়াস সিজার-মার্কা জন্ম। তার মানেই যত ঝামেলা, বুঝলে তো।

তিন আঙুলে হুয়ান :
মানে তুমি বলতে চাচ্ছো তোমাকে একটা ঝামেলা-জটিলতায় প্রমাণপত্র এনে দেখাতে হবে ?

আপিশের কেরানি :
আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করবে না। তা কোথায় যেন যাবে ব'লে বলেছিলে ?

তিন আঙুলে হুয়ান :
আমি মুরিয়েত্তার সঙ্গে জাহাজে চড়ছি। আমরা সোনার খোঁজে বেরিয়েছি। আমাদের দু-মাস্তুল জাহাজটা উপসাগরের মাথায় বাঁধা আছে।
[অনেকক্ষণ চুপচাপ।]

আপিশের কেরানি :
হুম, গোড়াতেই আমায় সে-কথা বলোনি কেন ? আমার সময় এতক্ষণ ধ'রে খামকা নষ্ট করবার কোনো মানে হয় ?

তিন আঙুলে হুয়ান :
এটা···মানে, এটা ঠিক আমার মাথাতেই আসেনি।···একটা কথা বলবো ? দুজনেই, এসো, পাততাড়ি গুটিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ি।

আপিশের কেরানি :
তাই হবে, স্যাঙাৎ। যে-কথা সেই কাজ—এসো, এ নিয়ে হাত মেলানো যাক। এখানে একেবারে গভীর গাড্ডায় পড়েছিলাম—এতসব হ্যানোত্যানে কাগজে লেখো! তার ওপর তোমার মাইনের খামে কী পুরে দেয়, সে-কথা না-তোলাই ভালো।···এখন, বলো দেখি, বাপু, ঐ সোনাদানা ঠিক কোনখানে প'ড়ে আছে? একটা উদাহরণ দাও।

তিন আঙুলে হুয়ান :
বলেইছি তো কালিফরনিয়া। সব মামা-ভাগ্নে চাচা-ভাতিজা কালিফরনিয়া কেটে পড়েছে।

আপিশের কেরানি :
হায় কপাল! তাই নাকি ? আমাকে একটু বাঁধাছাদা ক'রে এখান থেকে কেটে পড়তে হাত লাগাও। আর সময় নেই—যে-কোনো সময়ে জাহাজ ছেড়ে দিতে পারে।

তিন আঙুলে হুয়ান :
আমার মাথায় আরো-ভালো একটা মৎলব খেলে গিয়েছে। বাঁধাছাদার কথা বেমালুম ভুলে যাও। এতসব লটবহর নিয়ে কে মাথা ঘামাতে চায় ? সোজা চলো, খালি হাতে—একেবারে নতুন ক'রে সব শুরু হবে।

আপিশের কেরানি :
এর চাইতে খ্যাপা-কিছু আমি কস্মিনকালেও শুনিনি। আমার দলিলপত্তরের কী

হবে? এই যা কিছু ছাপছোপ, নীলমোহর? আমার পরিলিখন? আমার মামতার খাতা? হিশেবের সারণি?

তিন আঙুলে হুয়ান :

—আর তোমার মাসিক ঋতুস্রাবও, তাই না? সব গোল্লায় যাক! আমরা সবাই টাকার গড়াগড়ি দেবো। আমরা ফিরে আসবো সোনার ভেলায়।

আপিশের কেরানি :

বুঝলে, তিন আঙুলে হুয়ান, তুমি আমার সব দ্বিধা কাটিয়ে দিয়েছো, বুঝিয়ে দিয়েছো···

তিন আঙুলে হুয়ান :

শুধু ছাখো এ-সব নথি-সনদ কেমন ক'রে হাওয়ায় ওড়ে।

[সে একটা কাগজ ছুঁড়ে দেয় শূন্যে। কেরানিও একটু নিরুত্তাপভাবে একটা কাগজ উড়িয়ে দেয়। তারপর আচমকা দুজনে একসঙ্গে হাত ডুবিয়ে দেয় কগজের স্তূপে, আর দিতে-দিতে কাগজ হাওয়ায় ভাসে চারদিকে। সেই সঙ্গে ওপর থেকে ঝ'রে পড়ে অজস্র কাগজ।]

আপিশের কেরানি :

আর আমি কিনা তোমায় পাগল বলতে চাচ্ছিলাম—একেবারে ডাক্তারের প্রমাণ-পত্র দেয়া পাগল!

[তারা হাতে হাত মিলিয়ে জাহাজের দিকে চলে, পেছন-পেছন তাদের অনুসরণ ক'রে আসে আরো চার-পাঁচজন, তাদের মধ্যে এক কিশোরীও আছে, কচি বয়েস। সবাই সমুদ্রের গানটা ধ'রে দেয় আবার—এবার নিচু পর্দায়। গানটা থেমে যায়, কার হাঁক শুনে।]

একজন :

মুরিয়েত্তা!

সকলে :

হোয়াকিন! হোয়াকিন! হোয়াকিন!

[পুরো চুপচাপ সব। সবাই কেমন যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে প্রত্যাশায় —শুধু সেই কিশোরী বাদে, সে এগিয়ে আসে পাদপ্রদীপের দিকে, এক আলোর বলয়ের দিকে—যে-আলোর ঝলক তখুনি পড়েছে। সেই সঙ্গে জাহাজের সবচেয়ে বড়ো পালটায় সবুজ আর শাদা আলো দেখা দেয়, তাতে ইঙ্গিত থাকে আঙুরখেতে ভরা চিলের পাহাড় আর চূড়ায় জমা শাদা তুষারের। মঞ্চে আলো ক'রে আসতে থাকে। কিশোরীটি আর

আলোর বলয় জাহাজের কাছে এসে পড়তেই পেছনের বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে গানের দল গান ধ'রে দেয়।]

পুরুষদের গানের দল :

বড়ো হ'য়ে উঠেছিলো উইলোর ছায়ায় সে তো ক্ষিপ্র নমনীয়,
সাঁৎরেছে নদীতে কত, কত বুনো ঘোড়া বশ মানিয়েছে,
ল্যাসোকে ছুঁড়েছে লক্ষ্যভেদী।
সাহস ঠুকে সে জ্বালে আগুন কত না।
বুদ্ধি দেয় বাহুমূলে, আত্মার আঁধারে, চোখে-চোখে ;
লোকে তো শুনেছে নাল তার কীভাবে করেছে জুতোর ঝমঝম
হেমন্তের গভীর পিঙ্গলে গেছে সে যখন কদম-কদম
তার ঘোটকীর পিঠে চ'ড়ে ঝমঝম ঝলকে।
এসেছে শিখরদেশ থেকে, কত উঁচু,
প্রচণ্ড পাথরগুলো যেখানে চুলের মতো জটা বাঁধে ;
নীরব শিখর থেকে এসেছে সে, হাওয়ার অমানুষিকে ভরা।

দু-হাতে দিয়েছে ধ'রে নদীর হুকুম দেওয়া আঘাতের কাছে
যে-জল চাবকায় যত জমানো তুষার,
টুকরো-টুকরো করে তাকে সুগন্ধি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে।
নিজের উদ্যম সে তো নিজেই বেছেছে ;
তার ছিলো বন্য উন্মাদনা কখনো পোষ-না-মানা অদম্য চিন্তার,
রোষে দৃপ্ত সবল সে মন

নিজেরই চারপাশ ঘিরে গড়েছে বলয়,
ক্রমেই সুগোল হ'য়ে চেপে বসে দৃঢ়,
নিষ্কলুষ আগুনের কত কৃৎকৌশলে সে তার
নিয়তিকে লালন করেছে—
নির্বাচিত, অথচ জানেনি কোনোদিনও
সে-যে কোন ভবিষ্যৎ ওৎ পেতে আছে তার সুনির্দিষ্ট সব অঙ্গীকারে—
জানেনি অথচ তারই সেবা ক'রে গেছে আমরণ।

দূরে কারুর গলা :

হোয়াকিন ! হোয়াকিন মুরিয়েতা !

কিশোরী :

ঐ যে ও আসছে।

[জাহাজের মধ্যে আলো ঢুকে পড়ে। তারপর সব অন্ধকার।]

কবির কণ্ঠস্বর :
এ-রকমই ছিলো সব, আমিগোরা।
জেনে নিতে হবে আজ আমাদের যতটুকু জেনে নিতে পারি,
তফাৎ করতে হবে এক থেকে আরেকটাকে,
জানতে হবে কবিতা কী জানে যত আমি লিখি এই কবিতাকে।
কাউকে এ-গাথা শুধু বারে-বারে গেয়ে যেতে হবে,
মনে যেন থাকে এক স্বাধীন পুরুষ সে কী বিধান দিয়েছে,
সে আমার দেশোয়ালি, হেঁটেছে অনেক পথ, তারপরে বিদেশে মরেছে,
হেঁটে চ'লে গেছে কোন অনিঃশেষ পুরাণের মাঝে।
যতক্ষণে আমি তার ছেলেবেলা নিয়ে গান বাঁধি,
আমাদের চরণিক কত দূরে ততক্ষণে হেঁটে চ'লে গেছে।
মিসিসিপি পথ ধ'রে গিয়েছিলো—ওরা তার গলা কেটে ফুপিয়ে মেরেছে
রাত্রি নেমে এলো ঐ—
চিলের সকল গাঁওবুড়ো,
আগুনের তাওয়া ঘিরে গোল হ'য়ে বসে।
তারা কথা বলে যেন সব কথা ব'লে ওঠে মাটি,
বৃষ্টি যেন ফিশফিশ করে,
কিংবা কোনো হিমবাহে ঝ'রে পড়ে সুদূর তুষার।
তারা সব শোক করে কুশলী সে নাবিকের তরে,
আকোন্‌কাগুয়া ছেড়ে একদিন যে চ'লে গিয়েছে,
পথ চিরে-চিরে গেছে জলের ঢেউয়ের মাঝখানে,
যেখানে ডেকেছে তাকে মৃত্যু ও সোনার স্তূপ ঝকমকে ভাষায়
আর তার কালো নিয়তির গায়ে বসিয়েছে ছাপ ও মোহর
ঐ দূর কালিফরনিয়ায়।

২

পাড়ি ও পরিণয়

[মঞ্চের ওপর ঝকঝকে আলো। নৌকোর গলুই। শুধু প্রধান পালটাকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডেকের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে,

সহজে আলাদা-আলাদা ক'রে চেনা যায় না, খালাশিরা : ট্যাব্‌লো তৈরি, লোকে 'লা কুয়েকা' নাচে উন্মত্ত। যোদ্ধরা এগিয়ে আসে, প্রসেনিয়ামের পাদপ্রদীপের আলোয় নিজেদের দল তৈরি ক'রে দাঁড়ায়, তারা গায়ক-চতুষ্টয়ের গান গাইবে ব'লে তৈরি।]

চতুষ্ক সংগীত

গায়ক ১ :

ঘণ্টার আওয়াজই রাখে জাহাজের গতির হিশাব।
ন'ড়ে ওঠে দড়িদড়া, শাদা পাল, প্রতিবাত তির্যক গতিতে—
মধ্যসমুদ্রের মাঝে, অকস্মাৎ হস্তক্ষেপ করে প্রেম।
অন্ধকারে কালো চোখ খুঁজে পায় হোয়াকিন মুরিয়েতাকেই :
এমন নিশ্চিত সে তো কখনও ছিলো না,
অথচ হঠাৎ সব শুধু অনিশ্চিত।

গায়ক ২ :

মাঠপ্রান্তরের মেয়ে, কাম্পেসিনা, তার নাম তেরেসা, কিশোরী—
যে-চাষীমেয়েটি শুধু ওষ্ঠাধর দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে করেছে চুম্বন ;
কীসের লক্ষণ এটা ?—ভাবে মুরিয়েতা।
আচম্বিতে তারপর আছড়ে পড়ে তুলকালাম ঢেউ,
জাহাজ হারিয়ে যায় কুয়াশায়, প্রেমিকেরে নিয়ে, প্রেমিকারে নিয়ে
যতক্ষণে প্রেমই হ'য়ে ওঠে সারাক্ষণ,
যতক্ষণে প্রেমই হ'য়ে ওঠে চিরকাল।

গায়ক ৩ :

হয়তো সকলই তবে শেষ : ভাবে হোয়াকিন ; হয়তো সকলই তবে
আবার নতুন ক'রে আবিষ্কার :
তার বাঁচা এবং মরণ! সে থাকে প্রতীক্ষা ক'রে।
তবে কি ব্যর্থতা তার এখনও নিয়তি ?
হয়তো সকলই তবে পরিণয় এক : বাগ্‌দত্তা, বনিতা, সে বধূ—
সে তাকে বিবাহ করে পালের তলায়।

গায়ক ৪ :

সেখানে, সমুদ্রে নামে বসন্ত যখন, হোয়াকিন,
একদিন সে বশ মানাতো যত ক্ষিপ্র বুনোঘোড়া,
পাম্পার কিশোরী এই জেলেদাকে স্ত্রী হিশাবে কাছে টানে।
যখন সমুদ্র হানে ঢেউয়ের পরেও ঢেউ জাহাজের পথে
নিজেকে সে ছেড়ে দেয় সে-কোন শক্তির কাছে বাক্যে কায়-মনে —
আর, স্বর্ণপিপাসুরা, সুদূর ও অমানুষ,
মেতে ওঠে একই সাথে আনন্দে-বিলাপে।

চারজনে একসাথে :

মানুষ যে অন্ধ, তার এটাই প্রমাণ।
নিজের জীবনপথে সারাক্ষণ সে হাৎড়ায় ঝলমলে পুরাণ।
সে তার সীমানা আরো ছড়ায় দু-ধারে
এমন জাহাজে যার চুল্লিতে দপদপ জ্ব'লে ওঠে প্রেম —
এ-কথা সে ভুলেও ভাবে না
তার অগ্নিপরীক্ষার এ শুধু সূচনামাত্র — বাকি সব অজ্ঞাত, অচেনা।

[গলুইয়ের ওপর উঁচু পাটাতন আলোয় ভ'রে যায়। কালো এক আকাশ। রাত্রি। খালাশিরা আবার হৈ-হল্লায় ব্যস্ত, নর্তক-নর্তকীকে তারা হাততালি দিয়ে তাল দিচ্ছে। কত-যে মালা, কাগজে-তৈরি নকল মেঠাই, ফুল, গেলাশ, বোতল। গিটারগুলোয় সুর বাঁধা হচ্ছে।]

অনেকের গলা :

আরো-একটা ফান্দাঙ্গো।

অন্ত-একটি স্বর :

আর তারপর একটা কাচিমো।

অন্ত-একজন :

আমরা দেখছি পায়ে-পায়ে ঘুমিয়ে আছি !

অন্ত-আরেকজন :

আমাদের দিলখুশ যুগল চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়েছে !

আরেকজন :

এসো, দরজার তালার ফোকর দিয়ে দেখি।

অন্ত-একজন :

সহনাগরিকেরা শোনো, এবার অনেক নাচ হবে।

অন্ত-আরেকজন :

চাই একটা পাখাঝাপটানো কাচিম্বো !

সকলে :

এসো, গতর নাড়াও, শুরু ক'রে দাও নাচ।

[এই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে পুরুষরা সবাই পুরুষ কোরাসের গান জুড়ে দেয়। দৃশ্যটা ক্রমশ একটা পানোন্মত্ত হৈ-চৈএ ভরা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত উৎসবের চেহারা নিয়ে নেয়। একে নিছক আনন্দময় ক্রীড়ামত্ততা ব'লে বোধ হয় না—বরং এর মধ্যে যে-ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে তা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার একটা অন্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা।]

পুরুষদের গান :

শুনুন ভদ্রমহাজন হে সেনিওর।
চলেছি কালিফরনিয়া বরাবর।
একবার যেই ভাগ্যে ঘুরলো চাকা
আমরা উঠেছি নতুন বিয়েয় মেতে—
যদি মৃত্যুর মুখে-চোখে আজ তাকাই
তাহ'লেই শোবো বাসরের খাট পেতে।
আমি যে চিলেনো স্বচ্ছ পরিষ্কার
হৃদয় আমার তামার মতন সাফ—
মুখে ব'য়ে যাই কাস্তের ক্ষুরধার
দিয়েছি গরিরগুরবোর সাথে ঝাঁপ।
হাঙামা ওরা বাঁধাবে কি একখানা ?
খুব খাবে তবে ঝাপ্পট চড় চাপ—
চামড়া ছাড়িয়ে তাদের পাকাবো খানা,
টের পাবে ঠিক কোথায় খুলেছে খাপ।
পকেটে রেখেছি, ঠিক এইখানে, গুঁজে
সোনার থান-ইট, আমার নামটি ছাপা—
এনেছি তো কালিফরনিয়া থেকে খুঁজে,
ছিলো সে মস্ত বিকট পাথর চাপা।
যদি বন্ধুকে সন্দেহ করে কেউ
লড়তে না-চায় খাবি খায় যদি প্রাণ—
হেঁটে যেতে পারে সাত সাগরের ঢেউ
বাড়ির জন্যে প্রাণ যার আনচান।

হয় জলে প'ড়ে ক্রমাগত খাবি খাবে—
নয়তো মাছের সঙ্গে সে সাঁৎরাবে।

[প্রথম স্তবকের পুনরাবৃত্তি।]

[ভয়ংকর এক বিদ্যুৎঝলক আচমকা উৎসবকে থমকে দিয়ে ইতি টেনে দেয়। পুরুষরা থেমে যায় নিশ্চল। মেয়েরা, পুরুষদের গান যতক্ষণ হচ্ছিলো, আস্তে-আস্তে মঞ্চের দু-দিক থেকে এগিয়ে আসছিলো—তাদের পেছন ছিলো দর্শকদের দিকে ফেরানো। প্রথম বিদ্যুৎঝলকের সঙ্গে-সঙ্গে তারা অকস্মাৎ একযোগে দর্শকদের দিকে ফেরে—আর মেয়েদের কোরাস শুরু ক'রে দেয়—সবাই একসাথে, নয়তো এক-একটা দলে ভাগ হ'য়ে—অথবা কেউ একক গলায়।]

মেয়েদের গান :

আমূল বদলানো প্রহর করে গান, গলুই থেকে ওঠে হা-হা বিলাপ।
ঢেউয়েরা এঁকে যায় পোতের পিছে-পিছে সময়হারা তিতকুটে মিছিল।
কাৎরে উঠি সবে যখন চেয়ে দেখি সামনে প'ড়ে আছে কী অভিশাপ,
বুক যে দ'মে যায়, যেন-বা মোমবাতি, বিশাল ছমছমে ঢেউ ফেনিল।
চিলের তটরেখা, দেশের চেনা মুখ, ক্রমেই মুছে যায় পেছনে, দূর—
আমরা চলেছি যে একাকী পাল তুলে, ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলকালাম,
পুরুষ জনে-জনে শুনেছে সোনা ডাকে : 'ঐ ওপারে দূবে সোনার পুর'—
এ-কথা শুনিয়েছে সকল নাগবেই। পেছনে আমাদেরও অবিশ্রাম
ডাঙায় কিবা জলে, হাওয়ার জরে-হিমে, সোনার জন্যেই শুধু চলা—
পেছনে প'ড়ে রয় রুগ্ন জননীরা, এবং বাবাদের সব কবর—
শূন্য প'ড়ে রয় নদীর ধারে-ধারে ঝুপড়ি বাড়িঘর আটচালা
কেননা সোনা প্রায় শূন্য ক'রে গেছে, সকল দাওয়া, কোঠা, রসুইঘর।
এখন আমরাও আস্তে প'ড়ে নিই অলক্ষণ, কালো ভবিষ্যৎ—
কখনও আর জানি চোখেই পড়বে না দেশের মাটি, তার টিলাপাহাড়
চোখেই পড়বে না কীভাবে আন্‌হোলে তামাম ঢেউ খোলে দেশের পথ—
গমের খেতে ঢেউ, বিও-বিওর কাছে, চিলের চাঁদ, মাটি, সোনার হার—
আমরা যে-সোনাকে হাৎড়ে খুঁজে যাই হয়তো তাতে আছে সর্বনাশ।
বিনাশই ঘিরে থাকে আকাশ আর মাটি। পথের মাঝে শুধু অমঙ্গল।
সে শুধু নিয়ে আসে রক্তপাত, রণ, অন্য-কিছু না যে, শুধু বিনাশ।
সে শুধু কৌশলে প্রতিশ্রুতি দেয় বিনাবিকল্পের মারণকল।

[মেয়েরা পেছনমঞ্চে স'রে যায়। পুরুষরা আবার তাদের জোলো

নড়াচড়ায় লাগে। পুরুষদের গানের ধুয়ো 'শুনুন শুভ্র সুজন হে সেনিওর' আবার শোনায় তারা। একটা আলো খুলে দেখায় তিন আঙুলে হুয়ান আর আদালবের্তো রেইয়েসকে।]

দ্বৈতালাপ

তিন আঙুলে আর আদালবের্তো রেইয়েস

রেইয়েস :

এটা কবুল করি যে শুল্কদফতরের আপিশটা ছিলো অসহ্য একঘেয়ে। কিন্তু একটু অস্বস্তি বোধ না-ক'রেও পারছি না। যতটা জলের জন্যে দাঁও বাগিয়েছিলাম এ দেখছি তার চেয়েও বেশি বাঁও জল। আর তারপর নববিবাহিতদের ব্যাপারটা—মুরিয়েতা আর কিশোরী তেরেসা। এটার তুমি কী ব্যাখ্যা দেবে, সেনিওর তিন আঙুলে? বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি আর হঠাৎ হ'লো, তাই না?

তিন আঙুলে হুয়ান :

সোজা ব্যাপার, আমিগো রেইয়েস। তুমি হ'লে সেই লোক যে শুধু পাছায় ভর দিয়ে ব'সেই থাকে, আর মুরিয়েতা এমন লোক যার একমুহূর্তও হারাবার সময় নেই। দেখবামাত্র সে বলে: 'এ-মালটা আমার,' আর অমনি তার পেছনে ছোটে। শেষটায় সবটা গিয়ে শেষ হয় বাসর ঘরে, প্রেমপরিণয়, প্রণয় বা রতি, তুমি আমার আমি তোমার, এবং যেন আগাপাশতলা বিবাহিত। ওরা পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না।

রেইয়েস :

কী বললে? ঘাস? আর এই জলের ব্যাপারটা কী? যেদিকেই ফিরি জল ছাড়া আর-কিছুই দেখি না: পায়ের তলায় জল, জাহাজের খোলের তলায় জল, সবখানে জল। এখন ইচ্ছে করছে এই সাগরপাড়ির বদলে রবারস্টাম্প শীলমোহর আর ভালপারাইসোর আকাশরেখাও আমার ভালো লাগবে। মাশুল প্রদেয় আমদানি—সেটাই একমাত্র জীবন।

তিন আঙুলে হুয়ান :

সেনিওর রেইয়েস, সবসময়েই আমি বলেছি মুখের বদলে তোমার ধড়ে বসানো আছে সরকারের শীলমোহর। তোমার যদি এতই বড়ো-বড়ো বোলচাল, তবে

রেলিং টপকে জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ো না? বেশি দূর যে যেতে হবে না, তা অবশ্য আমি তোমাকে ব'লে দিতে পারি। মস্ত ম্যাকারেল মাছটা যদ্দুর অব্দি তোমাকে নেবে: এবং সেটা খুব বেশি দূর হবে না। কথায় আছে, লোকে বাঁচে ডাঙায়—জলের তলায় গোড়ায়। মনে হয় না জলের তলা তোমার খুব দিলপসন্দ্ হবে, সেনিওর রেইয়েস। আর, সে যাই হোক, সমুদ্দুরে কোনো সোনা নেই।

রেইয়েস:
সেনিওর তিন আঙুলে, যদি কিছু মনে না-করো একটা কথা জিগেশ করবো: তুমি ঠিক কোত্থেকে এসে উদয় হয়েছো?

তিন আঙুলে হুয়ান:
উত্তর থেকে, কোপিয়াপিনো, উত্তর থেকে। খনি থেকে, যদি আরো জানতে কৌতূহল থাকে। পাহাড়ি সরু রাস্তায় কোথাও দুটো আঙুল ফেলে রেখে এসেছি। তবে হাতাহাতি ধস্তাধস্তির সময় এখনও কিন্তু একহাত নিতে পারি। বিল্লির ছাল তুলে দেবার, একটা নয়, অনেক উপায় আছে।

রেইয়েস:
বিল্লি? কী-রকম বেড়াল? এ যদি শাসানি হয়, সেনিওর তিন আঙুলে···

তিন আঙুলে হুয়ান:
সেনিওর রেইয়েস, শুনছি তোমার হাঁটুজোড়া ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। তবে আমার কথায় কোনো পাত্তা দিয়ো না।

রেইয়েস:
তুমি বলছো আমরা বিপদে পড়তে চলেছি?

তিন আঙুলে হুয়ান.
যেখানেই সোনা, সেখানেই তুলো ধোনা—সেখানেই বিপদ এবং আপদ, আমিগো মিয়া। ওইভাবেই মিষ্টিতে চিনির পানা ঢোকে। যারা শুধুই মিষ্টি চায় তাদের মুখে রস লেগে মাখামাখি হ'য়ে যায়।

রেইয়েস:
আর মুরিয়েতা? তাকে তুমি কতদিন চেনো?

তিন আঙুলে হুয়ান:
মনে হয়, যখনও একটা ছারপোকার চাইতেও খুদে ছিলো। তাই ব'লে কিন্তু কোনো ভুল কোরো না। সে-ই সব হুকুম দেয়। একটা বাগানে খুঁটির মতো সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে। মুরিয়েতার কথার পিঠে উলটে কেউ কোনো কথা বলে না। কেউ তার ছায়া মাড়ায় না···তুমি ইচ্ছে করলে বলতে পারো আমি

তার খুড়ো কি বাবা কিংবা দেহরক্ষীই ছিলাম, মানে ঐরকম আর-কি! সে যেখানে যায়, আমিও সেখানে যাই। গরিবগুরবোদের ভাগ্যের শরিক আমরা, গরিবদের রুটির ভাগিদার—লাঠির যেদিকটা গরিবদের হুড়কো দেয়, তাও আমরা ভাগাভাগি ক'রে নিই। ভেবো না যে আমি কোনো নালিশ করছি, বুঝলে? দুজনেই খনির মধ্যে বেঁচে-থাকার থাপ্পড় খেয়েছি। তবে সত্যি যখন তারা বেরোয়—সে বেরিয়ে আসে জ্বলজ্বলে তারার মতো।

রেইয়েস :
তারা—একেবারে অ্যাদ্দুর অব্দি তারার আলো, আমিগো?

তিন আঙুলে হুয়ান :
তা, একবার তাকিয়েই দ্যাখো না। মাথার ওপর কী দেখতে পাচ্ছো—তারা না? কম্পাসের বাক্সের আলোর মতো, ঝিটমিট ক'রে বলছে আদিওস, বিদায়। ও-সব তারা, কোম্পাড্রে, সোজা চিলে থেকে এসেছে। সবচেয়ে বড়োটা ধ্রুবতারা জুঁই ফুলের চেয়েও শাদা। উত্তরে, আমি যেখান থেকে এসেছি, চূড়ায় বা পম্পায় রাত কেবলই কালো, ঘুটঘুটে কালো, হ'য়ে ওঠে—যত উত্তরে যাবে। তারারাও তেমনি বড়ো, আরো-বড়ো, হ'য়ে ওঠে। কোনো-কোনো রাত্তিরে তো তাকিয়ে দেখতেই আমার ভয় করে। মনে হয়: যদি বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলেছি তারা ধমাৎ ক'রে মুগুরের মতো মাথায় এসে পড়বে। মগজে যা সামান্য ঘিলু আছে তা বার ক'রে একেবারে ফাঁকা ক'রে দেবে।—কটা তারা আছে বলতে পারবে?

রেইয়েস :
আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি—সেখান থেকে বলতে পারি, একটাও না।

তিন আঙুলে হুয়ান :
আমিগো, আমি বলি আকাশ তারায়-তারায় ছেয়ে আছে: কাউকে শুধু নিজের তারাটা খুঁজে বার করতে হয়। নিজেদের তারাকে যারা চেনে না, তারা বরং চট ক'রেই চিনে নিক, দোস্ত। এক-একজন লোকের জন্যে এক-একটা ক'রে তারা একেবারে শেষ অব্দি। বাজি ধ'রে বলতে পারি ঐ যেটা এখন চোখ মটকে তাকালো, সেটা নিশ্চয়ই তোমার। আর ঐ দূরের গোলাপি তারাটা অবশ্যই আমার।

রেইয়েস :
আর মুরিয়েতার কোনটা?

তিন আঙুলে হুয়ান :
তার তারাটাকে নিয়ে সে বিছানায় গেছে সে তার কাবিনে, নতুন রুটির মতো গরমাগরম।

[আরেকবার শোনা যায় পুরুষদের গানের সুরো। তারপরে এসে পৌঁছোয় কবির কণ্ঠস্বর।]

কবির কণ্ঠস্বর :

আস্তে কথা বলো, চুপ, চুপি-চুপি। যা-কিছু বলার আছে বলো কানে-কানে :
চাঁদ, তারা, আর রাত : ছলোছলো জল কেটে চলেছে জাহাজ,
এখন মধুর মতো স্তব্ধতায় চাঁদ তাকিয়েছে কার পানে,
মধুচন্দ্রিমার রাতে পুলকে ও অবসাদে এই যারা ভ'রে যায় আজ
এমন মধুর মতো স্তব্ধতায় চাঁদ শুধু চেয়ে রয় দুজনের পানে।

[উৎসবচঞ্চল নাবিকেরা পা টিপে-টিপে বেরিয়ে যায়, প্রত্যেকে তর্জনী তুলে চুপ করতে ইঙ্গিত করছে। মঞ্চের আলো ক'মে আসে। প্রখর রাত, তারায় ভরা রাত। মঞ্চ যেই অন্ধকার হ'তে থাকে, তারারা ক্রমেই বড়ো, আরো-বড়ো হ'য়ে ওঠে, তারপর যেন মস্ত সব তারার ফুল ফুটে থাকে। তারপর আলোর প্রক্ষেপ একটা বলয় তৈরি ক'রে দেয় যার মধ্য থেকে ভেসে আসে হোয়াকিন মুরিয়েতা আর তেরেসা মুরিয়েতার গলার স্বর। পেছনে সমুদ্রের শব্দ, জলের ছলাৎছল।]

প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বৈতালাপ

মুরিয়েতার কণ্ঠস্বর :

তুমি যা দিলে, প্রিয়ে, সে তো আমারই ছিলো। ভালোবাসার এক মূর্ছনা।
হৃদয় নিয়ে নাও, নাও জীবন সাথে। ঘোচাও দুঃসহ হৃদয়ভার।
ছিলো যে-স্বাধীনতা, নামেই ছিলো তা তো : জীবনজোড়া ছিলো বঞ্চনা :
এমন লোক যার ছিলো না কখনোই রুটি চটক তথা রংবাহার।
শুধু যা ছিলো তা তো হাড়ের কাঠামোটা—জ্যান্ত কঙ্কাল, ছুরির ধার
যাবার ছিলো না তো কোনোই জায়গা যে—তবু ছিলাম আমি প্রভু আপন-
শুধু যা জানতাম তা এই বিশ্বাস : ঘুমোবো একদিন পাশে তোমার—
ছিলো তা স্বপ্ন যে, দেখেছি স্বপ্নেই, সর্বনাশে ভরা দুঃস্বপন,
যা-কিছু ঘটেছিলো তুমি আসার আগে তা ছিলো দুঃসহ হৃদয়ভার।

তেরেসার কণ্ঠস্বর :

নিজের কথা আমি কী আর বলি বলো ? জন্ম হয়েছিলো পাহাড়পুর,
ছিলাম কিশোরী যে কোউরোকোরই । নেমেছি একদিন সাগরকূলে ।
যখন বন্দরে জাহাজে উঠতেই দুজনে দেখা হ'লো তখনই সুর
সহসা জেগে ওঠে, তোমায় সঁ'পে দিই জীবনযৌবন সব ভুলে :
অমনি ভাবীকাল সামনে চমকায় নিয়তি খুলে যায় স্বপ্নাতুর,
এখনও বাঁচবো যে-জীবন সে-জীবন ছন্দে সুমধুর ওঠে দুলে—
ভাগ্যে আমাদের মৃত্যু যদি রয়, তাও কবুল, জানি তাও মধুর ।

মুরিয়েতার কণ্ঠস্বর :

তোমার দুই বাহু ছড়িয়ে দাও যেই, কত লবঙ্গের কিবা সুবাস ।
আমার মনে পড়ে কারাম্পান্ওয়ে । আমায় দেখে তুমি লাজুক মুখ,
বাদাম তক্ষুনি হালকা খোলা খোলে, দেখায় ভালোবাসা, গোপন শাঁস,
পাহাড়গুলো সব ফিরিয়ে নিয়ে আসে তোমারই ভনিমার প্রাণের সুখ ।
আমার কাছে এসো । তোমার বরতনু আমার পাশে তুমি লুটিয়ে দাও—
যেমন জল ফেরে পুরোনো চেনা খাতে, শুদ্ধ হিম, গ'লে টলটলে—
ওঠো আবার যেই—পুনর্নব সবই, বঁধু আমার মুখ তুলে তাকাও,
তোমারই গন্ধ যে আমার এই দেহে রৌদ্রশিশিরের ঝলমলে ।

তেরেসার কণ্ঠস্বর :

এটা কি সত্যি যে প্রেমিক-প্রেমিকারা কয়লা যেন, জ্ব'লে ভস্ম হয় ?
এটা কি সত্যি যে প্রগাঢ় চুম্বনে প্রণয়—প্রাণবায়ু—সহসা বয় ?

মুরিয়েতার কণ্ঠস্বর :

কখনও শুধিয়ো না প্রেম কী । কী আগুন কাঠের মাঝখানে জ্বলে দারুণ ।
অথবা গাছে-গাছে কীভাবে জাম হয় পক্ক টসটসে লজ্জারুণ ।
এমন-কিছু আছে যা আরো অদ্ভুত, পরম বিস্ময়, এটা জানি ।
মাটির মাঝে গম কীভাবে পেকে ওঠে, রান্কাগুয়ারই সে-খেতখামার—
আমি তা জানি । পাকা গমের দানা যেন বিবশ প্রণয়েরই সন্ধানী,
পাতার মাঝে যেন ডুমুর, আমি ঠিক সেভাবে বেঁচেছি যে মেলিপিল্লায়,
ফুলেরই গন্ধের মধ্য থেকে ওঠে অচেনা সুর কত এই হিয়ায় ।
জেনেছি জল থেকে যা ছিলো জানবার, জলের ঢেউয়ে যেন হাওয়ার টোল,
কত-কী ব'য়ে আনে, কিছু-বা ভেসে যায়, সরল সত্যের নীল নিচোল ।
তোমাকে তাই, প্রিয়ে, চিনেছি নির্ভুল, দেখবামাত্রই, প্রথমবার,
শাস্ত্র যত জানি, বিদ্যা যতখানি, আমি তা জড়ো ক'রে রাখি বেবাক :

দেখেছি চোখ মেলে তোমাকে, আর তাই বেসেছি ভালো। তুমি অতুলনা—
তুমিই জগতের শিখা ও উত্তাপ, যা-কিছু এ-হৃদয় পোড়ায় থাক—
আলোনি যতদিন কিছুই ততদিন নড়েনি চরাচরে, জলও না।
ভুবনে যত সোনা রয়েছে সব চাই, তোমাকে মুড়ে দেবো সব সোনায়,
যেন-বা দেয়ালের মধ্যে উদ্যান, তোমার রূপ যাতে থাকে অটুট,
এবং মাঝখানে সজাগ প্রহরায় দাঁড়াবো চিরকাল আরাধনায়।
তোমার জন্তেই জীবন বাস্তব, নইলে সবই হ'তো মিথ্যে, ঝুট—
তোমার জন্তেই হৃদয় স্বপ্নিল, নতুবা কবে হ'তো এই হৃদয়
পাষাণস্থকঠিন দুর্গ যেন এক, যেখানে আমি ছাড়া অন্তে আর
দুঃসাহসভরে ঢুকতে পারতো না, পাষাণপুরে যাবে সাহস কার!
তুমি যে কাছে আছো, আমার পাশে বাঁচো, মহিমান্ তাতে এই প্রণয়।

তেরেসার কণ্ঠস্বর :
বাসনা শুধু এই দু-চোখ ভ'রে দেখি তোমারই আকৃতির শক্তিশ্রী,
শুধু এটাই চাই খেতের ভাঁজে-ভাঁজে লাঙলে শুধু বোনো খাঁটি সোনা—
না-হ'লে চরাচরে থাকবে যা তা তো বিশ্রী স্বপ্নের গা রী-রি—
তোমায় ঘিরে তাই স্বপ্নে দেখে যাই আশা-সাফল্যের আনাগোনা।
আমাকে ছুঁয়ে থাকে তোমার মমতাই, সবে যেমন বাঁচে স্পর্শে তার,
আমার প্রণয়েরও দুর্গ আছে এক স্পর্শাতুর যার দুই মিনার।
আমারই স্বভাবের হাপরে-অগ্নিতে রচিত অস্ত্রেই সেজেছে প্রাণ,
অনুত্তোতম এই প্রণয়ে সজ্জিত শরীর থেকে ওঠে অমল তান,
আমার জন্তে যে-প্রেম বহন করো সে ঘিরে রাখে, তুমি আমারই ঢাল—
আমারই রক্ষার বর্ম হ'য়ে ওঠে তোমারই ভালোবাসা সকল কাল।

মুরিয়েতার কণ্ঠস্বর :
তোমার গলা শুনে ক্লান্তি নেই কোনো : শুদ্ধ লহরীর ছলাৎছল—
সে-স্বর কলরোল সাগর ধ'রে রাখে, আন্দোলনে ধরে ধ্বনি উত্তল।
চুমু, হে প্রিয়তমা : তোমার ঠোঁট ছুঁয়ে জানি না কেন আমি সুখী আবার,
দেখছি চোখ ভ'রে তোমাকে, রাত্রিকে, স্বচ্ছল এই সিন্ধু আর।
তোমারই মুখ চুমে, আমি যে চুমু খাই দেশের মাটি, তুমি চিলে আমার।

তেরেসার কণ্ঠস্বর :
সোনা, আমার সোনা, একদা ঠিক জেনো ফিরবো সে-মাটিতে খুড়োখুড়ি।

মুরিয়েতার কণ্ঠস্বর :
পথ তো একটাই, চিলের দিকে মুখ : সে-পথ আমি দেবো সোনা মুড়ে।

[স্তব্ধতা। অন্ধকারে. শুধু মুরিয়েতার ঝুলঝুলিই আলো হ'য়ে থাকে। পুরুষদের গান শোনা যায় আবার, একটি স্তবক আর তার ধুয়ো। পুরুষদের গানের দলকে এবার আর দেখা যায় না।]

[সব চুপ হ'য়ে যায়। মুরিয়েতার ঝুলঝুলির আলোও নিভে যায়।]

৩

ফান্দাঙ্গো

[আলো দেখতে পায় প্রথম স্তরে দাঁড়িয়ে আছে গায়কেরা। পর্দায় পর-পর প্রক্ষেপ হয় ১৮৫০-এর স্যান ফ্রানসিস্কো : সমকালীন খোদাই থেকে।]

পুরুষদের গান

সকলের পুরোভাগে
জেগেছিলো শুধু চিলে
অস্ত সবার আগে—
এখন নাচায় স্মৃতিটুকু তার
জেগে আছে সব দিলে।

পাহাড়ের নিচে ছিলো খনি, ঘুমধাম,
হাড়গুলো সব হা-করা, তবু মুঠায়,
এখন যে শোনো এত তার যশ নাম
ছিলো সে নেহাৎই পোড়ো-এক জলাভূমি।
এখন যে দ্যাখো সোনার তোরণটিকে
আগে তা ছিলো না, ছিলো না সে কোনোদিকে—
রঙের বাহার—সব ছিলো মরা, ফিকে,
দেখলে মোটেই চিনতে না তাকে তুমি।
ফুঁ দিতো মরু যে উপসাগরের বাকে
কুয়াশা ধুলায় সাজাতো তাকে কী-সাজে

মরা খালি, কানাগলি, তাপ্পুর জাহাজের
হাবে ডোববারই কাদাজল পেতে তুমি।

ডাকে সান্ ফ্রানসিস্কোর কালো-পাক
কোটো, কাটো, নয় হাটো,
কে কোথায় যাবে যাক।
বন্দর ভেঙে মরুভূমি ক'রে দেবে
নিজের খেয়াল মেটাতে এ-কথা ভেবে
শুরু ক'রে দিলো পাথর নাচাতে জোরে।
সোনার জন্যে জড়ো হয়েছিলো যারা
কঙ্কালগুলো জানে কোথা গেছে তারা
হাওয়া হো-হো-হা-হা ব'য়ে যায় হাড়গোড়ে।

কঠিন চিত্ত, নির্মম—ওরা বলে—
মৃতদের নিয়ে যদি করো গালাগালি
চাই পছন্দ করো না-ই করো জেনো
অনিচ্ছাতেও সত্য বলবে খালি।
প্রথম যে-লোক কোনো অনুমতি বিনা
কাড়বে ভেবেছে সকল সোনার তাল
সে ছিলো চিলেনো ; কিছুই পারেনি নিতে
মৎলব তার হয়েছিলো বানচাল।

প্রথমে ছিলো না কিছু ; তারপর এলোমেলো
পা ফেলে এখানে একজন লোক এলো
গোর দেবে ব'লে গাঁইতি-শাবল হাতে—
ধাতু চাই ব'লে ঝাঁঝরিতে কাদা ঝাড়ে,
তারপর এই মাটির মধ্যে, আরে !,
এ-কার ঝিলিক দেখে প্রাণ-মন মাতে।

সোনা এলো ব'লে ভগবানও আসে নিচে
এবং স্থানীয় কোতোয়ালি পিছে-পিছে,
তারপর নিজে সশরীরে শয়তান—
ঘাড় চেপে ধ'রে আস্ত শহরটার

আগুন লাগালো মশাল ছুঁইয়ে তার,
ধনরত্ন যে জ্ব'লে ওঠে লেলিহান।

কঠিন চিত্ত, নির্মম—ওরা বলে—
মৃতদের নিয়ে যদি করো গালাগালি,
চাই পছন্দ করো, না-ই করো জেনো
অনিচ্ছাতেও সত্য বলবে খালি।
প্রথম যে-লোক কোনো অনুমতি বিনা
তাল-তাল সোনা চেয়েছিলো কেড়ে নেবে—
সে চিলেনো, হায়, কিছুই পারেনি নিতে—
কী যে তার হ'লো, একবার ছাখো ভেবে।

[ভাঁটিখানা 'এল্‌ফান্দাঙ্গো'। চিলেনো, মেহিকানো, পেরুয়ানো ইত্যাদির সমাবেশ। পেছনে, পশ্চাৎপটে, রেনজারদের এক বিশদ ছবি, টেক্সাসের দশগ্যালন সমব্রেরো মাথায়। এক কথোপকথন শুরু হয়; প্রথমে চিলেনোদের মধ্যে, তারপর তা ছড়িয়ে যায়, সকলেই কথা বলতে থাকে। তাদের মধ্যে, ব'সে আছে, তিন আঙুলে হুয়ান আর আদালবের্তো রেইয়েস।]

প্রথম জন :

ভোর হ'তে-না-হ'তেই ওঠো: আরেকটা নয়া দিন, আরো-এক পেসো নিন, যেমনটা লোকে বলে। কেউ-না-কেউ তো কেল্লা ফতে করবেই। শুধু আমি পাই গামলাভর্তি কাদামাটি।

একজন :

আমি শুধু পাই বিচির গোড়ায় ঘাম।

আরেকজন :

আমি পেয়েছি পাঁচ বাটি সোনামাটি। আমার কোনো নালিশ নেই।

সকলে :

নয়ভাগ ঘাম, একভাগ সোনা, কোম্পাদ্রে! এ-সব সোনার গল্প বহুৎ শুনেছি!

একজন :

আর তুমি, এরয়ানো,—তোমার কিছু বলার নেই?

অন্যজন :

আমার কিছু বলার নেই, কোম্পাদ্রে!

একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছো, এরবাতো ?

এ তো মুদ্দোফরাশের জীবন—যেন সারাক্ষণ কবর খুঁড়েই চলেছো।

একজন :

সেটা কীভাবে ?

অন্যজন :

এ শুধু বোঝার গাধার জীবন।

আরেকজন :

আমি যেন রসুই পাকাই, পিঠে বানাই।

আরেকজন :

আমার ব্যাবসা হচ্ছে খোশখেয়াল পোকা !

আব্রেন্তিনো :

কী এক খুড়ি ব্যাদাবারার দল ! তোমরা চিলেনোরা এতকাল কোনোকিছু না-চাইতেও পেয়ে এসেছো ! আমি—আমি সব শৌখিন তরুণীদের নাচ শেখাই

[কয়েক পা নাচে।]

'ত্রিনুগিতা, নো তে এস্কাপেস, তেনেস কে মোভের লোস্ পিয়েস।'

তলা থেকে যদি ত্রিজাকিশোরী বেরুতে চাও

তবে চটপট সারা শরীর ও পা চালাও !

সকলে :

হ্যাঁ। কেবল নাচগান সবসময়—সোনার দেখা তবে কখন হয় ?

একজন :

আর মেহিকোর হালচাল দিনকাল কেমন ?

মেহিকানো :

সত্যি বলতে, আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে কুললে একটা এন্‌চিলাদা জুটলেও মনে হয় যেন কপাল ফাটলো। আর যদি কচিৎ-কখনো সেই সঙ্গে জোটে, ধানী লঙ্কা !

সকলে :

[মেহিকোর বারিয়াচি গানের সুরে।]

যতই খাব করাও, এরমানো,

যতই কাব করো না আয়রণ—

ছুটবে তোমার লবডঙ্কাখানি,
চোখে পড়বে ধুলোই সারাক্ষণ।

চিলেনো :

বুঝেনো। ভালো। আরেক দফা মাল চলুক। নিরেট সোনার চাঁইয়ের উদ্দেশে পান।

অন্তরা :

বোসো। ওয়েটার।

রেনজাররা :

[মঞ্চের পেছন থেকে]
ইউ মাস্ট সে 'বয়।' এখানে, মিস্টার, আমরা 'বয়' ব'লে থাকি?

চিলেনো :

বয়-বোসো। একটা চিচা।

সকলে :

সবার জন্যেই চিচা, বয়-বোসো-ওয়েটার।

[ওয়েটাররা নড়ে না। রেনজাররা এগিয়ে আসে, তাদের কোমরের হোলস্টারে আঙুল ঢুকিয়ে। একজন থামে, ঠিক মাঝখানটায়। অন্যরা, যারা ব'সে আছে, তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।]

মাঝখানের রেনজার :

ইউ আর নাউ ইন ক্যালিফোর্নিয়া। হিয়ার ইজ নো চিচা। ইন ক্যালিফোর্নিয়া ইউ মাস্ট হ্যাভ হুইস্কি।
তোমরা এখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। এখানে আমরা চিচা বেচি না। ক্যালিফোর্নিয়ায় শুধু হুইস্কি খেতে হবে তোমাদের।

একজন :

চিচা চাই! চিচা!

চিলেনোরা :

আমরা চাই—চিচা! আমরা চাই—চিচা!

রেনজাররা :

নো চিচা হিয়ার! হুইস্কি! হুইস্কি! হুইস্কি!

চিলেনো :
[রাগে একটা পিস্তল টের পেয়ে]
রয়-মোলো, ওয়েটার ! একটা হুইস্কি !

আরেকজন :
মানে হুইস্কির সঙ্গে ওয়াটার !

অন্তরা :
হুইস্কির সঙ্গে জলের বালতি !

[রেনজাররা পেছিয়ে যায় । সবগুলো স্তর এক হ'য়ে যায় ।]

রেইয়েস :
[একটু চুপচাপ সব, তারপর সে তিন আঙুলে হুয়ানকে বলে]
কোম্পাড্রে, বুঝতেই পারছি কী বোঝাতে চাচ্ছো । এই আজব শহরটাকে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি । মনে হচ্ছে যেন ডিমের ওপর দিয়ে হাঁটছি ।

তিন আঙুলে হুয়ান :
সি, কোম্পাড্রে । হ্যাঁ, তা বলতে পারো বটে । চিলে ছেড়ে এলাম একটু টাটকা হাওয়া পাবো ব'লে, এখন কি না ডিমের ওপর দিয়ে হাঁটছি । ক্যায়সা একখানা শহর !

রেইয়েস :
[অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে]
ভালপারাইসোতে এখন ঠিক ক-টা বাজে বলতে পারো ?

[সবাই যে যার জায়গায় জমাট বেঁধে যায়, দিগন্তের দিকে তাকায় । কোনো হুঁশিয়ারি না-দিয়েই খয়েরি গায়িকা মাঝমঞ্চে চ'লে আসে, আর তার গান ধ'রে দেয়, যেন স্মৃতির মধ্যে এক ঝলক চিলেই ফিরে এসেছে, অথবা তার যাবতীয় অনুষঙ্গ । আলো শুধু গায়িকাকেই ধ'রে থাকে, আর অন্যদের ওপর ঝাপশা হ'য়ে যায় ।]

খয়েরি গায়িকা :
[বারকারোলা গান]

সোনিওরেরা বলে আমায় : মরণকথা বলো তোমার প্রণয়কথা বলো,
এ তো কেবল গানেরই ছল যেটাও দেখি এ-কৌতূহল
কে শোয় ভালো বিছানাতে আঁধার রাতে চাঁদনি রাতে
পাশাপাশি পায় খালাশি যে চলেছে জাহাজে ?
নইলে সে কি সৈন্য যোরে কাহা-কাঁহা যে ?
সত্যি কথা বলো, যেটাও সকল কৌতূহলও ।

বলতে নেইকো সময় কোনো,   সেনিওর, ও বন্ধু, শোনো।
বলছি শুধু চুপিসাড়ে,   জন্মেছিলাম নদীর ধারে,
মাথার ওপর আকাশ যেন নদীর ছলোচ্ছলো।
নীল পাথরে ছাওয়া আকাশ   তারারা সব ছড়ায় সুবাস,
বিও-বিও নাম ছিলো তার—এখন উধাও হ'লো।
লোপাট ক'রে দিলো তাকে মানচিত্রের জলও।

যখন আমি নীল হ'য়ে যাই দূর যে মনে পড়ে
হৃদয় ওঠে গুমরে, যেন ঢেউ উঠেছে ঝড়ে—
কোনো নাগাল মেলে না আর   কোথায় গেলো টিলাপাহাড়-
দেশটাকে দেয় উধাও ক'রে সে-কোন সাগর বলো?

জলের মাঝে নীল পাথর এখনও রোজ শুনি,
নীল পাথরে ঠোকাঠুকি আঁধার রাতে শুনি—
কেমনতর ভোর এ বলো, কেমনতর ভোর,
জেগেই দেখি চার দেয়াল বসছে চেপে জোর,
বুঝতে পারি একলা আছি, যেন এটাই গোর—
কাটতে আমার স্বপ্নেভরা ছোট্ট ঘুমের ঘোর।
দুর্দশা—সে কঠিন ক'রে তোলে আমার মুখ—
নখের আঁচড় বুকের মাঝে, সে-কোনখানে সুখ।
দেয়ালে যে গিটার ঝোলে   ঘুম থেকে সে-ডেকে তোলে—
বাজাই আমি করুণ সুরে দুঃখে টলোমলো,
আর অঝোর অশ্রু ঝরে, চক্ষু ছলোছলো।

এখন আমায় শুধোয় যদি   দুঃখ যখন নিরবধি
কে ভালো সে? খালাশি, না যোদ্ধা-সে জমকালো,
মন ওঠে কার প্রণয় পেলে—ছোকরা কি থুরথুরে?
আমার হৃদয় গুমরে ওঠে সে-কোন্ দূরের সুরে?
প্রেমে নিত্যকালেরই জয়,   পলকা তো নয় মোটে প্রণয়—
প্রণয় যেন জল ব'য়ে যায়; মিলিয়ে যায় দূরে—
জলের মতো একই সে গান গায় সে ঘুরে-ঘুরে—
আমার প্রণয় যেন নদী—   বইছে ছাখো নিরবধি—
সে-ই কেবলই ভোলায় সকল দুখের হলাহলও—
ঐ শোনো সেই জলের শব্দ, বাজছে ছলোছলো।

[খবেরি পাত্রিকা যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায়। আলো জ্বলে ওঠে একসাথে। একটা জোর-কদমে-ছোটা ঘোড়ার আওয়াজ কাছে আসতে থাকে, তারপর প্রায় মঞ্চে এসে যেন থেমে যায়। এক ঘোড়-সোয়ার ঢোকে, কালো পোশাক পরা। তার কথা বলার সময় সব উত্তেজনার মধ্যেও তার ক্লান্তি অগোচর থাকে না।]

ঘোড়সোয়ার :
সর্বনাশ হয়েছে। শুনেছো কী হয়েছে? এইমাত্র?

তিন আঙুলে হুয়ান :
হয়েছে? এইমাত্র? কী হয়েছে?

ঘোড়সোয়ার :
খতম। সতেরো জন—সব্বাই খতম।

রেইয়েস :
তাতে আমার কী? আমার গায়ে তো কোপ্পা পড়েনি।

ঘোড়সোয়ার :
আমাদের নিজেদের লোক। সতেরো জনই। সব্বাই চিলেনো।

চিলেনোরা :
চুপাইয়া!

ঘোড়সোয়ার .
আর সেই সঙ্গে তিন-তিনজন মেহিকানোও।

মেহিকানোরা :
কারাচো!

চিলেনো :
কোথায় ঘটলো এই খুনোখুনি!

ঘোড়সোয়ার :
স্যাক্রামেন্টোর রাস্তায়। সব্বাইকে এক-এক ক'রে বিছানা থেকে টেনে তুলেছে। নিজেদের কবর নিজেদেরকে দিয়েই খুঁড়িয়েছে জোর ক'রে। তারপর গুলি ক'রে মেরেছে সব্বাইকে।

চিলেনো :
কিন্তু ওরা এদের মারলো কেন? কোন দোষে।

মেহিকালোরা :

কেন? মারলো কেন? কেননা তাদের গায়ের রং অন্যরকম। কেননা ধলারা তাই চায়। কেননা ভগবানের সব ছেলেপুলেরই হাড়ের ওপর ছুরোখাল গজিয়েছে।

তিন আঙুলে হুয়ান :

কয়েকদিন আগে, দশজনকে মেরেছিলো। তখন একটা লোকের নাম করা হয়েছিলো, কনোলি, ওরা বলেছিলো কনোলিরই কাজ। ভগবান নাকি তাকে মহদভিপ্রায়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে : সব বুড়বাক কালো খয়েরিকে কোতল করতে।

অন্তরা :

আর ঠিকমতো কবরও দেয়নি। শুনেছি এখনও নাকি দেখতে পাবে জঙ্গলের মধ্য থেকে তাদের পায়ের পাতা বেরিয়ে আছে।

আরো অন্তরা :

ওভাইয়ে—মনে আছে ওভাইয়ে? ওদের সকলের মধ্যে থেকে ঐ-ই শুধু চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পেরেছিলো।

রেইয়েস :

কী বলেছিলাম, তিন আঙুলে? সব্বাই ডিমের ওপর দিয়ে হাঁটছি। তোমাকে এই ব'লে দিচ্ছি, হুয়ান, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। আমাকে কি না নিগার বানাবে! আমি, শুল্কদফতরের একজন উপদর্শক! যাক না ভাল্‌পারাইসোয়—আমিও ওদের দু-একটা জিনিশ শিখিয়ে দেবো!

তিন আঙুলে হুয়ান :

চেপে যাও রেইয়েস, মেজাজ খারাপ কোরো না। ভাল্‌পারাইসো যেতে গেলে তোমায় এই ডিমের ওপর দিয়েই হেঁটে যেতে হবে।

[সবাই ব'সে পড়ে, হতবাক, স্তম্ভিত, ভীত। মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে যায়, একটা কাল্পনিক দৃশ্য মায়াজাল রচনা করে, সেখানে একজন কালো গায়ক গেয়ে শোনায় নিগ্রো স্পিরিচুয়াল।]

নিগ্রো স্পিরিচুয়াল :

নদী নেমে যায়, ব'য়ে যায়
দক্ষিণে নামে নদী—
আমি হারিয়েছি আংটি আমার,
হৃদয় আত্মা অবধি।

যাও, মাঝি, যাও, জিগেশ কোরো না আমায়
কোনখানে আমি লুকিয়ে রেখেছি প্রাণ —
ঐ যে দেখছো দেশ যেটা কারু নয়
ঐখানে প'ড়ে রয়েছে আমার হৃদয়

সে যে ঐখান সে যে ঐখান সে যে ঐখান !

হাওয়া ব'য়ে চ'লে যায়
ভেসে চ'লে যায় মেঘ
সব হারিয়েছি আংটি আত্মা
প্রাণের সকল আবেগ।
নদী নেমে যায় ঐ নেমে যায় দক্ষিণে
ফিরেও পাবো না কখনো পাবো না আংটি, আত্মা, কিছু —
আমার আত্মা হারিয়ে গিয়েছে কবে —
চিরকাল রবো আংটি, আত্মা বিনে।

[কাল্পনিক মায়াজাল মিলিয়ে যায়। আলো জ'লে ওঠে। খয়েরি গায়িকা যে-উঁচু পাটাতনে দেখা দিয়েছিলো, সেখানে দু-দুজন কু-ক্লুক্স-ক্লানের লোক [ভিজিলান্তে] মাথা-ঢাকা মুখোশ প'রে দেখা দেয়। খয়েরি গায়িকা পর্দাটা আদ্ধেক খুলে রেখেই চ'লে গিয়েছিলো। ক্লানের লোক দুজন দু-পাশ থেকে টেনে পর্দা জুড়ে দেয়। পর্দার সামনে একজন রেনজার এসে দাঁড়ায়, ঢাকের আওয়াজ গুমগুম, যেন সে এক বিংমাস্টার।]

ক্লানের লোক :
সাইলেন্স! নো নিগার্স হিয়ার। খামোশ। কোনো কালা আদমি এখানে থাকবে না।

রেনজার :
শুনুন যারা মান্যগণ্য! শোনো তারা যারা অতি নগণ্য!
এই ঘোষণাটি সবারই জন্য!
এই যে বেশ্যাবাড়ি খান্দানি দিলবাহারি,
যেখানে সোনালি ছুকরিরা সবে সাজানো থরে-বিথরে
সে-কান্সাসে সন্ধ্যা জমাবে এখুনি গরবভরে ;
আজ ইভনিঙে সবচেয়ে বড়ো হিট
পুরোপুরি ঊনপঞ্চাশ ভরি
ক্যালিফোর্নিয়ার হৃদয়েশ্বরী
মিসেস স্বর্ণকীট!

[জেনজার স'রে যেতেই পর্দাঝোলানো উঁচু পাটাতনের পর্দাও স'রে যায় বিশাল সোনার কাঠামোর মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকীট দেখা দেয়। পুরোট কালো মখমলের ক্লোকে ঢাকা : শুধু তার মুখ, চুল, তার সোনার জরি জোড়া হাত দুটি দেখা যায়। মাতালরা ঢোকে; যেন তার স্তুতি ও আরতি করছে এইভাবে তারা নিজেদের তার দিকে ছুঁড়ে ফ্যালে। তার শরীর পোশাক-আশাকের যা-ই পায় তাকেই আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চায়।]

মাতালদের গান

পাড়ছে লঙ্কা ও যে
খাবে ব'লে ভোজে
সুচারু চিকিতা
তুলে ফ্যালে শেষকালে
সবসেরা মিতা
সুভাগিনী ও যে
আহা, কী মোহিতা।

লঙ্কার ঝোপে
নিতম্বে হাত :
লজ্জার লোপে
ঘাড় করে কাৎ।

ত্রিজোটি সেজে
কালো রেশমিতে
কোলে তোলে ঝংকার
আচম্বিতে
মনোলোভা লঙ্কার
নামটি চিকিতা।

সুচারু চিকিতা
তোতা গো মোহিতা
এসো চিরকাল
থাকি দুজনাতে—
কেন মিছে বৈরিতা
মন যবে তৈরি

এসো প্রেম করি
বন জড়াজড়ি।

ভেকচি চাপাও
জ্বালাও উনুন
প্রভু, ক্ষমা দাও
পাপী—নাই গুণ
না-বাছবিচার
লঙ্কার আচার
তাতে হবে ভোজ
আমাদের রোজ।

ধানী লাল লঙ্কা সে
খাবে ব'লে ভোজে
নাই কোনো শঙ্কা যে
হর্ষের খোঁজে
সুচারু চিকিতা
মৃদু রাঙা হেসে
তুলি এসো শেষে,
লজ্জায় লাল
লঙ্কার ডাল।

চিকিতার লঙ্কার
কতটুকু ঝাল
লঙ্কাটি সুন্দর
কচি আর লাল!

[এই গান চলবার সময় শ্রীমতী স্বর্ণকীট তার গা-ঢাকা আংরাখা খুলে ফেলছে, তারপর তার সব পোশাক, একটা-একটা ক'রে, যেন কোনো স্ট্রিপটীজ—আর গান শেষ হবার সময় সে যেন সোনালি এক নগ্নিকা··· প্রচণ্ড হাততালি, শিসের আওয়াজ, শিটির শব্দ। আর এবার সে নিজেই গান ধরে, হালকা নাচের সঙ্গে।]

শ্রীমতী স্বর্ণকীটের গান :

কিশোর মনোহর
বোলো না কোনো কথা

আমার সাথে তুমি।
আসে তাকেই আমি
দেখতে চাইছি যে
তোমার বাবা—সে কে,
কেমন গুণধর।

একটু ডাক দাও কোথাও আছে খুড়ো বেনজামিন
এবং সেই সাথে কোথায় ভাখো খুঁজে তোমার পিতামহ সেরাফিম!
আমি যে কত দূরে, সে তুমি জানবে না,
সে-কথা আমি আর বলি কত।
যেন-সে তারামাছ
ঠাণ্ডা, হিম, জেনো আমিও সেই মতো!
বোলো না কোনো কথা
আমার সাথে তুমি
কেননা মনে হয়
জন্ম নিয়েছিলো
আমারই তরে বুঝি তোমারই বাবা কবে।
না-হ'লে ঐ খুড়ো বেনজামিন আছে তবে আমার—
অথবা সে কি তবে তোমার ঐ নানা
আস্ত বুড়ো ভাম সেরাফিমই।

[এরই মধ্যে ঢোকে ভদ্রলোক জোচ্চর, ফেরেব্বাজ। সে নিজের কথা শোনাতে চায়। আবার আরেক দফা ঢাকের আওয়াজ, গুমগুম।]

ভদ্রলোক জোচ্চর:
আর, এখন সমবেত শিষ্ট ও বিশিষ্টগণ—

[ততক্ষণে শ্রীমতী স্বর্ণকীট ও মাতালেরা মিলিয়ে গেছে, কিন্তু হৈ-চৈ হট্টগোল চলতেই থাকে। ভদ্রলোক জোচ্চর কোমরের দু-পাশের খাপ থেকে পিস্তল বার ক'রে হাওয়ায় গুলি ছোঁড়ে। আরো ছ-টা রিভলবার থেকে পর-পর গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যায়। ছোট্ট উঁচু পাটাতনের পর্দা আচমকা খুলে যায়, এবং চোখের সামনে বেরিয়ে আসে ভদ্রলোক জোচ্চরের শাগরেদরা। একদল কান্দাকো মক্কেলের চারপাশে সুকৌশলী-ভাবে রণংদেহি ভঙ্গিতে তারা ঘিরে দাঁড়ায়।]

শাগরেদরা :

এই-যে : আপনাদের সামনে হাজির ক্যালিফোর্নিয়ার সেরা জোযাক !

ভদ্রলোক জোচ্চর :

সারা জীবন ঘুরেছি চকি যে,
নিজের কথা কী আর বলি নিজে।

শাগরেদরা :

নিজের কথা কী আর বলেন নিজে ?

ভদ্রলোক জোচ্চর :

তাশ খেলেছি কত-যে সান্ হ্রাসে—
সুকৌশলে—সে কত লোক ফাঁসে।

শাগরেদরা :

তাশ খেলেছেন অনেক যে সান্ হ্রাসে।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

সান্তা ইনিয়েসে নামাই বৃষ্টি
মন্ত্রবলে সবাই মুগ্ধ দৃষ্টি।

শাগরেদরা :

মন্ত্রবলে ইনি নামান বৃষ্টি।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

সান্তা মামার পুলিশ নিক না পিছু
সাধ্য কী যে করবে আমায় কিছু !

শাগরেদরা :

সাধ্য কী যে পুলিশ করে কিছু !

ভদ্রলোক জোচ্চর :

চোলাই বেচি, চোরাই বেচি, আর
ছিলো মাগি বেচারও কারবার।

শাগরেদরা :

মাগি, চোলাই—সব করেছে পাচার।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

একবার তো পুলিশে কাজ নিলাম,
পরের বারে ধরলে পেতে ইনাম।

শাগরেদরা :

ধরতে পারলে মিলতো নাকি ইনাম।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

সান মেল্চোর যেতেই প্রথমবার
পেলাম স্বাদ পুলিশি হাতকড়ার।

শাগরেদরা :

পুলিশ তাঁকে করেছে গ্রেফতার।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

সান্তা লুসিয়াতেও বলে কি না
ছিঁচকেকে দাও উত্তম দক্ষিণা।

শাগরেদরা :

বলে ওকে দাও ক'ষে দক্ষিণা।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

না-হয় মাল সব করেছি লোপাট,
তাই ব'লে কি আটকে দেবে কপাট ?

শাগরেদরা :

মুখের ওপর আটকে দিলো কপাট !

ভদ্রলোক জোচ্চর :

সান্ রামোনে যতই কেন মন দি—
বিফল হ'লো হরেক রকম ফন্দি।

শাগরেদরা .

বিফল হ'লো যা ছিলো তাঁর ফন্দি।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

এই আমাকেও কে-একজনা গুম
করতে গিয়ে আক্কেলটাই গুড়ুম !

শাগরেদরা :

সে-কোন্ বেয়াক্কেলে করবে গুম ?

ভদ্রলোক জোচ্চর :

অনেক ভেবে বদলেছি ভোল সন্ত
পাকড়াবে না রেনজারও আর অন্ত।

শাগরেদরা :

শেষকালেতে বদলেছে ভোল অত।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

কারণ আমিই আসলি লোন রেনজার
সাধ্যি কী যে ধরবে পিছু ভেনজার।

শাগরেদরা :

এখন নাকি তিনিই লোন রেনজার।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

এবার কথা বলছি আজকালকার
করবো সবার পকেটগুলো হালকা।

শাগরেদরা :

করবে নাকি সবার পকেট হালকা।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

আজকে দেখবো কারা কী-সব কামায়
নজরানা যখন দেবে আমায়।

শাগরেদরা :

দেখতে চাইছে কারা কত কামায়।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

[সম্‌ব্রেরোটা উলটে-পালটে দেখায়]

খুব ভালো ক'রে ছাখো নিচ চক্ষেই
এই সম্‌ব্রেরোটায় ফাঁকিজুকি নেই।
সাম্‌ব্রেরোটায় নেই কিছুই রাখা—
উলটে দেখাই, ছাখো ভেতর ফাঁকা।
নেই ছারপোকা, নেই পাখির ছানা,
ভুষিমাল নেই, নেই গোরুর দানা।
যতই টুপিটা ধ'রে সজোরে ঝাঁকাও
ওপরে চিচিং ফাঁক, ভেতরও ফাঁকা।

শাগরেদরা :

ওপরে চিচিংফাঁক, ভেতরও ফাঁকা।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

ফাঁকিজুকি নেই, এটা গোল গর্তই,

কিছু নয় শুধু ফাঁকা গহ্বর যে—
অথচ চমৎকার, অতি সুন্দর,
ভাখো, এইবারে ভাখো, মুশনত্তর···
ঈশর! বিষম! পাঁক! পোছ! ভোছ! পোশ·

শাগরেদরা :

হিং টিং ছট ফট হুরিপরিতোষ।

[ভদ্রলোক জোচ্চর একটা শাদা খরগোশ বার ক'রে আনে।

অবাক কাণ্ড! এ যে ছানা খরগোশ!

ভদ্রলোক জোচ্চর :

হরেকরকমার জোরদার খেল,
দেখলে গুড়ুম হবে সব আক্কেল।
এবার দেখবো আর কী-কী যায় পাওয়া
চাখুমচুখুম যাবে কত-কী যে খাওয়া—
মৌলিক ওমলেট, তোর্‌তিয়া চাই?
না কি এন্‌চিলাদার হ'লো আশনাই?
না কি চাই মেয়েদের অন্তর্বাস—
লেসের কলার দেয়া বাহারি শাবাশ!

শাগরেদরা

দেখলে দিতেই হবে কিন্তু শাবাশ

ভদ্রলোক জোচ্চর :

সবই তো দেখাতে পারি খাড়াখোড়বড়ি—
তার আগে চাই বটে গোটা কয় ঘড়ি—
ঘড়ি আছে কারু কাছে? গোটা কয় চাই
বুঝি এই বাড়িটায় কারু ঘড়ি নাই?

শাগরেদরা :

ঘড়ি আছে কারু কাছে? গোটা কয় চাই।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

এক কৌটো তেল আর থোড়া জায়ফল

[সে মস্ত একটা তেলের বোতল উলটে ধরে টুপির ওপর।]

দিলেই জমবে এই তোফা গ্যাড়াকল—

মাখন দু-এক পোঁছ, একটা উনুন,
খাঁটো খুব ক'রে, তাল—জেনো—চোহ্ন—

[সে একটা মস্ত উটপাখির ডিম বার ক'রে, তারপর সেটার খোলা কাটিয়ে টুপির মধ্যে ঢেলে দেয়।]

শাগরেদরা :

দ্যাখো-দ্যাখো। ঐ উটপাখিটার ডিম!

ভদ্রলোক জোচ্চর :

ফুশমন্তর! লাগ ভাকিমঝাঝিম।
এবার রাঁধবো তবে খ্যাঁট-চচ্চড়ি—
ঘড়ি আছে কারু কাছে? ঘড়ি চাই, ঘড়ি!

[সে তার আস্তিন দুটো গুটিয়ে নেয়।]

নিছকই আমোদ এটা, শুধুই খেলা,
ঘোরপ্যাঁচ নেই, নেই কোনো ঝামেলা.
নেই কোনো বিদঘুটে প্যাঁচ-পয়জার,
ভেলকির এই খেল বিষম মজার!
ঘড়িটা দিয়েই দ্যাখো, নেই কোনো গেরো—
কেমন দেখায় খেলা জাদুসমব্রেরো।

[কয়েকজন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলো। তাবা মস্ত-সব সোনার চেন লাগানো ঘড়ি বার করে, তাবপর একটু দোনোমনা করে—দেবে, কি দেবে না। শাগরেদরা হাতের মুগুর দিয়ে বেদম বাড়ি মারে তাদের মাথায়, আর যেই তারা এক-এক ক'রে মূর্ছা যায়, ভুঁয়ে লুটোয়, আপনা থেকেই, এক-এক ক'রে, ঘড়িগুলো পড়তে থাকে ভদ্রলোক জোচ্চরের সমব্রেরোতে।]

ভদ্রলোক জোচ্চর :

[বেদম খুঁত ধরার ভঙ্গিতে, সে যেন মোটেই আশাবাদী নয়, দর্শকদের বলে :]

ভাখো, স্বেচ্ছায় দেয়া ঘড়ির বাহার,
সরাসরি দিল থেকে এই উপহার।

শাগরেদরা :

সরাসরি দিল থেকে উপহার!

ভদ্রলোক জোচ্চর :

তোজবাজি দেখবার হ'লো শখ কী ?
তাড়া কী, এই তো দ্যাখো নিজ চক্ষেই—
বোদো তবে চোখ, মুখ বড়ো হা করো,
যা দেখাবো তাতে হবে খ্যাপারও বড়ো।
গোড়ায় বেশম দিয়ে সম্‌ব্রেরোটায়
সবকিছু ভালো ক'রে খুব চটকাও—

শাগরেদরা :

খুব চটকাও আর চোখ মটকাও।

ভদ্রলোক জোচ্চর :

যাতে কিছু নষ্ট না-হয় মশলার
তাহ'লেই জমবে তো বড়ার বাহার।

[সে খুব চোয়াল চালিয়ে চিবোয় : কাচের গুঁড়োর আওয়াজ হ'তে থাকে।]

এখনও হয়নি ঢাক কারু চামড়ায় ?
এই-যে ছোকরা! বুঝি পেট কামড়ায় ?
যদি লাগে ভেলকিটা কিছু তাজ্জব
তবুও দু-চোখ মুদে সাফ দ্যাখো সব—
দেখে তাক লাগে বুঝি ? দেখেছো কী আর ?
তোরতিয়াটায় দ্যাখো ঘড়ির বাহার—
ঘণ্টা মিনিট কাঁটা সকলই হজম—
হিংটিংছট বলো, আল্‌গামাজম!
বাকিটুকু এইবাবে টের পাবে ঠিক—
ঘড়িটা সাবাড়! নেই আর টিক-টিক!

[ভদ্রলোক জোচ্চর আর তার শাগরেদরা ছুটে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় দর্শকরা কেমন হতভম্ব হ'য়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে অপেক্ষা করে। তারপরেই শুরু হ'য়ে যায় হৈ-হল্লা হট্টগোল।]

ফান্দাজোর দর্শকরা :

পেছন নাও!
গাছে ঝোলাও!
মুখে মাখাও আলকাৎরা—
মাথায় গোঁজো পালক!

কোথায় ভাগলো এই কান্না—
কেত্রেব্বাজটা বা-লোক !
ধর-ধর ধাওয়া,
ভাগলো কোথা !
পিছু যাও, যাওয়া,
মগজ কি ভোঁতা ?
অলিগলিমে শোর হ্যায়
উয়ো জাদুগর চোর হ্যায় !
কামড়ে দে না, চামড়া ছাড়া—
গাছের ওপর ঝুলিয়ে দে—
গোটাকতক বা:পের নাম
চট ক'রে দে, ভুলিয়ে দে !
নচ্ছার ঐ হারামজাদার
ভাঙবো হাড়গোড়—
দেখিয়ে দেবো ক-টা বাপের
ঠিক কখানা গোর ।
ধর-ধর-ধর ! পিছে লেগে থাক !
দেখবো ব্যাটার কত থাকে জাঁক !
আমার ঘড়ির সোনার কাঁটা—
দে ঘড়ি দে, না-হ'লে ঝাঁটা।
ঐদিকে গেছে ! চল, সবে চল !
না রে, ঐদিকে ! এ যে মহা গ্যাঁড়াকল !
কৌশল জানে ঠিক ! গেছে দুই দিকে !
যাক না—পড়বে পিঠে বিরাশি সিকে !
উধাও—হদিশ নেই ! কে ধরে ওকে !
তাহ'লে এখন কাঁদো ঘড়ির শোকে !

[সব্বাই ছুটে যায় মঞ্চের ওপর, পাটাতনটার দিকে । যেই তারা ওখানে ঝাঁক বেঁধে শকুনের মতো ভিড় ক'রে দাঁড়াবে, একদল মাথাঢাকা কালো মুখোশপরা মূর্তি বন্দুক উঁচিয়ে তাদের বাধা দেয় । তারা লোক-জনের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নেয়, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারে, হাতের কাছে যাকেই পায় তাকেই ঠ্যাঙায় । এই হুলুস্থুলুর মধ্যে গোঙানি কাৎরানি চীৎকার ওঠে ।]

মুখোশপরার দল :

ঠিক হয়েছে ! বোকার হদ্দ ! বাবা !
নইলে পড়তে জোচ্চরের এই থাবায় ?
এমনটা যে হবেই ছিলো জানা—
তোমরা যে সব হাঁদাই, তা নয়, কানাও !
খামোশ ! চলো পেছন ধরি ! ব্যাটায়
পাকড়ে ধ'রে লাগাও বাড়ি ঝাঁটায় !

মুখোশপরাদের একজন :

দেয়ার ইজ নো ঘড়ি । হায়রে ! সটকেছে সব নিয়ে ।
শাট আপ ! ড্যাম ইউ ! গো টু হেল ! ইনিয়ে-বিনিয়ে
কাঁদলে এখন কী ফায়দা—ঐ কুত্তার বাচ্চা যে
কায়দা ক'রে সব বাগালো এত লোকের মাঝে !
পুলিশ ডাকো ! ঘড়ি নিয়েছে ! ধড়িবাজ বাকোৎ—
সবাই ছোটো চারপাশে, যাও, আগলাও সব পথ !

মুখোশপরাদের আরেকজন :

আমরা আছি ফুর্তি দিতে চিত্তে—
যা যাবার তা গেছে—এখন কেই বা তাকে থামায়—
এখন চ্যাঁচাও কেন মিথ্যে !
টেরটা পাবে তোমাদের সব চাকায় দিয়ে তেল
মুখটা ঘ'ষে দেবো যখন ঝামায়—
অমনি বুঝবে রংবাজি আর ভোজবাজির এই খেল !

[সে একজন মেহিকানোর মাথায় একটা খাটো রুল দিয়ে বাড়ি মারে। একটি মেয়ে একজন কু-ক্লুক্স ক্ল্যানম্যানের মাথায় একটা গিটার ভাঙে। পুরো ঘরটাই তারা ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়—যতক্ষণ-না শুধু কতগুলো ভাঙা চেয়ার-টেবিল প'ড়ে থাকে। এর মধ্যে সারাক্ষণ শোনা যাবে কাচ ভাঙার আওয়াজ। অসাড় শরীরগুলো মেঝেয় প'ড়ে থাকে। মাথাঢাকা মুখোশপরা ক্ল্যানসম্যানেরা বার-এ গিয়ে আবার মদ খেতে শুরু ক'রে দেয়।]

মুখোশপরা ১ :

মালগুলো সব দেখি—
সস্তা, না সব মেকি ?
এভরিথিং অলরাইট ?

মুখোশপরা ২ :

আই থিং সো।

[মুখোশপরারা মাথা থেকে মাথাঢাকা খুলতেই বেরিয়ে আসে ভদ্রলোক জোচ্চরের হাস্যমুখ। সে পকেটগুলোয় হাত ঢুকিয়ে বার করতে থাকে মস্ত-মস্ত সোনার ঘড়ি আর সে সব তার শাগরেদ ভিজিলান্তেদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেয়।]

মুখোশপরা ৩ :

আই থিং সো। আমরা কর্ দিয়া কামাল।

মুখোশপরা ৪ :

উনিশ নাকি বিংশ। ঘড়ি সব গেছে শামাল।

মুখোশপরা ৫ :

খেল জমেছে বেশ। ঠিক বলেছি? রাইট?

মুখোশপরা ১ :

তা কি আর হয় বলতে। তোমার মগজখানা ব্রাইট।

মুখোশপরা ২ :

ক-টা পড়লো জালে? এবার ভাগ ক'রে দাও মাল!

মুখোশপরা ৩ :

অনেক ইন্‌ডীড। আমরা কর্ দিয়া কামাল।

মুখোশপরা ১ :

সন্দেহে কাজ কী? তোমরা গুনেই ত্যাখো না হয়

কার অংশে পড়লো ক-টা—পাঁচটা, না কি ছয়?

[সে গুনতে থাকে।]

এক···দুই···তিন···চার···ইত্যাদি···ইত্যাদি।

[তারা ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে আস্তে-আস্তে চ'লে যায়। তাদের পেছনে মেঝের ওপর থেকে একটা মাথা ওঠে, এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর আরো-একটা মাথা ওঠে।]

রেইবেন :

চিলে ফিরে যাবার কোনো টিকিট আছে, কোম্পাঞ্রে?

তিন আঙুলে হুয়ান :

আমার কোনো ফিরতি রাস্তা নেই, কোম্পানিয়েরো। আর তিমের ওপর দিয়ে

হাঁটা নয়। যা কাজকারবার সব এখানেই সারবার সময় এসেছে! ঠিক এই-খানেই।

[এরপর থেকে, তিন আঙুলে হুয়ান সবসময় দেখা দেবে একচোখে পট্টি বাঁধা—অর্থাৎ একটা চোখের ওপর কালো তাপ্পি।]

৪

ডালকুত্তোরা আর তেরেসার মৃত্যু

কবির কণ্ঠস্বর :

তখনও ফোটেনি আলো প্রভাতের ; শুঁকে-শুঁকে বিদেশের মাটি,
উঁচু আল ছুঁয়ে, ঘিরে, আলিয়ে সকল পথ, মুরিয়েতা চলে—
আবার যদি-না রাত নেমে এসে ঢেকে দেয় ধুতুর কী ঘাঁটি
থামে না সে। শিরার ভিতরে শুধু আকরেব ঘ্রাণ। কে যেন সে বলে
'চলো-চলো', তাড়া দেয়। এগোয়, আবার ফেরে। অদেখা রহস্য ছুঁয়ে থাকে—
পথ তাকে কেবলই তাতিয়ে চলে কোনখানে ধাতু ব'সে আছে—
পথ তাকে চুমু খায়, মুছে দেয় অবসাদ। পেতে তাকে হবেই সোনাকে।
নিস্তারবিহীন তার শুধুই একটি ইচ্ছা—যেতে হবে ঐখানে,
সোনার স্বর্গের ঠিক কাছে,
তারপর স্বর্গের ভিতরে ঢুকে, ফিরে আসবে মৃত্যু জয় ক'রে।
পরিশ্রমে থামে যা, তা দেহ নয়, তার প্রাণ। তবু সে খেটেই চলে আরো :
কোথায় লুকিয়ে আছে ঐশ্বর্য, সম্পদ, বিত্ত। নিজেকে সে তাড়ায় বেঘোরে,
নিজেকে সে গড়াগড়ি খাওয়ায় মাটিতে, প্রাণে তার ভয় নেই কারো,
ধুলোয় দু-চোখ ঢাকা, নখে-নখে রক্ত জ'মে আছে। 'মুরিয়েতা, তবু চলো।'
সে শুধু অপেক্ষা করে কবে আসে শুভক্ষণ ; কোন দিন ঘুরে যাবে হাওয়া—
ওৎ পেতে ব'সে থাকে কবে পাবে সোনার মহিমা। কেউ যদি জানো কবে—বলো।
সম্পদশিকারি যারা তাদের ভিতরে সে যে সবচেয়ে বুনো, বেপরোয়া,
অথচ সবার চেয়ে দূর।
করে না হতাশ তাকে কোনোকিছু, কেউ—
খররৌদ্র মোটে নয়, নয় কোনো গুপ্ত ক্রূর সাপের ছোবল—
নয় কোনো পিছে-কাঁটা কেউ—

তার জন্যই আকণ্ঠ পানীয় তার, পান করে ঠাণ্ডা ঘন রাতের হিমানী,
কিছুতে দখল তার ছাড়বে না একতিলও, এমনই সে অবুঝ নাছোড়—
মোটেই মানে না কষ্ট, বুকের ভিতরটায় জমদার কে সে অভিমানী—
সাতবার পড়েছে সে হাঁটু ভেঙে, অথচ দু-চোখে যেন লেগে আছে ঘোর—
যেন তার সাত-সাতটি আস্ত জীবন গেছে। বিশুদ্ধ, অপরাজিত, খাঁটি
সে তার জিনের 'পরে ব'সে থাকে, চাবুক হাঁকায় বার-বার—
এ-কোন সুদূরে আছে? এ তো নয় দেশের অফুর কালো মাটি!
অন্ধকার ফুঁড়ে আসে চিলে থেকে, ঐ ছাখো, দৃপ্ত ঘোড়সোয়ার!

গানের দল :
'থামো! থামো! ছেড়ে দাও!'—ছায়া তাকে বলেছিলো কবে।
তার মনে প'ড়ে গেলো শুনবে ব'লে তারই পদক্ষেপ
চৌকাঠে দরোজা ছুঁয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী,
তবু সে রাস্তা কাটে স্বর্ণময় কালিফরনিয়ায়—
হোক না সে চকমকি কিংবা শক্ত গেরিমাটি, ঢেলা—
কিছুরই নিস্তার নেই তার থেকে, যা না-মেরে সে তাকে ছাড়ে না—
ঠুকে-ঠুকে ফুলকি তোলে আত্মার হানির মধ্যে শুধু;
ধাতুনালী কেটে-কেটে পথ খোঁজে: কোনখানে ব'সে আছে সোনার আকর
একদিন যে-সম্পদ ফিরিয়ে আনবে তাকে চিলের, স্বদেশে।
অথচ নিয়তি তার অবশেষে ধরেছে নাগাল,
গূঢ় চোরাবালি জুড়ে ফুটে ওঠে ক্রুর মরীচিকা—
এবং জীবনজোড়া অফুরান জেদ ও সংগ্রাম।

[মধ্যমঞ্চ আলো হ'য়ে ওঠে। মাথাঢাকা মুখোশপরা ভিজিলান্তের লোক-জনদের একটা অনুষ্ঠান। তারা কোনোরকম রীতি পালন করছে, কিন্তু অনুষ্ঠানটি যুগপৎ কিম্ভূত ও বিমর্ষ।]

এক :
জনক—সে কোন জন?

ডালকুত্তারা :
সোনাই অন্নদাতা।
সোনাই তো বিধাতা।

এক :
এবং পুত্র—কে সে?

ডালকুত্তোরা :

সোনাই পুত্রধন।

সোনা নয়কো সর্বনেশে।

এক :

নির্বাচিত কারা ?

ডালকুত্তোরা :

আমরা, আবার কারা ?

আমরাই তো প্রভু এমন সোনার দেশে।

সকলে :

আমেন।

এক :

প্রভু থাকেন কোথায় ? ইণ্ডিয়ানের সাথে ?

ডালকুত্তোরা :

তাদের রক্তে প্রভু তাণ্ডবেতে মাতে।

ইণ্ডিয়ানের দলের সমস্ত উৎপাত

প্রভুর কৃপাবলে হ'লো দেশ থেকে উৎখাত।

এক :

কোন-সে বিধি প্রভুর, সেটা কেমন ভয়ংকর ?

ডালকুত্তোরা :

লেলিয়ে দিয়ে কুত্তা, বলেন, যা তো, কামড়ে ধর!

এক :

প্রভু বলেন শুনতে হবে সন্দিভানের বাণী—

বাণীই শস্ত্রপাণি।

সকলে :

'আমাদিগের উপর ন্যস্ত সুদৃঢ় দায়িত্ব ইহাই যে আমরা কেবলই নিজেদের ধন-সম্পত্তির সম্প্রসারণ করিব—আমাদের প্রভু তাঁহার মহিমামণ্ডিত পরীক্ষাকার্যের নিমিত্ত আমাদের হস্তে যে মহাদেশটি সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার আগাপাশতোলা পদানত করিব : দেশমুক্তি রচনা করিব।'

ডালকুত্তোরা :

খতম করো মেক্সিকো, সব গোঁ-আশলা আর ইণ্ডিয়ান—

তবেই বাঁচবে দেশের মান এবং বাঁচবে তোমার প্রাণ।

এক :

কেমন ক'রে জানতে পারি কে হয় মেহিকানো ?

ডালকুত্তোরা :

কেমন ক'রে বেরিয়ে পড়ে কোনগুলো চিলেনো ?

এক :

সবাই তারা মেস্তিসো, দো-আঁশলা আর ইণ্ডিয়ান—
শয়তানেরই দোসর সবাই, তারা মরলে তবেই ত্রাণ।

ডালকুত্তোরা :

সব ক-টাকে পাঠিয়ে দাও জাহান্নামে এক্ষুণি।

সকলে :

শয়তানেরই কাছে পাঠাও সব বেজন্মা, সব খুনী।

এক :

পোড়াও তাদের। পেটাও তাদের।

অন্যরা :

যতক্ষণ-না মরে।
দম আটকে দাও,
দাউ-দাউ-দাউ জ্বালাও আগুন তাদের সবার ঘরে।

[একটা ক্রুশকাঠ আলো হ'য়ে যায়।
পুজার বিধি অনুযায়ী তারা সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে। তাদের মাথা-ঢাকা মুখোশের ওপর শেয়ালের মুখ আর ডালকুত্তোর মুখ আঁকা।]

এক :

ধবল জাতি জিন্দাবাদ! শাদা আদমি চিরকাল!

সকলে :

একটা শুধু আধিপত্য, একটা সিংহাসন,
সাচ্চা শাদা আদমি হ'লে করুন সমর্পণ
ধবল জাতির পায়ের তলায় জীবন বা মরণ!
শক্তিমান—সে একটা জাতি, আজ, আগামী চিরকাল!
সাচ্চা কারা ?—ডালকুত্তারা!
ক্যালিফোর্নিয়া শাদা করবে কারা ?—ডালকুত্তারা!
সে-কোন পথ ?—শাদার পথ!
কোন্‌টা গতি ?—শাদা লোকের সুসম্মতি!

কী দুর্মতি? কী দুর্গতি?—
খেতাজ ছাড়া আর-কিছু হ'লে তোমার কপালে নরকগতি।

[ধীরে-ধীরে চ'লে যায়।]

মেয়েদের দলের গান :
এটাই তবে আতঙ্ক, ভয়, ভীতি!
আসে কখন ডালকুত্তোর দল :
খয়রি বা লাল—যা হও নেই রেহাই—
কালো-যে, তার নেই মোটে সম্বল!
খাঁচার দুয়োর ঐ যে উদোম খোলা,
বেরোয় খ্যাপা শেয়াল ঝাঁকে-ঝাঁকে—
রক্তেরাঙা সাফারি জোর চলে—
মারবে তাকে সামনে পাবে যাকে।
রাইফেল রয় উঁচনো উদ্যত,
চকি ঘোরে গুলির যত খোপ—
খয়রি কালো লাল মরেছে কত—
লক্ষ্যভেদী গ'র্জে ওঠে তোপ।
চিলেয় যখন ছিলাম, দিনকাল
এমনি ছিলো অসহ্য, অস্থির—
অধঃপাতের প্রহর আসে ফের
মারণদূতের কী কিম্ভূত ভিড়।
যদি-বা হও সরল মেহিকানো
ঝাঁঝরা হবে ওদের গুলি খেয়ে—
মরবে, যদি হও পানামাবাসী—
ফেউ যেন সব, আসে পেছন ধেয়ে।
হায়! খ্যাপা এই ডালকুত্তোর ঝাঁক
এক মুহূর্ত পেছন ছাড়ে না যে—
আমরা তবে এখন কী-বা করি,
কী পাপে এই মৃত্যু পিছে রাজে।
ফ্রান্সিস্কোর সন্ত নামের দেশে
যে-বস্তিতে পেতেছি আস্তানা
সে-সবই ছাই, সমস্ত ছাইগাদা—
কালোমুখোশ যেহেতু দেয় হানা।

তুমি মেয়ে? তোমার জন্যে আছে
বন্দুকেরই বাঁটের ঘা আর কশা—
এরা নাছোড়। এদের হাত থেকে
কোথায় বা আজ পালাবে সহসা।
'এদের জন্যে—এ-জন্যেই শুধু
এ-সব যারা দস্যু গলাকাটা
ভালপারাইসো ছেড়েছি একদিন
পাল তুলে ঐ বিশ্রী জাহাজখাটায়।
সেদিনকে আজ দিই অভিশাপ আমি।
সেই প্রহরও নাও অভিসম্পাত—
চোখ মটকে হঠাৎ যখন ঝিলিক
দিয়েছিলো ছোট্ট সোনার পাত।
হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি! এ-যন্ত্রণা চিলের—
জানি চাবুক, রাইফেলকেও জানি—
হায়! কী হবে! জানো কি পথ কোনো?
হায়! কী পাপে যাবে জীবনখানি!

মেয়েদের কোরাস:

তার সম্পদের পাশে শুয়ে আছে মুক্ত এক চিলের মানুষ
রক্তপাতে শীর্ণকায়, পাশে তার সোনা রাশি-রাশি।
সে তার ধনের পাশে ঘুম যায়, স্বপ্নে শুধু ছাখে সে-বেহুঁশ
অবশেষে বুঝি বাড়ি। সে কে? চাষী, মজুর, খালাশি।
সে ছিলো সন্ধানী, স্বপ্নে বাড়ি ফেরে। ঘুম তার ছল।
মুখোশধারীরা এলো, শুঁকে-শুঁকে, ছায়ায়, আড়ালে—
সোনার গন্ধ কী, জানে মাংসভুক শয়তানের দল—
কাছে আসে, আরো কাছে, সাবধানে পা টিপে, পা ফেলে।
মুখোশধারীরা জানে কীভাবে হাঁসিল হয় কাজ।
ঘুমন্ত শিবিরে মুখ থুবড়ে পড়ে শান্ত্রীর পাহারা।
রাতের ফাঁকার মধ্যে গর্জে ওঠে গুলির আওয়াজ।
স্বপ্নে ফিরেছিলো বাড়ি, স্বপ্নে মরে চিলেনো, বেচারা।
কুত্তার গরগর, ডাক। মৃত্যু তার নির্বাসনে টেনে দেয় ইতি।
নৃমুণ্ডশিকার শেষ। শেষ নয় তত্ত্ব ভীতি আতঙ্ক প্রভৃতি।

[স্লাইডে পর-পর দৃশ্য : ঝাঁঝরিতে ক'রে ধুলো মাটি ঝেড়ে দেখছে সোনা-

সন্ধানীরা। অন্যরাও ঢুকে পড়ে গাঁইতি শাবল, হাতুড়ি, গামলা, ঝাঁঝরি ইত্যাদি নিয়ে। ঝাঁঝরিতে মাটি ঝাড়ে আর কাজ করতে-করতে গান গায়।]

সোনাসন্ধানীদের গান :

বুরুশ দিয়ে মাজো, ঘষো, চাঁছো ছুরির ফলায়—
জীবন যেন নেড়ি কুকুর, লোকশানি, নচ্ছার—
হাৎড়ে ছাখো, জল দিয়ে ধোও, ঝাড়ো, পাও বা না-পাও।
কী আর পাবে? নোংরা, কাদা, ধুলো ঘাঁটাই সার।
পিঠে লেপটে থাকে বালি কপালে ঘামই আছে খালি
শুকোয় গলা, শুকনো চুঁ-চুঁ, দুঃখেরই সংসার।
জলে যা বললায় তা কী রে? আবার দেখ'ব না'ক ফিরে
ছাল ছাড়ালে হয়তো সোনা পাবি রে এইবার।
সোনার কী-একটা শয়তানি! মানুষ? সে কান্না কী জানি!
ধোওনঝাড়ন ঘষামাজা এই এক কারবার।
হাওয়ায় ভর্তি থালা, খা, আছে জরজারি আর ঘা,
ঠুঁটো লোকের ফুটো পকেট, ক্যায়সা দিলবাহার।
সোনা সোনার কাছেই যায়, গরিব কেবল হাওয়াই খায়,
হাওয়াতে মুখ খুলেই ওঠে ঢেঁকুর যে বার-বার।
নিজের না-রয় ভগবান না-দেশ না-আশমান
দূর দেশেতে দুর্দশাতে সবকিছু ছারখার।
জীবন—নেড়ি কুকুর যেন! এখন মিথ্যে চিঁ-চিঁ কেন?
টেরটা পেলে এই এখানে জীবন কী নচ্ছার।

[ফান্দাঙ্গোর কথাগুলোই আবার আওড়ানো হয়, তবে কথার স্বর এখন বিমর্ষ : বিষাদ আর হতাশায় ভরা।]

প্রথমজন :
ভোর হ'তে-না-হ'তেই ওঠো। আরেকটা নয়া দিন, আরো-এক পেসো দিন, যেমনটা লোকে বলে। কেউ-না-কেউ তো কেল্লা ফতে করবেই। শুধু আমি পাই গামলাভর্তি কাদামাটি।

একজন :
আমি শুধু পাই বিচির গোড়ায় ঘাম।

আরেকজন :
গতকাল আমি দুই রত্তি সোনার ধুলো পেয়েছিলাম।

অন্য আরেকজন :
আমি পেয়েছি পাঁচ বাটি সোনামাটি। আমার কোনো বালিশ নেই।

সকলে :
নয় ভাগ যায়, একভাগ সোনা, কোম্পাদ্রে! এ-সব সোনার গল্প বহুবার শোনা!

[ভালকুত্তোদের প্রবেশ।]

ভালকুত্তো :
তোমরা সত্যি কীসের ধান্দায় আছো, শুনি? বলি, নাগরিকত্ব প্রমাণ করার সাবুদপত্তর হাতে আছে তো? না কি তোমরা জন্মসূত্রে মার্কিন মুলুকের নাগরিক? জানো তো, আমাদের এই দেশে আইনকানুন সৈন্যসামন্ত আছে।

চিলেনো :
বলতে চাইছো জমিসেরেস্তার আইনকানুন : জোর যার মুলুক তার : যা-কিছু সব আমার—বাকি যা রয় তোমার! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা আইনকানুন জানি।

ভালকুত্তো :
আমার পরামর্শ যদি নাও তো চুপচাপ পাছা নড়াও আর মোড় ঘুরে উধাও হ'য়ে যাও। এটা ইউনাইটেড স্টেটস অভ মেক্সিকো নয়, তা জানো? এ-দেশের নাম ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা। শ্যাম চাচার জমিজমা। এটা যুক্তরাষ্ট্র।

চিলেনো :
আমরা যেখান থেকে এসেছি, সেখানে বলে : জমি তুমি কার? না, যে চষে তার। আর এই মুহূর্তে আমাদেরই ঘামে এই বা'লিতে পলি পড়ছে।

ভালকুত্তো :
কান দিয়ে শোন, আকাট। এখানে নিগার, চিলিয়ান, মেক্সিকান—কিচ্ছু আমরা চাই না। মেক্সিকানদের গায়ের গন্ধ আমাদের পছন্দ নয়। মেক্সিকো আছে হু-ই ওখানে কোথাও, বর্ডার পেরিয়ে। এবার কেটে পড়ো দেখি। যে-চুলো থেকে এসেছো সেই চুলোয় গিয়ে তা দাও। সেটা অনেক স্বাস্থ্যকর হবে।

মেহিকানো :
সেনিওর গ্রিঙ্গো, শুনুন। ঠিক এইখান থেকেই আমি এসেছি। আপনাকে বলতে আমার গর্ব হয় যে আমি মেহিকোয় জন্মেছি, মেহিকোতেই জন্মেছি, মেহিকানো হ'য়েই মরতে চাই। আর কাউকে আপনি বলতে দেবেন কেন, সেনিওর গ্রিঙ্গো, যে-মাটির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার দীক্ষা হয়েছিলো মেহিকানোদের ঘামে? তারা একে মেহিকানোদের ভাষায় বলে তেহাস, সান্-ফ্রান্সিস্কো, সাক্রামেন্তো।

অন্তরা

তারা একে বলে চাপালাল, সান্তা ক্রুস, সান্ দিয়েগো, কালাভেরাস—মেহিকানো-দের ভাষায় কালাভেরোস মানে মাথার খুলি।

অন্ত অনেকে :

লোস কোইয়োতোস, সান্ লুইস ওবিসপো, আয়রোইয়ো কানৃতোবা।

অন্তরা :

কামুলা, বুয়েনভেনৃতুরা—মেহিকানোদের ভাষায় বুয়েনভেন্‌তুরা মানে সৌভাগ্য।

অন্তরা :

সান্ গাব্রিয়েল, সাক্রামেন্তো।

মেহিকানো :

তারা মেহিকোতে একে বলে সোনোরা। বলে কুয়েরনাভাকা।

চিলেনো :

চিলেতে, এর নাম চিইয়ান ভিইয়েহো কিংবা ভাল্‌পারাইসো—যাকে আপনাদের ভাষায় বলে স্বর্গের উপত্যকা।

মেহিকানো :

সোজাসুজি বলুন তো, কোম্পাদ্রে,—এ-সব কি গ্রিঙ্গো শোনাচ্ছে, না কি খ্রিষ্টান?

ভালকুন্তো :

[একটু থেমে থেকে]

শোনাচ্ছে গালভরা সব নাম আর বিদেশীদের বুলি। ম্যাপের ওপর কতগুলো কথা ছাড়া আর কিছু নয়।···যাই হোক, আমিগো, পাঠশালা ছুটি···ছুটির ঘণ্টা প'ড়ে গিয়েছে···এবার পাঠশালাবাড়ি থেকে গতর নাড়াও দেখি।···বিদেশীদের কাছ থেকে এখানে আমরা পড়া শিখি না।···আমার ইতিহাসবইতে আরো বলে যে একটা যুদ্ধ হয়েছিলো আর সেটা আমরা জিতেছি।···স্বাধীনতার সত্যিকার পড়া শিখতে চাও? যে-স্বাধীন সেই স্বাধীন, আর গুগোবর সবসময়েই গুগোবর।

সব ভালকুন্তো :

যারা আমেরিকায় জন্মেছে আমেরিকা তাদের। আমেরিকা ফর দি আমেরিকান্স।

চিলেনো :

কী চ্যাচাচ্ছে গাঁক-গাঁক?

মেহিকানো :

শুধু বলছে: সারা আমেরিকাটাই নর্থ আমেরিকানদের।

ডালকুত্তো :
[একটা ছোটো ঢিবির ওপর পোঁতা ছোট্ট ঝাণ্ডার দিকে এগোয় ।]
আর এই ছেঁড়া ন্যাকড়াটার মানে কী ? কে এই শাদা আর সবুজ পিত্তি-চটকানো ন্যাকড়াটা পুঁতেছে ?

চিলেনো :
ঐ ন্যাকড়াটা, এম্‌বালো, চিলের প্রজাতন্ত্রের নিশান ।

ডালকুত্তো :
এ-দেশে আমরা বিদেশীদের ঝাণ্ডাকে ভালো চোখে দেখি না । এ-দেশে কেবল একটাই ঝাণ্ডা আছে । ডোরা আর তারা ।

চিলেনো :
আপনি বলছেন চিলের বিরুদ্ধে এখানে আইন আছে ।

ডালকুত্তো :
পাছাটা বাজি রাখবে ? আমরা এক্ষুনি আইনটা পাশ করেছি । এটা শাদা মানুষদের দেশ, কোম্পাঞ্জে । আর শাদা মানুষ হচ্ছে আমরা । কখনও শুনেছো ডালকুত্তোদের দলের কথা ? আমরা আইন বানাই, যেমন খুশি, যা পছন্দ । এবার ঐ ঝাণ্ডাটা তুলে নাও দেখি ঢিবি থেকে ।

[তারা ঝাণ্ডার দিকে এগোয় ।]

চিলেনো :
যদি তা-ই আপনারা চান —

[মারপিট, ঝাড়পিঠ । যে যাকে পারে । পর-পর গুলি ছুঁড়ে তারপর ঝাণ্ডাটা তুলে নেয়া হয়, আর মশালের মতো জালিয়ে নেয়া হয় তাকে । তারপর ডালকুত্তোরা ল্যাজ দেখায় । ডালকুত্তোরা সটকে পড়ে, পেছনে ধাওয়া ক'রে যায় লাতিন আমেরিকীরা ।]

কবির কণ্ঠস্বর :

সুতরাং, ঘোড়াকে ছোটায় তারা মানুষশিকারি —
চাব্‌কে ঘোড়ার গায়ে, নাল মেরে উস্‌কে বেদম,
খুনীরা একের পর আরো খুন, আরো-আরো খুন ক'রে চলে,
তারপর, অবশেষে, তাদের আঘাত নেমে আসে
আমার দেশের মেয়ে তেরেসার জীবনের 'পরে —
হোয়াকিন মুরিয়েতা যাকে বিয়ে করেছিলো, সেই-সে তেরেসা ।
এ খুবই পুরোনো গাথা ।

ছায়ার মধ্য থেকে যখন বেরোয় হোয়াকিন স্বপ্নেও ভাবেনি
রক্তাক্ত ধর্ষিত তার প্রেম ছিন্নভিন্ন প'ড়ে আছে বিজন বিদেশে,
স্তনের ওপরে তার প'ড়ে আছে রক্ত-রাঙা ফুলের স্তবক।
প্রথমে চুলের ঢলে হঠাৎ আটকে গেছে পায়ের জুতোর নাল;
তারপর সে কেঁপে উঠেছে।
হাঁটু ভেঙে বসেছে মাটিতে, চুমু খেয়ে বুজিয়েছে বিস্ফারিত চোখ দুটি তার,
গোলাপ তারার নামে যখন সে নিয়েছে শপথ, কেঁপেছে আঁধার রাত শুধু:
'যা-কিছু থুবড়ে পড়ে, নষ্ট হয়, ছলনায় ধরা প'ড়ে মরে—
তেরেসার নামে আমি তাদের সবার হ'য়ে শোধ নেবো।'
এই ব'লে যখন উঠেছে সে তখন দস্যু এক,
নিজের সমস্ত লজ্জা মুছে দেবে ব'লে
যা-কিছু ইজ্জত আছে প্রেম আছে সকলের কাছে তার অঙ্গীকার।
সব হর্ষ, উল্লাস উধাও—গাথা বলে :
নিজের দুঃখের সাথে মুখোমুখি, হোয়াকিন বন্য হ'য়ে ওঠে
বিচ্ছেদব্যথায়—
দিয়েছে জীবদ্দশা মাতাল সহসা,
শোধ নিয়ে, প্রতিশোধ নিয়ে, প্রতিবাদ ক'রে-ক'রে
যতদিন না-শুকোলো তেরেসার মৃত্যুর আঘাত—
তারপর প'ড়ে রইলো কাদাজলে—
তখনই বেরিয়ে এলো ফিনকি দিয়ে রক্ত তার শত-শত সোনার ধারায়
এবং বেরিয়ে এলো ছিন্নভিন্ন অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি।
[দৃশ্য : মুরিয়েতার র‍্যানচের সামনের দিক। দুজন লোক ঢোকে, একজনের মুখে মুখোশ, অন্যজনের মাথায় টেক্সাসের সমব্রেরো। তারা দরজায় ধাক্কা দেয়।]

তেরেসার কণ্ঠস্বর :
কে? কে ওখানে? কী চাই?

মুখোশধারী :
মিস্টার মুরিয়েতা?

তেরেসার কণ্ঠস্বর :
হোয়াকিন বাড়ি নেই। সকালবেলায় সে লাভাদেরোতে বেরিয়েছে। পাহাড় থেকে এখনও ফেরেনি।

মুখোশধারী :
সে-ক্ষেত্রে, স্যার, আমরা আপনার আতিথ্য নেবো। আমরা ভেতরে এসে অপেক্ষা করবো।

[তারা দরজার ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের প্রচণ্ড আঘাতে দরজা খুলে যায়। তারা বাড়ির ভেতর ঢোকে। শব্দ, গোলগোল, সবকিছু ভাঙচুর করবার আওয়াজ, আর তারপরেই তেরেসার আর্তচীৎকার।]

তেরেসার কণ্ঠস্বর :
বাঁচাও ! বাঁচাও ! দিওস মিও ! খুনী ! বদমাশ ! বাঁচাও !

[তারা সবাই ঢোকে। একটানা বিরতিহীন চলতেই থাকে ভাঙচুরের সব ভেঙে ফেলার আওয়াজ। তারপরেই মর্মভেদী স্তব্ধতা। তারপর— তেরেসার লম্বা, বিলম্বিত, একটানা ডুকরানি। মিনিট কয় চ'লে যায়। স্তব্ধতা। তারপর হাসির রোল। ভেতর থেকে দুটো গুলির আওয়াজ শোনা যায়। হানাদারেরা ছুটে বেরিয়ে যায়। সবচেয়ে আগে ছুটে বেরোয়, এখন মুখোশ খোলা, ভদ্রলোক জোচ্চর, সে চট ক'রে আবার মাথা ও মুখঢাকা মুখোশ প'রে নেয়।··· ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।··· জানলাগুলো লাল হ'তে থাকে। মুরিয়েতার বাড়ি থেকে গলগল ক'রে ধোঁয়া বেরোয়। তারপর দেখা যায় নারীপুরুষ ছুটে আসছে উদ্ধারে, এমনকী এক পাখিওলা শুদ্ধ, পিঠে তার দাঁড়ের ওপর পাখির খাঁচা, কয়েকটা পায়রা দেখা যাচ্ছে। তারা বাড়ির মধ্যে ঢোকে, বাড়ির জিনিশপত্র চেয়ার-টেবিল ধরাধরি ক'রে দ্রুতহাতে বার ক'রে নিয়ে আসে। তারপর আচমকা সব ছিঁড়ে ফেলে জেগে ওঠে এক মর্মন্তুদ আর্তনাদ।]

আর্তনাদ :
আই-ই-ই ! দিওস মিও ! খুনে ! বর্বর ! 'গ্রিঙ্গো জানোয়ার ! ওরা তেরেসাকে খুন করেছে !

অন্য স্বরগুলো :
হতভাগ্য বাচ্চা !··· আহা, আমাদের কচি তেরেসা !

একটি স্বর :
মারা গেছে ! হোয়াকিনের তেরেসিতা ম'রে গিয়েছে !

[মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে বাড়ির সামনে। দৃশ্যের বাকি সময় ধ'রে একটানা বিলাপ শোনা যাবে। পুরুষরা পাখিওলাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরুষদের একজন, গড় ভেতর থেকে বেরিয়েছে, হাতে অনেকগুলো থালা আর রেকাবি, সেগুলো সে এক-এক ক'রে পাখিওলার কাছে জড়ো ক'রে রাখে, আর বলে, না, অন্যদের শুনিয়ে নয়, বরং নিজেকেই যেন, বদ্ধ গলায়।]

লোকটা :

ওরা ওকে ধর্ষণ ক'রে মেরে রেখে গেছে!

[পুরো জমায়েৎটার মধ্যে গা রী-রি করা ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে।]

বিভিন্ন স্বর :

শেয়াল! হায়েনা! বর্বর! বর্বর। কুলেব্রাস। সাপ! র‍্যাটলস্নেক।

আরো স্বর ·

হোয়াকিনকে খবর দাও।

অন্যসব স্বর :

মুরিয়েতাকে খুঁজে বার করতে হবে এক্ষুনি।

পাখিওলা :

ছোট্ট কবুতর, ছোট্ট পায়রারা—যাও, মুরিয়েতাকে খুঁজে বার করো। ওকে না-নিয়ে ফিরবে না! ভামোস, কবুতর, যাও।

[পায়রারা উড়ে যায়। পাখিওলা ফাঁকা খাঁচাগুলোর ঘুলঘুলি আটকে দেয়। তারপর বান্দানা দিয়ে চোখের জল মোছে। নতজানু স্ত্রীলোকদের দিকে শ্লথ শিথিল পায়ে এগিয়ে যায়, বলে :]

পাখিওলা :

আর কত কাল। আর কত কাল! আর কতকাল।

মেয়েরা ·

আর কতকাল, দিওস মিও, আর কতকাল।

মেয়েদের কোরাস .

সত্য শুধু প্রতিশোধ। প্রতিশোধই সর্বস্ব, তা জেনো।
প্রভুর বচন ছিলো : 'শোধ নেবো আমি।'
ইস্পাত, পাথর, ঝড়, দৃপ্ত রোষ, বর্শার ফলক
অশুভ নাচের তালে রসাতলগামী—
শিখার ভিতর থেকে লাঞ্ছিতের দিবসযামিনী
রোষে শুধু ফুঁসে ওঠে উদ্দাম উত্তাল।

শোধ নেবো !—দূরে-কাছে অন্ধকারে অত এই আর্ত হাহাকার !
নিশাচর পুরুষেরা কাটিয়েছে কাল,
এই ভেবে, কখন তা'হলে বইবে রক্তধারা। শোধ নেবো ! শোধ নেয়া চাই !
এবং উসকে ওঠে একজন নীরব মানুষ।
হানা দেয় দেশ ও নিশাকে। ছোটায় লাগামছাড়া দীর্ঘ ঘোড়া !
হায় ভগবান ! সে কি কোনোদিন ফিরে পাবে হুঁশ !
আঁধারমানুষ সে যে, কী সে ব'য়ে আনে যত গুৎপাতা বিপদে
মুঠোর ভিতরে তার কী বলশায় আঙুলের ফাঁকে ?
প্রতিশোধ ব'য়ে আনে সে যে : চুল তার খাড়া ঠাণ্ডা হিম,
সে-হিম ভাতায় তার মাংসের ভিতর দুর্বিপাকে,
এবং কাপটায় তার মাথারও ভিতরে।
তার আতঙ্কের বর অবাধ, অগাধ।
মৃত্যুর ভীষণ নাচে মত্ত আজ হোয়াকিন দূরে,
নদীবেলাভূমি চ'ষে ঘোরে সারাক্ষণ—
হত্যা শুধু হত্যাকে সে করেছে আবাদ !

[মেয়েদের কোরাস চ'লে যায়। শুধু তিনজন যারা একক গান করেছিলো তারা থেকে যায় শুনতে, পুরুষদের গান শোনবার জন্যে, যা পরক্ষণেই শোনা যায়।]

৫

হোয়াকিনের কীর্তি ও মহিমা

[ছায়ার মধ্যে গাছ ও কড়িকাঠ থেকে ফাঁসি-খাওয়া লোকেরা ঝুলছে। তারপর শিকারের সন্ধানে ক্ষিপ্র ঘোড়া ছুটিয়ে যায় অশ্বারোহীরা।]

পুরুষদের গান :

তার পঞ্চোর ঘুন্টিরা বাজে হাওয়ায়,
দস্যু ছুটেছে তুফান যেন সে ঘোড়ায় ;
বুকফাটা তার হতাশার কালো রাতে
পর-পর ঐ গ্রিঙ্গোর যত মড়া
সবই হোয়াকিন ফেলে গেছে পশ্চাতে।

কী-যে যন্ত্রণা বুক ফুঁড়ে যায় তবু।
যন্ত্রবীণা কাঁদ পেতে করে মধুর।
নির্ভীক-কেউ পিছে আসছিলো সাথী,
হঠাৎ সে ভাবে হোয়াকিন বুঝি মরে—
তাকে যে পেয়েছে নিয়তি, অকস্মাৎই।

ছড়ার সুরে কেউ :

এক এক্কে এক,
তার পরেতে দুই—
সাত-সাতজন শেষকালেতে
লুটিয়ে পড়ে ভুঁই।
গুলি এক্কে দুয়,
গুলিতে চৌদুন—
ন্যায়ের বিচার সাঙ্গ হ'লো
সব ক-টাই খুন।
বুঝি আক্কেলই গুড়ুম।

পুরুষদের কোরাস :

যতক্ষণ-না লাল হ'য়ে যায় পঙ্কো
উড়াল দেয় ডানা ছড়ায় ঘোড়া,
হোয়াকিনের নিশানা নির্ভুল—
আগুন ছড়ায় বুলেট জোড়া-জোড়া,
গ্রিঙ্গো মরে এক· দুই·· তিন ·পঙ্ক।
হোয়াকিন—সে জান করে কবুল।

একক সেই প্রতিশোধের গাথার
নাম হোয়াকিন 'দৃপ্ত' মুরিয়েতা—
একলা ছিলো, তবুও নিঃশঙ্ক—
কক্ষনো সে নোয়ায়নি তার মাথা
বুকের মাঝে লেলিহ লোল দাহন,
তবু সে তার হারায়নি উৎসাহ।

মেয়েদের কণ্ঠস্বরের জন্য

[মঞ্চের পেছন থেকে অদৃশ্য কোরাস· সুরে সুর মেলায়। পুরুষদের কোরাসের শেষে, যে তিনজন মেয়ে মাথা গুঁজে বসেছিলো, তারা মাথা তোলে, এক-এক ক'রে প্রশ্ন হানে সরাসরি দর্শকদেরই।]

একক ১ :

কোথা দুর্দম ঘোড়সোয়ার ? সে কোথায় ?
শোধ নেবে ব'লে ছুটেছে যে পথে-পথে
খুঁজে আনবেই অধিকার
অন্নের আর চামড়ার
আর অধিকার স্বদেশের—
যে ঘোচায় সব মর্মযাতনা জ্বালা
সে কোথায় ছোটে কী-বেশে ?

একক ২ :

কোনখানে সেই বিদ্রোহী নিঃসঙ্গ
সে-কোন মেঘের তিক্ত ছায়ায় ঢাকা
গতিময় তার অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ ?

একক ৩ :

কেউ কি করেছে অনুসরণ
তার চোখ, তার নাল, বন্দুক—
ঘোড়ার খুরের ঝিলিক—
কেউ কি দেখেছে ঠিক
সবার জন্যে কেমন ছোটে সে,
কী-দুঃখ করে বরণ ?

তিনজনে একসঙ্গে :

জিনে তার ঝোলে রজ্জুতে বাঁধা প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।
সে-কোন তমসা ছুঁয়ে থাকে তার বিশাল ললাটখানি—
মুখ তার যেন দাবানল, জ্বালে তামস, মশাল যেন—
সে ঘোড়া ছোটায় যেন বিদ্যুৎ কাঁড়ে এ-আঁধার কাল।

অদৃশ্য কোরাস :

ঐ ছোটে শোনো দ্রুত তুরঙ্গ বিপুল অন্ধকারে।

একক ১ :

'সে ঘোড়া ছোটায়,'—এই কথা বলে বালি
যত ইতরের রক্তে ভেজানো, রাঙা—
ঘোড়ার খুরের শব্দে সকল দিক চমকায় খালি।

একক

গোপন আশ্রয়ে থাকে একাকিনী নারী এক, আমি দেখি তাকে।
দস্যুর আহত দেহ পড়েছিলো আপনার ধূলিতে মরণে
তাকে সে সান্ত্বনা দিতে নিয়ে আসে সদ্য-রাঁধা মাংস ও তোবড়িয়া।

একক ২ :

'এখনই সারুক, এই কামনায় ফুলখানি রাখো তার হাতে।
বোলো আমি জপ করি দস্যুর ক্ষতেরা সারে যাতে।'

একক ৩ :

'বোলো তারে এই খাশি-মোরগ দিয়েছি'
বলে আনুহোলের রমণী—
শুকিয়ে ঝরতে-থাকা, তবু তারা তারও যে জননী।

একক ২ :

'এই রাইফেল দাও ওকে,' বলে অন্য-কেউ। 'যেহেতু মেটাতে হবে দেনা।
যে-তরুণ খুন হ'লো অতর্কিতে, তারই নাম ক'রে তাকে দিয়ো।
আমার প্রেমিক ছিলো, এ তার রক্তের মূল্যে কেনা।'

একক ১ :

খেলনা নিয়ে ছোট্ট একটি ছেলে
এসেছে তার কাছে।
খড়ের ঘোড়া সঙ্গে এনেছে সে।
বলে : 'সোয়ার, ঘোড়া ছোটাও, ওঠো।
ছোটাও ঘোড়া আমার দাদার নামে।
পেছন থেকে অতর্কিতে গুলি
চালিয়ে তাকে গ্রিঙ্গো মেরেছে যে।'

তিনজন একসাথে :

ক্ষত শুকোয় অথবা মুরিয়েতার—
মাথা সোয়ার, অভিবাদন করে,

জানাই তার অসীম কৃতজ্ঞতা
কৃতার্থ তার সবল যুক্তকরে।
একলাকে সে ঝড়ের ঘোড়ায় চড়ে,
দূরে হাওয়ায় ছোট্ট দেখায় তাকে,
ঝড়ের ঘোড়া ঝড়ের মতো ওড়ে,
মিলিয়ে যায় দূর পথের বাঁকে।

একক ৩ :

একজন মা বলেন :

অদৃশ্য কোরাস :

আমার পোড়াকপালে ছিলো মকাইহারা গোলা,
সোনা আমার ছিলো না একরত্তি।
জীবনে ধন ছিলো না একতোলাও,
জীবন জুড়ে সয়েছি ক্ষয়ক্ষতি।
খামারদ্বারে দাওয়ার ঠিক কাছে
লুকিয়ে যারা কেটেছে পেড্রোকে
ঝুলিয়ে গেছে বাছাকে ঐ গাছে—
সাধ্য কী যে তাদের কেউ রোখে।
কিন্তু, এখন সকল ক্ষতির পরে,
উজল হ'লো ব'লেই এই বিলাপ—
মুরিয়েতাই পরম চড়া দরে
হিসেব মেটায়, নিকেশ করে পাপ।

একক ২ :

শোকে পাগল অন্ধ-একটি মেয়ে
আকাশ ছুঁয়ে দু-হাত তার তোলে,
মরা ভাইয়ের দেখায় তসবির—
হোয়াকিনের ঘোড়ার খুরের তলে
যে-মাটি ছিলো তাকেই চুমু খেয়ে
বলে : 'পাওনা মেটাও তুমি, বীর।'

অদৃশ্য কোরাস :

যেন বিদ্যুৎ দ্রুত তুরঙ্গে, ঐ যায় মুরিয়েতা।

তিনজন একসাথে :

মুরিয়েতা চ'লে যায়, ঘোড়া ছোটে, কী দুরন্ত বেগ!

একক ৩ :

রক্ত সাক্ষী। শুধু একজনই ক্রুদ্ধ হৃদয়ে তার
পায়-পায় শুধু পেরোয় রুক্ষ যত বন্ধুর পথ—
আমাদের দেখে ফিরিয়ে আবার লুণ্ঠিত ইজ্জৎ।

একক ১ :

অন্ধকার ঢাকা এই গ্রহে
সমস্ত দুঃখের মাঝে শুধু এক সূর্য রাজে
প্রদীপ্ত বিদ্রোহে।

একক ২ ·

হারানো প্রেম, আহত ভাই, ছিন্নভিন্ন আশায়
কুঁকড়ে শুয়ে মরছিলো যে-করুণ মহাদেশ—
পুনর্বার উঠে দাঁড়ায়, পায় নবীন ভাষা.
নতুন দিক উন্মোচিত, মরার দিন শেষ।

তিনজন একসাথে :

জলাভূমির ওপরে আজ আগুন শুধু জ্বলে .
পরাক্রম সুকীর্তির দীপ্ত সমারোহ—
কী-অদ্ভুত বসন্তের লাগামছেঁড়া ঢলে
স্পর্ধা-প্রতিশোধেই দাঁড়ায় সহর্ষ বিদ্রোহ।
জয়ের শুভ লগ্নে হয় সব দেনার শোধ—
আজ বাঁচার মিনার গড়ে প্রবল প্রতিরোধ।
[মঞ্চের বাঁদিক দিয়ে একক গায়িকারা বেরিয়ে যায়। ডান দিক দিয়ে ঢোকে তিন আঙুলে হুয়ান আর আদালবের্তো রেইয়েস।]

রেইয়েস :

এমন দেখাচ্ছে যেন সারা উপকূলটাই হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধে লেগে গিয়েছে। যে-জিনিশটা আমি ক্রমেই কম এবং আরো-কম বুঝতে শুরু করে'ছি, তাকে তুমি যেন গুলে খেয়ে ব'সে আছো—তোমাকে দেখে-দেখে আমার তাই মনে হয়। হয়তো এরপরে আমরা কী করবো, সেটা তুমি আমাকে ব'লে দিতে পারবে, কোম্পাদ্রে।

তিন আঙুলে হুয়ান :

আমরা মুরিয়েতার দলে গিয়ে নাম লেখাবো, সবাই। মৃত্যু অব্দি আমরা তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবো। আস্তা লা মুয়ের্তে।

রেইয়েস :
বলছো, তোমার বৃদ্ধ অগ্নি। আমার জীবনটা বিলিয়ে দেবার জন্যে অত তাড়াহুড়ো কোরো না। আমার পাকাচুলের বুড়িরা তাহ'লে থালা সাজিয়ে তোমার অভ্যর্থনা করবে না।

তিন আঙুলে হুয়ান :
একবার আমি কোপিয়াপোতে একটা জিনিশ শিখেছিলাম, কোম্পাদ্রে। যখন বড়ো কোনো খনিতে বিস্ফোরণ হয় মাটি এমনভাবে কাঁপে যে তোমার দাঁতকপাটি লেগে যায়। মস্ত এক মেঘ এসে কালো ক'রে দেয় সূর্য আর নিরেট পাথর অব্দি হাউইয়ের মতো ভুউশ ক'রে উড়ে যায়। কোনদিকে ধোঁয়া, সেটা দেখে সময় নষ্ট করার মতো তোমার কোনো অবসর থাকে না। তুমি এটাও দেখবার জন্যে ব'সে থাকো না যে পরের বিস্ফোরণটা কোথায় হবে। কালিফরনিয়ায় এখন ঠিক তা-ই হচ্ছে। আমাদের চারপাশের শিলাপাথর মোটেই সোনা নয়, তবে তা নিরেট। হয় এই পাথর ফাটবে, নয়তো আমরা। কতজন মরেছে, কতজন জখম, গুনে ছাখো। আমাদের চারপাশে রক্তবন্যা বইছে। আমাদের রক্ত। হয়তো এককালে যেমন জোয়ান ছিলাম এখন আর তেমন নেই, তবু আমরা এটা জানি এই অবস্থায় কী করা উচিত। আমি প্রতিশোধ নেয়ায় বিশ্বাস করি, কেননা তা ছাড়া আর-কিছুই আমাদের করার নেই।

[একজন ইণ্ডিয়ান ঢোকে।]

তিন আঙুলে হুয়ান :
[কেমন আড় হ'য়ে যায়।]
আলতো। কিয়েন তা ?

ইণ্ডিয়ান :
য়োসেপ্সো হুয়ারেস আপনাদের জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে।

তিন আঙুলে হুয়ান :
কী নিয়ে ?

ইণ্ডিয়ান :
আমি তাঁকে বলতে এসেছি আমাদেরও হ'য়ে লড়তে।

তিন আঙুলে হুয়ান :
কেন ? ইণ্ডিয়ানদের রাজ্যে কী হচ্ছে ?

ইণ্ডিয়ান :
আমার যা মনে হয়, তা-ই বলি। আমি সোজাসুজি কথা কই। আমি মহান

আত্মার নাম নিয়ে বলছি—আমরা কী করছি তিনি তো সবই দেখতে পান, আমরা আমরা কী বলি না-বলি, তাও তিনি জানেন। এই গ্রিঙ্গোগুলো কখনো যা ঠিক তা বলে না। তারা আমাদের সব সোনা হয় ছিনিয়ে নেয় নয় বেইমানি ক'রে পাচার করে। তীরধনুক, পাথর, খালি হাত—যা আছে তাই নিয়ে আমরা একটু-আধটু বাধা দেবার চেষ্টা করি। বদলে যা পাই তা সব ঝকঝকে কথা—সে কারু কাজে লাগে না। কথা কখনও মুছে দেয় না যত অপমান আমরা সয়েছি বা মৃত-দেরও ফিরিয়ে আনে না, আমার মরা বাবাকে কবর থেকে জাগিয়ে আনে না। কথা পতিত জমির দাম জোগায় না, কিংবা যে-সব পশু ওরা লুঠ ক'রে নিয়ে যায়, তাকেও ফিরিয়ে দেয় না। বড়ো-বড়ো কথা সুন্দর-সুন্দর কথা আমার ছেলেদের ফিরিয়ে দেবে না অথবা আমার জাতির লোকদের স্বাস্থ্যও সারিয়ে দেবে না। সব মানুষই সমান। সেই একই মহান আত্মা আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করছেন। যদি শাদা গ্রিঙ্গোরা শান্তিতে থাকতে চায় তার ইণ্ডিয়ান ভাইদের সঙ্গে, তারা তা করতে পারে। মানুষ সবাই ভাই-ভাই আর এই মাটি তাদের মা। আমার জাতির দুঃখ কষ্ট শোক আমার বুকে বাজে। এখন আমাদের আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করতে হবে, অস্ত্র নিতে হবে। রোসেন্দো হুয়ারেস যা বলার ছিলো সে তা বলেছে।

তিন আঙুলে হুয়ান :
রোসেন্দো হুয়ারেস, আমাদের একটা মস্ত লম্বা পথে চলতে হয় আর সে-পথ নিঃসঙ্গ। এসো, আমাদের সঙ্গে যাবে।

[রেইয়েসকে।]

আর তুমি, রেইয়েস, তুমিও আমাদের সঙ্গে আছো তো? এখন তোমার চোখ খুলে গেছে তো?

রেইয়েস :
দেখেছি যথেষ্ট, শুনেছিও যথেষ্ট আমিও তোমার সঙ্গে, তিন আঙুলে হুয়ান—একেবারে আমরণ।

তিন আঙুলে হুয়ান :
আর-কোনো পথ খোলা নেই আমাদের। ইণ্ডিয়ান, চিলেনো, মেহিকানো—মৃত্যু, অথবা বন্ধু, যা থাকে কপালে, ভালো বা মন্দ। নাও, জিন পরাও। মুরিয়েতাকে খুঁজে বার করি, এসো।... হোয়াকিন! হোয়াকিন মুরিয়েতা!

[একটা হুইসলের শব্দ শোনা যায়।]

তিনজনে একসাথে :
চলো যাই সবাই মিলে।

[তিনজন লোক ঢোকে।]

লোক ১ :
কোথায় চললে তোমরা ?

তিন আঙুলে হুয়ান :
সময় হ'য়ে উঠেছে। আমরা মুরিয়েতার সাথেই ঘোড়া ছোটাবো।

লোক ২ :
আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাবো !

লোক ৩ :
আমাকেও সঙ্গে নিয়ো।

পুরুষদের কোরাস :
মুরিয়েতা ! হোয়াকিন মুরিয়েতা ! আমাদেরও সাথে নাও, মুরিয়েতা !

[আরেকদল লোকের একটা মস্ত ঢেউ হামলা করে মঞ্চে। তারা নিজেদের ছোটো-ছোটো দলে ভাগ ক'রে নেয়। তারা গান করে, সঙ্গে নাচে, মূকাভিনয় করে হামলার আর হিংস্র হানার।]

হানাদারদের গান :
এই-যে লম্বা ছুরি উঠছে ফুঁসে, কী-ধার দেখুন ফলা !
সাচ্চে মিয়া ! কাটবে বুঝি যেমন খুশি, জানে না কার গলা।
ছুরি বোঝে না কার গলা কাটার ধুম পড়েছে আজ
সোজা বাঁটশুদ্ধ ঢুকছে ঘাড়ে, কোতল করাই কাজ।
এই-যে লম্বা ছুরি দেখাচ্ছে খেল, পূর্ণ ষোলোকলা,
কাটছে যখন খুশি যেমন তুমি কে জানে কার গলা।
ছুরি জানে ঠিকই !
ছুরি জানে ঠিকই কাটবে কী-কী, অ্যায়সা কেরেরামত !
এই এ-বেলা জয়ের খেলা, জয়ের সময় আজ !
সাচ্চে মিয়া ! শয়তানে নিক জিভোই নিক, কে করে দৃক্‌পাত,
ছুরি চমকাবে ঠিক ঘটাবে ঠিক বিষম রক্তপাত।
ছুরি রক্ত ঝরায় !

ছুরি   রক্ত ছড়ায় মুণ্ডু গড়ায় এইখানে ঐখানে,
সোজা   যেহেতু-সোজব বর্ণ-নরক রক্ত মেখে ছাদে।
        যার খুশি চাক যেকুব বেবাক পাত্তা কে বা করে,
হায় রে!   সবাই জানে কোন বিহানে আমরা গেছি ম'রে!
    ছুরি মারলো ঠিকই!
বুলেট   লড়ছি যখন পাকড়ে তখন পৃষ্ঠে ঢোকে যদি
বেঁধে   কেমন কুলো ঝাড়ছি ধুলো ঝঁন্নে নিরবধি!
বুলেট   জানবে না তো। তার ব্যাকত কে কবে? এই ছুরি—
        ছুরির কাছে সবাই নাচে ছুঁড়ি কি থুরথুরি।
    তাই ছুরির দোহাই।
বন্দি   দোহাই তোমার সুসমাচার শোনায় যদি কেউ
        কী হবে যে টের পাবে না কাঁদবে না ভেউ-ভেউ!
যবে   মেমসাহেব কি গ্রিঙ্গো মাগি হঠাৎ আনছান
        দেখায় যেমন বুকের ভড়ং উদলা করে ঠ্যাঙ,
    ছুরি জেনোই জেনো
জেনো   হামলে খাবো যা-হয় ভাবো যাই দুটি তাব আজ
যদি   ছুরির ফলা অচঞ্চলা ঠিক শামলায় কাজ!
ছুবি   কেবল ভাবে রক্ত খাবে বসবে বুকে-গলায়—
তাই   কে আছো ভাই একসাথে যাই শানাই ছুরির ফলা—
    এসো, শানাই ছুরি!
    [হানাদারেরা দর্শকদের ভয় দেখিয়ে তাদের নাচ শেষ করে। নেপথ্যে, কার গলা শোনা যায়।]

নেপথ্য কণ্ঠ :
বাঃ, এ তো শানদার মজা মালুম হচ্ছে।

হানাদার :
মজার পেছন মারো!

অন্তরা :
কয় ভরি সোনা?

সকলে :
হল্লোড়ের ছড়াছড়ি! মেরে তুলো বোঁনা!

খন্তু-একজন :
আমাদের কাছে যা আছে, সোনোরার সব সোনা দিয়েও তা কিনতে পাবে না!

[দুজন হানাদার ভদ্রলোক জোচ্চরকে তাদের সঙ্গে হিঁচড়ে টানতে-টানতে নিয়ে আসে। এনে তাকে তারা মধ্যমঞ্চে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হঠাৎ তাকে দেখায় যেন বিষম লম্বা, খেলনামানুষ নয়তো কাহুল, কিলে সে কথ-বা], দু-হাত দু-পাশে ছড়ানো।]

হানাদারেরা :

—আরে এ যে দেখি খোদ বাঁটপাড় আঙুল!

—ভালকুত্তোদের ভ্রাতৃসংঘের মহা উস্তাদ।

—খুনে!

—এই কুত্তির বাচ্চাটাই আমার নানার ঘড়ি নিয়ে সটকেছিলো।

—মাল্‌দিতো মান্‌দিদো!

—এই শাদা বেজন্মা, তুই না আমার ভাইকে পেছন থেকে গুলি করেছিলি!

—তুই আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলি। এবার কী! কিস্তির টাকা নিতে এসেছিস বুঝি?

—পাবি, পাবি, যা নিতে এসেছিস সব পাবি, একেবারে সুদে আসলে!

[ভদ্রলোক জোচ্চর পালাবার চেষ্টা করে।]

তিন আঙুলে হয়রান :

গজাল মেরে একেবারে আটকে দাও!

[একগাদা গুলির আওয়াজ, পর-পর। ভদ্রলোক জোচ্চর মুখ থুবড়ে পড়ে, মধ্যমঞ্চে, একসঙ্গে, যেন কোনো পুতুল।]

হানাদার :

চলো, আর্‌রোইয়ো কান্‌তোভায় গিয়ে ওদের খবরটা দিই। দু-একটা জবর খোশ-খবর শুনলে অন্তত মেজাজটা ভালো হবে। সোনার এই খোলামকুচির জন্যে বেচারারা অ্যাদ্দিন ধ'রে ঘাম ঝরিয়েছে।

[হানাদারদের দলবল বেরিয়ে যায়, মূকাভিনয় করে যখন লোকের দঙ্গল ছোটে কাউকে পাকড়াতে, আর বারে-বারেই আওড়ায় 'আসছে কারা? —লম্বা ছুরি।' তারপর শোনায় একটি স্তবক :]

এ যে খাশা ছুরি কাঁসায় ভুঁড়ি, দেখায় জাহান্নাম,
ছুরি রক্ত শুষে বেজায় খুশি, ছোটায় যে কালঘাম।
ছুরির দেখলে খেলা এই এ-বেলা আক্কেলই গুড়ুম,
ছুরি গতিক দেখে জানে এটা ছুরিরই মরশুম!
হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছুরিরই মরশুম!

[আসছে কারা ?—লম্বা ছুরি !' বলতে-বলতে হানাদারেরা বেরিয়ে যেতেই ডালকুত্তোরা ঢোকে, এখনও মাথাঢাকা মুখোশ পরা। তারা ভদ্রলোক জোচ্চরের অসাড় দেহটা আবিষ্কার করে।]

ডালকুত্তো ১ :
এ আবার কী বিটকেল কাণ্ড !

ডালকুত্তো :
এ যে দেখি খোদ উস্তাদ !

ডালকুত্তো ৩ :
এ দেখি অক্কা পেয়েছে ! মাই গড ! ম'রে গিয়েছে !

ডালকুত্তো ৪ :
না-না, মরেনি ! বেঁচে আছে ! উস্তাদকে খতম করবে এমন বেজন্মা জন্মায়ইনি !

ডালকুত্তো ১ :
শুনতে পাচ্ছো আমায় ? বলতে পারবে কি কী হয়েছে ? কারা করেছে এ-কাজটা, কারা ?

ভদ্রলোক জোচ্চর :
[কাঁপা-কাঁপা গলায়]
ওরা সব মুরিয়েতার দলবল ! তারা সোনাদানা সব নিয়ে ভেগেছে। লোকদের মেরেছে। মেয়েদের ছুরি মেরেছে আর সোনা নিয়ে সটকেছে !

[ডালকুত্তোদের মধ্য থেকে এক বুনো খ্যাপা গরগর।]

মুরিয়েতাকে পাকড়াও !

সকলে :
মুরিয়েতাকে পাকড়াও !

ভদ্রলোক জোচ্চর :
আমরা যা আইনসংগতভাবে বাজেয়াপ্ত করেছিলাম সে তা ছিনিয়ে নিয়েছে।

সকলে :
পাকড়াবো কাকে ?—মুরিয়েতাকে !

ভদ্রলোক জোচ্চর :
আমি রায় দিচ্ছি ও নাশকতামূলক অন্তর্ঘাতী কাজকর্মে লিপ্ত !

সকলে :
পাকড়াবো কাকে ?—মুরিয়েতাকে !

ভদ্রলোক জোচ্চর :
সব ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধেও আমার রায় : তারা সব প্রগতির শত্রু !

সকলে :
পাকড়াবো কাকে ?—মুরিয়েতাকে !

ভদ্রলোক জোচ্চর :
ভ্রাতৃসংঘের নামে শপথ করো ! আমার মৃত্যুর নামে কিরে কাটো ! পাকড়াও মুরিয়েতাকে !

সকলে :
পাকড়াবো কাকে ?—মুরিয়েতাকে !
সে-কার কাটামুণ্ডু চাই ?—মুরিয়েতার, আবার কার ?
পাকড়াবো কাকে ?—মুরিয়েতাকে !

[সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, সটান, পিস্তল তোলে আকাশে, গুলি করে হাওয়ায়, আর ছুটে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় ।]

মেয়েদের কোরাস .

আদিওস ! কোম্পানিয়েরো বানদিদো !
সহযাত্রী হে দস্যু আমার, বিদায় ! এবার সময় হ'লো !
তোমার মৃত্যু আলো করে সব, অন্ধকারকে ছায়,
ক্রমে চ'লে আসে কাছে ।
তুমি তো জানোনি কোন পথ বেছে নেবে
জানোনি কী-পথ রয়েছে সামনে খোলা—
উল্কার মতো ছিটকে পড়েছো তুমি !
সবকিছু আজ স্পষ্ট দেখতে পাই ।
ঝঞ্ঝা যেমন মাথা তোলে, তার হাওয়ায়
তেমনি তুমিও রোষে ফুঁসে উঠেছিলে !
শুভ লগ্নেই মৃত্যুবরণ করো ।
ফসল যেমন ভানে
তেমনি তোমার রোষের দানাকে শুধু ভেনে গেছো তুমি ।
আমাদের গান প্রত্যাসন্ন ভোরের জন্য এখন ।
আমাদের গান তারই তরে আজ

যখন তোমার ঘৃণা
জীবনের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠে পেরোয় সকল সীমা—
ধন্ধ জাগায় ন্যায়-অন্যায় এ-কথার কী-যে মানে।
তুমি যা করেছো সব জানি আজ, হোয়াকিন মুরিয়েতা। •
আমরা শুধুই গান গেয়ে যাই যা ছিলো হেঁয়ালি, তারই।

কবির কণ্ঠস্বর :

কবির প্রশ্ন তবু থেকে যায় অন্য।
শোকে-স্তম্ভিত এই-যে অচেনা, এই-যে মানুষ বন্য,
এই সৈনিক যুদ্ধে নিজেকে দিয়েছে বিসর্জন।
—সে-মানুষ কোন জন?
তাকে যা করেছে আশিব ছিন্নভিন্ন
সে কি শুধু ঐ অতীতকালের চিহ্ন?
অতীত কি শুধু এই শস্যই ফলায়?
আমি বলি ধরা গলায় :
সময় কখনও ভিন্ন করেনি অতীত বর্তমান :
আমার স্বদেশবাসীরা যে-সব লাঞ্ছনা অপমান
সহ্য করেছে, আমার শরীরে অনুভব করি তাকে—
হ'তে পারে তারা হারানো মানুষ, কাল দূরে রাখে যাকে।
তবু সে আমার গান দাবি করে; দাবি করে শিল্পিতা।
জন্মান্তর পেরিয়ে এলেও সে তবু আমার মিতা।
যা ছিলো বিপদ—বলেছে—আসুক,
না-থাক আমার নিজস্ব সুখ,
পেতে দিলো বুক, এবং মুষ্টি, প্রচণ্ড প্রতিবাদে—
তাকে দোষ দিতে আমি অপারগ, আমার পরান কাঁদে,
যারা জমিহারা তাদের তবুও ছিলো ছোটোখাটো সুখ,
রক্তপিপাসু গ্রিঙ্গোরা কবে কেড়ে নিলো জমিটুক—
তাদেরই চেয়েছে বাঁচাতে বেচারা, অথচ বেচারা নয়—
সে যদি বেচারা, তবে গানে-গানে কার গাই আমি জয়?
সে যে দেখেছিলো দুর্বহ শ্লথ হারানো লোকের মাঝে
সে-কোন আলো বিরাজে!
ঘুমন্ত এক জাতি জেগে ওঠে, কী চাই, প্রথম জানে
তাকিয়ে এমন দৃক্‌পাতহীন ঋজু সৈন্যের পানে—
সে খুন করেছে কাকে?

হত্যাকারী যে, তাকে—
সে শুধু যয়েছে পেরিয়ে গিয়েও যত বন্ধুর পথ,
বাঁচাতে চেয়েছে প্রাণ দিয়ে শুধু আমাদের ইজ্জৎ।
কদি আজ জানে এই দস্যুর জীবনে কী ছিলো ঠিক,
সে যে ছিলো নির্ভীক—
ছিলো সে সত্যি দস্যু, 'দয়েছে জীবনকে উপহার—
তার জীবনের হার
দিয়েছে জীবনে যা সে জানে সেরা, প্রাণের লাল গোলাপ—
তা যদি না-বলি হবে সমস্ত সত্যের অপলাপ।
যে চায় সে তাকে জীবন দিয়েছে, কখনও করেনি ভয়—
মৃত্যুর কাছে সব দিয়ে, সে যে আজ মৃত্যুঞ্জয়।
আমি বলি তার বোধ ছিলো ঠিক
দুরন্ত আর অতি নির্ভীক—
এর বিকল্প মানে নেই কোনো,
মুরিয়েতা, তুমি শোনো।
জয় মুরিয়েতা, জয়!
দূরে যাক সব ভয়।

৬

মুরিয়েতার মৃত্যু

[সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত মঞ্চ। সব চুপ। অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে এক স্ত্রীলোকের শাদা মুখ, খড়িমাটি-মাখা শাদা, চিলে-নোদের ভঙ্গিতে একটা স্কার্ফ পরা। শুধু তার শাদা মুখটাই দেখা যায়; সে প্রায়-যেন-সনেটটি বলে, আর যতক্ষণ সে তা বলে, ততক্ষণ ছায়ার মধ্যে কোরাস নিশ্চল থেকে যায়, যেন তারা জমাট বেঁধে গিয়েছে।]

প্রায় যেন সনেট

আর যে-সন্ধ্যায় তাকে খুন করে ওরা—সবংশে মরুক সব আততায়ী!—
হোয়াকিন এসেছিলো নতুন টাটকা ফুল দেবে ব'লে বধুর কবরে—

ঘিরে ফেললো ভেড়া যেন রাখালেরা, ফাঁস হাতে এগুলো ক্রমশ আরো কাছে,
হঠাৎ আছড়ে পড়লো পাল্লা যেন সেই বীর জীবনের হারের ওপরে।

যত গ্রিঙ্গো—চারপাশ থেকে; হাতে-হাতে বন্দুক-রাইফেল শুধু আগুন ওগরায়।
সমস্ত শরীর যেন ভেঙেচুরে খুলে গেলো, রক্তস্রাবে অবশ দু-হাত।
তবু সে ওঠবার জন্যে মরীয়া প্রবল চেষ্টা করেছিলো, বন্য কোনো জন্তুর যেন;
হাজার বুলেট তাকে ঝাঁঝরা করে, ঝোপ থেকে বেরোয় বন্দুক, তাকে করে না রেয়াৎ।

মুরিয়েতা ঢ'লে পড়ে কবরের গায়ে, রক্ত তার ছড়ায় অজস্র যেন বীজ।
বিবর্ণ ঢিবির নিচে যেখানে তেরেসা শুয়ে কবরের অন্তহীন ঘুমে,
সহসা সে জাগে যেন, ডেকে ওঠে ক্ষীণ স্বরে বীর তার স্বামীর উদ্দেশে।
আর তার প্রতিহিংসা আবিষ্কার করে তার অপ্রশম্য পরম অভাব—
সমস্ত শরীর দিয়ে, রক্ত দিয়ে, তার প্রিয়া কোম্পানিয়েরাকে খাবে চুমু;
হঠাৎ আলোয়-আলো ভাগ্যলিপি—দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে শেষে।

[মরণসংগীত ফেটে পড়ে, বিস্ফোরণের মতো, এই মুহূর্তে! কোরাস নিজেদের সাজিয়ে নেয় পেছন মঞ্চে, সামান্য কবরটির দুই পাশে সার বেঁধে দাঁড়ায় অন্ত্যেষ্টির থামগুলোর মতো। সেই সঙ্গে আবিষ্ট সংগীতের উত্তেজিত তালে-তালে ছটি ডালকুত্তো লাফিয়ে নামে মঞ্চে আর এক উদ্দাম নাচ জুড়ে দেয়। নাচটা বোঝাবে খাঁচায় পোরা একদল ঘেউ-ঘেউ-করা খ্যাপা কুকুরের হাবভাব, ডুকরানি, গর্‌গর্‌, সব কোণায় শুঁকে-শুঁকে ছোটে শিকারের খোঁজে। তারা এই ভাবটাই বোঝায় যে তারা সশস্ত্র, সে-সব অস্ত্র তারা উঁচিয়ে ধরে যে-কোনো সন্দেহজনক কোণায় খামচিতে। প্রায় এক দানোয় পাওয়া ছন্দ আর বিকট ও ভয়াবহ হিংস্রতার আবহাওয়া। কোরাসের মধ্যে থেকে চারজন একক গায়ক নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়, মঞ্চের দু-পাশে নিজেদের সাজিয়ে দাঁড় করায়, আর নাচের ফাঁকে-ফাঁকে যতি আনে মুরিয়েতার অনুষঙ্গ জাগিয়ে, নৃত্যগীতের তুমুল আন্দোলনকে ছাপিয়ে উঁচু থেকে আরো উঁচু পর্দায় উঠতে থাকে তাদের গলা।]

[ডালকুত্তোদের প্রারম্ভিক তুমুল নৃত্যগীতের ঠিক পরেই।]

একক ১

শোনো বালির শব্দ
নড়ায় মরুভূমি!

একক ২ :

শোনো ঘড়ির শব্দ
কবর দেয় মড়া !

একক ৩ :

বান্দোলেরো, স'রে দাঁড়াও
সামনে যদি এক পাও যাও
মৃত্যু তোমায় দেখছে !

একক ৪ :

ভালকুত্তো ঝোপ নাড়ায় ।

একক ১ :

গিটার ছেঁড়ে তাব ।

একক ২ :

মাটির তলার শিরা থেকে
রক্ত ঝরে ঝর্ঝর !

একক ৩ :

শুনতে পাচ্ছো, ঘুরিয়েতা ?

একক ৪ :

শুনতে পাচ্ছো হুলুস্থুল,
পাথর তোলে চীৎকার !

একক ১ ও ২ :

বলছে কি না তোমার দফা
সমস্তটাই এখন রফা !

একক ৪ :

কুত্তারা সব ওৎ পেতে
গা ঢেকে রয় ঝোপগুলোয় ।

একক ৩ :

তোমার ঘড়ির দম ফুরোয়—
ভাগ্য ব'লে নেই কিছুই ।
কপাল শুধু পুড়লো ।

একক ১ :

কুত্তারা সব শোঁক-শোঁক,
গন্ধে জানে তোমার পথ।

একক ২ :

ঘনিয়ে আসে মৃত্যু
পেছন থেকে পায়-পায়।

একক ৪

তেরেসাকে লাল গোলাপ
দিয়ে এখন ফায়দা কী

সকলে :

সামলে চলো, হুঁশিয়ার,
ঐ যে ত্মাখো সামনে খাত।

একক ৩

গভীর ঘুমে তেরেসা
তলিয়ে আছে অচেতন।

একক ১

তাকে ফিরে ডাকবে যে
এমন কিছুই রইলো না।
ঘুমের থেকে জাগায় তাকে
কিছুই ফিরে ডাকবে না।

একক ২ ও ৪ :

মিথ্যে তার ঐ গোলাপমুখে
রক্তধারে জল ছেটাও!

চারজন একসাথে :

ফিরে দাঁড়াও, হুঁশিয়ার!
সামনে কোনো ফায়দা নেই!

একক ৪ :

তোমার সব পদক্ষেপের
মধ্যে যেন ফাঁক না-রয়

একক ৩ :

চিহ্ন কোনো রেখো না আর
তোমার রক্তগোলাপের।

একক ২

• ভেবো না যে পরমায়ু
তোমার আজও ফুরোয়নি।
দু-চোখ বোজো চট ক'রে,
খুলো না আর বন্ধ চোখ।

একক ১

এরই মধ্যে তোমার মুখ
প'চে গন্ধ ছড়াচ্ছে।
তোমার দুটি সবল হাত
গোরস্থানের ক্রুশের কাঠ।

একক ৩

আর-কখনও একলাকে
উঠবে না তো ঘোড়ার 'পর!

একক ১, ৩ ও ৪ :

আর কখনও ছুটবে না
ঢেউয়ের মতো তুলকালাম!

একক ২ ও ৪ :

কখনও আর সুখাদ্যেও
পুষ্টি তোমার মিলবে না!

চারজন একসাথে :

মার্জনা চাই! মাফ করো।
আর আমাদের মরণ-বাঁচন
তোমার হাতে রইলো না।
আমরা ম'রে গেলেও বাঁচবে
তেমন কোনো আশাও নেই!

একক ২

কুত্তারা সব খাবলে খায়
তোমার পায়ের চিহ্ন সব।

একক ১ ও ৪

ঘণ্টা বাজে তোমার নামে
আজ দুপুরে ঠাণ্ডাতে।

একক ৩

তোমার জন্য দুঃখ যে
বৃষ্টি ঝরায় জ্যোৎস্নাতে।

একক ১, ২ ও ৪ :

তেরেসা আজ বেচারা
বাঁচে তোমার প্রাণেই যে—
আর কী করে তেরেসা—
কোন সাহায্য আর দেবে ?

একক ৩

কিছুই যেন ভয় না-দেয়
ছোঁড়ো বিষম গোলাপটা

একক ১

আমরা বলি এখানে আর
রক্ত যেন ছিটোয় না।

[একটু থেমে]

চারজন একসাথে :

সে-কী আসছে এই পথে ?

[হঠাৎ নাচ থেমে যায় আর একক যারা গাইছিলো তারা চুপ ক'রে যায়। আলোর একটা ঝলক পড়ে মধ্যমঞ্চে আর আস্তে-আস্তে স'রে যায় কবরের দিকে, পেছনে ; তারপর আলো ছোঁয় কবরটাকে। ডাল-কুত্তোরা তখন গুঁড়ি মেরে আছে কোণাগুলোয় আর কবরকে ভাগ ক'রে পর-পর গুলি ছোঁড়ে। আলো লাল হ'য়ে যায়, আর তেরেসার কবরের ওপর পাপড়ি মেলে দেয় এক ফুল। চারজন একক গায়ক-গায়িকা, তাদের মুখ ঢাকা কালো জালি ওড়নায়, আর্তনাদ ক'রে ওঠে। সংগীত হিংস্র ও ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে ; ডালকুত্তোরা, একটুক্ষণের জন্যে কবরের ওপর নিজেদের ঝাঁকায়, ছন্দ-তাল মিলিয়ে মূকাভিনয় করে কুড়ুল দিয়ে কোপ মারার, বেলচা দিয়ে মাটি তোলার। তারপর তারা পেছিয়ে যায়। সংগীত থেমে যায়। অদৃশ্য হ'য়ে যায় ফুল। মেয়েদের কোরাস এগিয়ে আসে মঞ্চের ওপর, আর বিলাপ করে।]

বিলাপ

মেয়েদের কোরাসের আবৃত্তি :

গভীর ঘুমে যে-ভূমি'পরে তেরেসা শুয়েছিলো
সে এসে চুমে যখন সেই মাটি—
অস্ত্রহারা—তাকে তখন করেছে ওরা গুলি,
সে ফেলে যায় পেছনে তার যা ছিলো সম্বল
তেরেসারই জন্যে একটি লাল গোলাপ, মরণ।
সহসা, সেই একটি ফুল অনেক ফুটে ওঠে
হা করে যেন সকল ক্ষত, মাটি রাঙায় গাঢ়,
বধূর তরে ফুটিয়ে তোলে শরীরে লাল গোলাপ।
এমনই ছিলো ভিড়ের ভয়, এমনই অতিকায়
আততায়ার দল যে-সময় পৌঁছেছিলো কাছে
দেহের শত ক্ষতের মাঝেই ছুঁড়লো গুলি আবার।
যখন শেষে প্রশম হ'লো মরণবিক্ষেপ
ঝাঁঝরা তার শরীর থেকে বেরুলো প্রাণবায়ু,
মৃতের দেহ নাড়ায় ওরা হিংস্র হাতগুলিতে
গোরস্থানের ক্রুশকাঠি আর ঢিপির মাঝখানে,
ধড়ের থেকে আলগা করে এককোপে তার মাথা।
হায়! ওরা যে কেটেছে তার মাথা!
যখন তার সাহস ওদের পারে না ছুঁতে আর
সে প'ড়ে রয় অস্ত্রহারা, রক্ষাকবচহারা,
ওরা তখন কুঠার তুলে গায়ের জোরে হানে
এবং কাটে গর্বিত তার গরিমাময় শির।

[বিউগল আর ঢাকের প্রচণ্ড উল্লাস, সার্কাস ফান্দাজোর ধরনে। কোরাস দুটো ভাগ হ'য়ে যায়—মঞ্চের দু-ধারে দুই সার। একটা সার্কাস ওয়াগন—একটা পর্দা দিয়ে সেটা দু-ভাগ করা—এসে হাজির। একটা ভাগে হাঁকিয়ে—ভদ্রলোক জোচ্চর ছাড়া আর-কেউ নয়—পথচারীদের উদ্দেশে হেঁকে বলে, ভেতরে ঢুকতে বলে। অন্য অংশে একটা মস্ত খাঁচায় মুরিয়েতার ছিন্নশির। এই মাথাটা জ্যান্ত মানুষের মাথার চাইতে অতিকায়, মুখটার মধ্যে সুতোর মতো জমাট রক্তের ধারা, রক্তের বড়ো-বড়ো জমাট ফোঁটা, যেন মাটি অব্দি পৌঁছে গেছে জপমালা। চোখ দুটি হা ক'রে খোলা, বাইজানতাইন ছবির মতো। এই দৃশ্যের সময়, লোক-

অন্য অনবরত চলাফেরা করবে, মাথা থেকে সসম্মানে খুলে নেবে টুপি, পরবে আবার, ঠিকঠাক পরবে বান্দানা বা স্কার্ফ, সেগুলোর নানারকম আকার, নানারকম আকার, নানা দৈর্ঘ্য, কিংবা অনবরত নাড়াচাড়া করবে যা তারা হাতে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে—ঝুড়ি, ছাতা, কোলের শিশু।]

হাঁকিয়ে :

[গলা কাটিয়ে]

হিয়ার! এই-যে এই ছাউনিতে!
টোয়েন্টি সেন্‌তাভো ওনলি—
হিয়ার ইজ হোয়াকিন মুরিয়েতা—
খাঁচায় বন্দী বাঘ একলা,
দেখে যাও আশ যদি থাকে চিত্তে,
কুড়ি সেন্‌তাভো দিয়ে ফুললে!
ফ্রিডম, ফ্রিডম, অতি শস্তায়
ফুল্‌লে দিলেই বিশ সেন্‌তাভো—
খামকা কে তবে আর পস্তায়—
ক্যায়সা সুযোগ শুধু তা ভাবো।
স্বচক্ষে দেখবে যে শেষটায়
হোয়াকিন মুরিয়েতা কী কাবু!
এই-যে! হিয়ার! কুড়ি পয়সায়।
সেন্‌তাভো ফুল্‌লে তো ঝুড়িটাই।
এদিকে! হিয়ার! আহা! ও-মশায়!
খাঁচার মতন এই ঝুড়িটায়
দ্যাখো মুরিয়েতা আছে কী-দশায়—
ধড় থেকে আলাদা যে মুড়োটাই!
থাকবে সতেজ ছিরি যদ্যপি
চলবে খেলা এ-কাটামুণ্ডুর—
দস্যুর মাথা যেন বাঁধাকপি,
দেখলে কে বলে মাথা গুণ্ডার—
ভেজাল অথচ নয় অপিচ,
ধড়ামুড়ো প'ড়ে আছে পাণ্ডুর।
কুড়ি পয়সায় এসে পস্তু
নৃমুণ্ডশিকারির কাজ কী—
বেনজির আখ্‌রি এ-দস্যু

জোগায় ইনার কত আজকে,
এলেই বুঝবে সব অবশ্য
আসলি বেদম আঁহাবাজকে।
টোয়েন্টি সেন্তাভো ওমলি—
শস্তায় দ্যাখো কাটা মস্তক—
পয়সা যখের মতো গুনলে
দেখাই হবে না শেষ ইস্তক।
চাক্ষুষ দেখে, না-ই বললে
দর্শনী লাগবে না শেষ তক।

[মেয়েরা এগিয়ে আসে বিষম অপমানিত, তিরস্কারের ভঙ্গিতে। মঞ্চকে দুটি ভাগ ক'রে, নাট্য এখন অর্কেস্ট্রার নিচু ঢালে আসে পৌঁছোয়। এর শেষে, মেয়েরা ছুটে পালিয়ে যায় মঞ্চের বাইরে দিয়েই।]

মেয়েদের কোরাস

সকলে:

খাঁচার মধ্যে দেখতে এসেছো ছিন্নমুণ্ড তবে—
এ যে কলঙ্ক! ধিক! কেমন ক'রে যে পারো!
বর্বর খুনী মেরে ফেলে গেছে পেছন থেকে যে কবে—
কী দুঃসাহস! ধিক! লজ্জা হয় না কারো!

একজন

একটু সময় যেতে-না-যেতেই ভুলেছো কি বিলকুল
বেপরোয়া হাত দুটি! কেমন ক'রে যে পারো!
যে-হাত চেয়েছে শোধরাতে শুধু আমাদেরই সব ভুল—
রক্তে রেঙেছে তাই! লজ্জা হয় না কারো!

সকলে :

কেমন ক'রে যে পারো!

অন্য-একজন :

আমাদেরই যত দুঃখতাড়না মৃত্যু ঘোচাবে ব'লে
সে সাফ করেছে সব জঞ্জাল ধর্ষিতা ধরণীতে—
তাই দিলো প্রাণ, যেহেতু শত্রু পেছনে সদলবলে
ওৎ পেতে ছিলো, একা পেয়ে তাকে মেরেছে অতর্কিতে!

বাকিরা :

ধমনী গরম করার জন্তে রক্ত আছে কি কারো !

সকলে :

ঘটে আছে কোনো বুদ্ধি ? আবার জ্বালাতে কি তবে পারো !

একটি দল :

চিলে কি আবার পারবে তুলতে মুষ্টিবদ্ধ হাত !

অন্তদল :

পায়ে জুতো নেই, সইতে পারবে তবুও কি সংঘাত ?

অন্তদল :

দীর্ঘ দুঃখসন্তাপ বোধ করে, কেউ নেই নির্ভীক ?
ধিক ! শতবার ধিক !
চেতনা হয় না, যদি ত্যাখো ঐ চোখ দুটি অপলক
যেমন তাকাতো আমাদের দিকে, আগামী কালেরও দিকে—
তার মতো আজ তোমরা কি তবে সংগ্রাম নেবে শিখে,
না কি থেকে যাবে দীন ও কাঙাল, অবনতমস্তক ?

সকলে :

ধিক গ্রিঙ্গো সে অনাচারী ! ধিক ! ইয়াঙ্কি, ধিক ! ধিক !
ফেরাও আবার ছিন্ন দেহকে, স্পর্ধার যেটা প্রতীক !
আবার ফেরাও তাকে অখণ্ড স্রষ্টার কাছে তার—
নতুবা কখনও জেনো ইতিহাস মুক্তি দেবে না আর !

একটি দল :

এ-অপমানের মধ্যে তবে কি প'ড়ে রবে আজ বীর ?
এ-ছিন্নশির ! হোয়াকিন মুরিয়েতার ছিন্নশির !

অন্তদল :

কী-কুখ্যাত যে এই ছেদ-বিচ্ছেদ ! দেখেও জাগে-না খেদ !
তার স্পর্ধার নাম ও কাজের যা ছিলো অহংকার,
এই লজ্জায় মর্মপীড়ায় ধুলায় সে লুণ্ঠিত ।
ছিলো সে শুদ্ধ লক্ষ্যের পানে একেলাই দুর্বার—
শত্রুকে সে যে অস্ত্র হেনেছে একাই অকুণ্ঠিত ।

সকলে :

সার্কাসওলা প্রকাশ্যে তাকে এভাবে দেখায় আজ !
এ যে বিভীষিকা ! এ যে কলঙ্ক ! হায়রে, মাদ্রে মিয়া !

এ যে অসহ্য ! আকাশ থেকে কি ফেটে পড়বে না বাজ ?
এই লজ্জাকে দূর ক'রে দেবে নেই কি কোনো মরীয়া ?

সমবেত : প্রতিষ্ঠা করো হৃদয় আবার ! ফেরাও, সে-শির ফেরাও !—
মাথা উঁচু ক'রে না-হ'লে স্বদেশে সম্ভব নয় ফেরাও !

পুরুষদের কোরাস

পুরুষরা আবার ঝালিয়ে নেয় মেয়েরা যে-মূকাভিনয় করেছিলো।]

সকলে :

মানুষ তবে সবুর করে কীসের তরে ? মানুষকে কী সত্যি-সত্যি নাড়ায় ?
গোড়ায় হাতের শক্তি দিয়েই শুরু করো। শুরু করো হৃৎপিণ্ডের তাড়ায় !

একজন :

আমি ছিলাম লা সেরেনার লোক।
লাঙল চ'ষে ফলিয়েছিলাম সোনা।
মেঘের মতো মিশিয়ে গেলো গ'লে।
খাটতে কোনোই কসুর হয়নি ব'লে
এখন কিছুই নেই হারাবার, জেনো।
বাবা-মা-বৌ সেরেনায় সব ছিলো।
আজ জানি না এখন তারা কই।
জানি জীবন কাটবে স্বজন বৈ।
তবু আমায় সঙ্গে রাখো দলে।
হোয়াকিন—সে আমার বন্ধু ছিলো—
মুরিয়েতা যখন হ'লো খুন
রক্ত নাচে শিরায় যে চৌগুন—
নাম লেখাচ্ছি এখন তার দলে।
তা কিন্তু নয় নিছক কৌতূহলে—
রক্ত গ'র্জে নাম লেখাতে বলে !

অন্য-একজন :

জীবনযুদ্ধের কঠোর পাঠশালা, লোন্‌কামিয়া নাম জায়গার—
এসেছি সেথা থেকে, অথচ নেই কোনো শিকড়, কারু সাথে যোগাযোগ—
নদীর মতো বাঁচি। যেখানে হোয়াকিন আমায় ডাকে যাই সেখানেই ;
কারণ যা-ই থাক, যখনই আসে ডাক, তখনই চিরকাল গিয়েছি।

যেখানে বদমাশ ঘোড়ার সওয়ার পুলিশ রাখে খাঁচাবন্দী
সেখান থেকে আজও প্রবল তার গলা আমাকে ডাক দেয় অবিরাম—
ভয় বা বিভীষিকা তুচ্ছ মনে হয়, আমার পথ জেনো তারই তো পথ।

অন্ত-একজন :

বসন্তদিনে শ্যামল ভুট্টা খেত
কী ভালো লাগতো যখন গাছপালায়
একদিন আমি সাদরে খেয়েছি চুমু
অথচ দেখছো কোথা পৌঁছেছি শেষে—
কেউ জানবে না কোথায় মরেছি আমি,
একবার ভাবো দেশ থেকে কত দূরে,
চিরকালই আমি হাত পাকিয়েছি, জা'ন,
হাবিজাবি চাবি ছাড়াই হাতসাফাই,
ভাঙো এই ঘোড়সোয়ারের গাড়ি আজ,
ভেঙে ফ্যালো এই খাঁচা ও বাক্স, সব

একদিন আমি ছিলাম এইরকম :
বৃষ্টি পড়তো ঘনঘোর ঝমঝম।
দেশের প্রতিটি নুড়ি ও পাথর, মাটি,
ভেটেমাটিহারা, সকালসন্ধ্যা খাটি।
কেউ জানবে না আমার খবর কোনো,
ক-জন এভাবে মরছি তা আজ গোনো।
বন্ধ তালাকে কী ক'রে মুচড়ে খোলে,
খুলেছি দুয়ার সূক্ষ্ম সুকৌশলে।
চুরমার করো, কঠোর আঘাত হানো,—
অস্ত্র না-থাকে, শুধু খালি হাত আনো।

অন্তরা :

তোমরা যারা এসেছো এইখানে
তালাগান্তে, চেরকুয়েস্কাবাসী
রান্‌কাওয়া, লেবু এবং পুয়ার মানুষজন,
তালতাল আর কিইয়োতার
পার্‌বাল আর ভিক্তোরিয়ার
তোজোই আর রেনাসিয়োর
মার্‌কুয়োস্কোর মরদ যত আছো—
এককাট্টা, চলো গাড়ির দিকে,
ভাঙো গাড়ির চক্রনেমি, কাঠের দাঁড়, চালের আড়া-সব,
ভাঙো আস্তে গাড়িটাকেই, পিঁজরাপোলের খাঁচাসমেত ভাঙো—

একজন :

সার্কাসের এই ওস্তাদেরও হাড়গোড় সব ভাঙো।

অন্তরা :

যদিও হোয়াকিন মরলো অপঘাতে, স্বীকার না-ক'রেই পাপ,
যদিও মুরিয়েতা যখন খুন হ'লো ছিলো না পাশে তার যাজক,
এখন সবে তার জাতি ও ধর্মের রীতিপালন করো সবই,
পুরো মানুষ ছিলো, আজ এই সংকারে সেটাই প্রমাণিত হোক।

সঙ্গে প্রায় যেন শোনা যায় না এমনভাবে সংগত করে। প্রেয়ারির ওপর দিয়ে হু-হু হাওয়া ব'য়ে যাবার শব্দ।]

মুরিয়েতার ছিন্নশির বলে :

কেউ যখন শোনবার জন্যে নেই, আমি তবে ফিশফিশ ক'রে বলতে পারি
সত্য কথা, শেষটায় :
এক শিশু মারা গেছে ছায়ায়, অন্ধকারে একটি কিশোর।
সে কোনোদিনই জানতে পারবে না কী-সে স্থির ক'রে দিয়েছিলো তার মৃত্যু,
সে বুঝতেই পারবে না
কেন সে এখন ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছে, উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহারা।

এত ভালোবাসার পর—এমন ঊষর নিঃসঙ্গতা, বিশাল।
এত লড়াইয়ের পর—এমন কঠিন পরাজয়। আমি বুঝতেই পারি না কেন।
আমি নিজেকে তুলে দিই ভেবেসার হাতে : একজন দস্যুর মাথা
তার প্রেমিকার কোলে ঘুমোয়, আর শিখে নেয় সে-কাকে বলে ধৈর্য।

প্রথমে তারা চুরমার ক'রে গিয়েছিলো আমার শরীর, তারপর সেই
জঘন্য বিচ্ছেদ—
ধড় থেকে আলগা হ'য়ে গেলো মাথা আমার মাথা, গড়াগড়ি খেলো ধুলোয়।
এখন কোনো দুষ্কর্মই আমাকে ছোঁয় না, যে-প্রেম আমি হারিয়েছি তার
ব্যথার সঙ্গে
তুলনায় কোনো পুরুষের মানহানির জ্বালা কিছুই-না।

মৃত্যু সবসময়েই ওৎ পেতে ছিলো, আর আমাদের দেখা হ'লো
যে-কঠোর পথে আমি চলেছিলাম, সেই পথে অসময়ে এক সাক্ষাৎকার
মুখোমুখি ;
তবে তা আমারই তৈরি : হত্যা আর মরণের এক জীবনজোড়া আবেশ
অবশেষে আমাদের পরস্পরের কাছে নিয়ে এলো,
কোনো ফটকে এসে পৌঁছোয় যেমন বিভিন্ন পথ।

আমি কথা বলি যখন মাথা রক্তের ধারার সাথে বের ক'রে দেয়
তার সব শক্তি ও স্বরভঙ্গিমা।

যে-স্বরকে আমি ডেকে পাঠাই সে-স্বর অচেনা ; ঠোঁটগুলো আমার নয়।
কী বলতে পারে কোনো মৃত ? বৃষ্টির শূন্যতার মধ্যে হাওয়া যেদিকে বয়
তা ছাড়া অন্যকোনো দিকই মৃতের নেই।

কার ওপর দায় দেয়া হয়েছিলো যে সবকিছু জানতে হবে ? কোন আগন্তুক,
কিংবা বন্ধু, তুষারের ওপর নগ্ন সত্যের পদচিহ্ন ধ'রে-ধ'রে,
ব্যাখ্যা করবে আমার আখ্যান, কিংবা সত্যে গেয়ে উঠবে এই গাথা—অবশেষে ?
আমার সময় আসবে একশো বছর পরে। আমার ঠোঁটগুলি হবে
পাবলো নেরুদা।

অপর্যা কিছুর জন্যে আমি কিছু করিনি, কিংবা যে-সব অশুভ অন্তরা ঘটিয়েছে,
তার জন্যেও নয়,
কিংবা তাও নয়—সামান্য যে-সৌভাগ্য আমার জ্বালা হালকা ক'রে দিয়েছিলো ;
বরং অন্য-কোনো কারণে যা সে অর্জন করে উত্তরাধিকার হিশেবে
সবহারারা জিতে নেয় যে-মর্যাদা যে-অধিকার, যারা অধিকার খোয়ায়, তারা
জেনে নেয় জীবনের সব অভিপ্রায়।

বসন্ত ভাঙা যায় না, আমি বলি। সময়ের একটা ধরন আছে,
যারা জীবন্ত তাদের জন্যে।
বরং তা সময়কেই আমার জীবন দিয়ে আলো ক'রে দিতে দাও, যদি-সে
দেখাই হয়,
তার তিক্তকষায়কে মধুর ক'রে দেবার জন্যে নয়—বরং ন্যায় আর
অন্যায়ের মধ্যে ধাতুব পান মিশিয়ে দেবার জন্যে—
কোন-সে সুযোগ কিংবা ক্ষতি বাকি বাকি র'য়ে গেলো এই নেয়ানেয়ার
হিশেবনিকেশে।

কারণ সারাটা জীবন, তার সমস্ত উধাও শক্তি,
শুধু আমাদের স্বপ্নাতুর হতাশারই একটা কৌশল শেষটায়—
যে-লোকেরা আমার জীবনজোড়া আবেশ হিংস্র হাতে ধরেছে
আমার ক্ষতের উপহার—
দুই-ই আমি এক বন্ধুর ভালোবাসার কাছে ন্যস্ত ক'রে যাচ্ছি।

[ছিন্নশির যখন কথা বলা থামায়, জমাটবাঁধা অন্তরা যেন প্রাণ পেয়ে
আবার শুরু করে কাজ, নড়াচড়া। নতুন-খোঁড়া কবরের পাশে তিন-

পরিশিষ্ট : ১

১ : ভালপারাইসোর বন্দর থেকে যাত্রা

মাল্লাদের গান

মিথ্যে কে রয় প'ড়ে এমন পোড়া দেশে—
চলি, স্যাঙাৎ, এই-যে, ওহে, খাটাও পাল—
সবপেয়েছির দেশ যে আছে চমৎকার
যেখানে সব স্তূপ ক'রে রয় সোনার তাল—
সেদিক পানে চলি, স্যাঙাৎ, অবশেষে।
আদিওস! আদিওস! আদিওস!

শুভেচ্ছা চাই। বারদরিয়ায় যেই বেরুবো
রয় না যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা ঝকমারি—
সব শুভেচ্ছা বিদায় নিয়ে খাটাই পাল,
পার ক'রে দিই এসো সাগর রকমারি—
সবচেয়ে যা খারাপ তারই খুপরি থেকে
ভালো আসুক, শুভ গজাক বংশারই।
আদিওস! আদিওস! আদিওস!

হালের যেন হয় শুভ। স্যাঙাৎ, চলি তবে
পালের যেন হয় শুভ। বিদায় জেনো সবে.
দাঁড়ের যেন হয় শুভ। শেষ বিদায় বলি : আদিওস।

সোনায় মোড়া ঝকমকে এক দুনিয়া
স্যাঙাৎ, ঐ যে সামনে ছাখো রয় প'ড়ে—
নয়া দুনিয়া সোনা দুনিয়া আ-রহা,
এখানে আর মরবো না রোজ-বেঘোরে।
আদিওস! আদিওস! আদিওস!

২ : পাড়ি ও পরিণয়

চতুষ্কসংগীতের প্রথম কণ্ঠস্বর

ঘণ্টা জানায় দিনগুলি যায়।   উড়ছে হাওয়ায় পাল,
সমস্তক্ষণ নজর থাকে, সারেঙ ধরে হাল।
বারদরিয়ায় পালের দড়ি শক্ত ক'রে বাঁধো—
নইলে হয়তো ঘটবে হঠাৎ বিষম পরমাদও।
সময় মতো আলগা কোরো, ঘুরিয়ে দিয়ো মোড়—
হঠাৎ যখন মাতে হাওয়ার উলটোমুখো তোড়।
জাহাজ যখন মধ্যপথে, প্রেম দেখা দেয় : আরে।
অন্ধকারে ডাগর কালো চোখ খুঁজে পায় কারে ?
কারে আবার!   হোয়াকিনকে—ঐ যে হোয়াকিন-
তেরেসা আজ তাহ'লে পায় চিত্তেরই সাকিন ?···

৩ : মেয়েদের গান

প্রহর বদলায়, ঢেউয়েরা ধরে তান, মন খারাপ তবু কারু-কারু।
সময়হারা ঢেউ মিছিল ক'রে আসে, তিক্ততায় আঁকে চলার পথ।
কাৎরে উঠি সবে সামনে দেখি যবে বিশাল ফাঁকা কালোরাত্রি—
হৃদয় দ'মে যায় যেন সে মোমবাতি দমকা বাতাসের পাল্লায়।
চিলের তটরেখা, দেশের মুখখানা, পেছনে প'ড়ে রয় হারানো,
একাকী পাল তুলে আমরা চলি সবে, অজানা ডাক দেয় গর্জে যেন
ওপারে দূরে নাকি সোনার তাল আছে, শুনেছে মরদেরা স্বর্ণ,
সাগরজলে আজ যখন ভেসে যাই নাগরজনে বলে সেই কাহন।
আমরা মেয়েরা তো পেছনে চলি শুধু, জলে বা ডাঙাতেও সবসময়—
যদিও বাতাসের আন্দোলনে জ্বর, কখনও হাড়কাঁপা হিমশীতও।
সোনার প্রলোভনে ছেড়েছি ঘরবাড়ি, কোথায় কার মার ভারি অসুখ,
কোথায় কার যেন রুগ্ন ছেলেমেয়ে মরেছে, প'ড়ে আছে কবরে,
কেননা সোনা যেন হিঁচড়ে টেনে আনে, ঝুপড়ি বাড়িঘর সব ফাঁকা,
উনুনে জ্বলে না তো আগুন, বসবার ঘরের মাঝে নেই কেউ তো আর—
অথচ এইবারে পড়তে পারে কোন ভবিষ্যৎ আছে ওৎ পেতে :
কখনও দেখবো না কেমন ক'রে সব পাহাড় উঠে যেতো গ্রাম ঘিরে,

উঠতো কীভাবে যে আনকোল থেকে ঢেউ, গমের খেতে ঢেউ, ঢেউসিঁড়ি
বিত্ত-বিত্তর কাছে—চিলেরই সেই সোনা—চিলেরই আকাশে তো সোনার চাঁদ।
আমার দেশ রয় পেছনে প'ড়ে দূরে, কখনও তাকে আর দেখবো না—
আমরা যাকে আজ কেবল হাৎড়াই, সে-সোনা কিছু নয় মৃত্যু বৈ—
আকাশ মাটি জল আর ভবিষ্যৎ সকল 'ধরে রাখে সেই সোনা।
সোনারই পথে ওৎ পেতেছে জাওয়ার, মন্দভাগ্য সে অপর নাম—
সে-পথে শুধু আছে লড়াই, রক্ত ও ক্ষের লড়াই ছাড়া কিছুই-না।
যত-না সোনা তার চেয়েও ঢের বেশি অসম্মান আর হীন মরণ।

৪ : এল্. ফান্দাঙ্গো
ভদ্রলোক জোচ্চরের ঘড়ি হাতসাফাইয়ের সময়

ছাখে কী সুখ। হা করো মুখ। দু-চোখ বোজো। কেয়াবাৎ
আমার জাদুগরের খেলা করবে দেখবে বাজিমাৎ।
গোড়ায় ছানি রেশম গুণে মস্ত-একটা সমুদ্রেরোষ
ঘাঁটবো যখন তখন যাতে একটি ফোঁটাও নাই বেরোয়
রাখবো খেয়াল সেদিকটাতে, কী জানি কার কোন বরাৎ,
জুটবে বুঝি তোরাঁতিয়া—তার, আঃ, কী সুবাস, কী সোয়াদ।
এই-যে ছোকরা, লাগছে বুঝি? কেন? তোমায় কী খোঁচায়?
মুখখানা তো পানশেপানা, কও কে তোমার সুখ ঘোচায়।
ভাবছো বুঝি আমার ফন্দি যৎকিঞ্চিৎ বিদ্ঘুটে?
চাপছো কেন? বলোই না-হয় কী মানে হয় মুখ ফুটে।
ভাবছো বুঝি, এ আবার কী? ঘড়িতে হয় তোরাঁতিয়া।
তবে বলি সত্যি জেনো কেল্লা ফতে কর দিয়া—
কারণ এ তো কলির সন্ধে। চাও তুমি আর না-ই বা চাও,
দেখবে হায়-রে তোমার ঘড়ি-কুশমন্তর—হয় উধাও।

৫ : হোয়াকিনের মৃত্যু ও মহিমা

মেয়েদের কণ্ঠস্বরের ত্রয়ী

একক :

কোনখানে সেই অদম্য ঘোড়সোয়ার, সেই প্রতিশোধপরায়ণ দুর্দমন, যে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের অধিকার—জন্মের আর চামড়ার আর সব দেশের অধিকার।

একক ২ :

কোথায় সেই নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী? কোন-সে মেঘ আঁধার ঘনিয়ে আনে তামাটে তার তিক্ত মুখাবয়বে?

একক :

কে অনুসরণ করেছে তার চোখ অথবা নালের ঝিলিক, ক্ষুরের ঝিলিক, বন্দুকের নলের ঝিলিক?

তিনজন একসাথে :

অন্ধকারে বিশাল তার ললাট, তার মুখ দপদপ-জ্বলা দাবানল। কালো সময়ের মাঝখান দিয়ে সে ঘোড়া ছোটায়। তার জিনের গায়ে প্রতিশোধ বাঁধা রয়েছে দড়িতে। বদলা চাই তার।

হোয়াকিন যখন জখম হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তখন সাধারণ লোকে যে শুধু তাকে সেবা-শুশ্রূষা ক'রেই সারিয়ে তোলে তা নয়, পুরোনো গাথা-কিংবদন্তিতে আছে তারা তাকে কী ব'লে-ব'লে উদ্দীপ্ত করে'ছিলো নেরুদা উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যেই সেইসব কথা লিখেছেন। রোসেন্দো হুয়ারেস-ইণ্ডিয়ানের-কথাগুলো হুবহু তোলা হয়েছে জিল এল. কসলী-বার্ট-এর 'লাস্ট অভ দি ক্যালিফোর্নিয়া রেনজার্স' বই থেকে! মূল বইতে পাবলো নেরুদার নিজের পাদটিকাতেই এর উল্লেখ আছে।

এই নাটক যে এস্পানিওলে রচিত, আর এর চরিত্ররা প্রধানত যে সাধারণ ছিলেনো মজুর, চাষী, মাঝি বা খনিশ্রমিক—এটা বোঝাবার জন্যে অনুবাদে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এস্পানিওল শব্দ রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গ থেকে তা সহজেই বোঝা যাবে।

কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হ'লো নিচে!

পাসেয়ো—*Paseo*—বেড়ানো, হাঁটা, কুচকাওয়াজ, নাগরিকদের মিছিল

মুচাচোস—*Muchachos*—ছোঁড়া, বালক, পাজা, কবল, কাটিম।

আমিগো—*Amigo*—দোস্ত, ইয়ার, বন্ধু, প্রেমিক।

ফান্দাঙ্গো—*Fandango*—হৈ-হল্লা, হট্টগোল, আমোদপ্রমোদ, মাতলামো, হুল্লোড়

কাচিম্বো—*Cachimbo*—তামাকের পাইপ, ধূমপান।

কোপিয়াপিনো—*Copiapino*—নকলনবীশ (অন্তরঙ্গভাবে বলা)

চুপাইয়া—*Chupalla*—খড়ের টুপি (এখানে শপথবাক্য)

কারাচো—*Caracho*—বেগ'নরডা (এখানে শপথবাক্য)।

তোরতিয়া—*Tortilla*—ওমলেট, আলুভাজা, মকাইয়ের চিতইপিঠা

এন্চিলাদা—*Enchilada*—লঙ্কায়ভরা গোটানো ওমলেট।

সম্ব্রেরো—*Sombrero*—টুপি, কানাছড়ানো টুপি, শিরপেঁচ!

কাম্পেসিনা—*Campesina*—চাষী মেয়ে, গাঁয়ের মেয়ে।

কোম্পাদ্রে—*Compadre*—ধর্মবাপ, বন্ধু, দোস্ত, ইয়ার।

কোম্পানিয়েরো—*Companero*—সঙ্গী, সাথী, অংশিদার, শরিক।

গ্রিঙ্গো—*Gringo*—ভিনদেশী, ফরশা, সোনালি চুলের লোক, ইয়াঙ্কি।

এর্মানো — *Hermaño* — ভাই, সহোদর, যমজ, একরকম, মানানসই।

দিওস মিও — *Dios mio* ! — কী সর্বনাশ, হায় ভগবান, হা ঈশ্বর !

ভামোস — *Vamos* — যাও।

বান্দিদো — *Bandido* — দস্যু।

আস্তা লা মুয়ের্তে ! — *Hasta la muerte* ! — মৃত্যু পর্যন্ত, আমরণ
(মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন)।

আল্‌তো ! কিয়েন ভা ! — *Alto* ! *Quien va* ! — থামো, হল্‌ট ! হুকুমদার !
কে যায় ?

গ্রিঙ্গোস মাল্‌দিতোস ! — *Gringos Malditos* ! — ইয়াঙ্কি শয়তান, ইয়াঙ্কি নচ্ছার,
ইয়াঙ্কি বদমায়েশ (বহুবচন)।

সিন্‌ভারগুয়েনসা — *Sinverguenza* — বদমায়েশ, দুর্বৃত্ত, পাজি, খল।

পাবলো নেরুদা যে কখনও ইংরেজিতে গান লিখেছিলেন, এ-কথা হয়তো সহজে কেউ বিশ্বাসও করতে চাইবেন না। কিন্তু এই 'কানৃতাতা'র "এল্ ফান্দাঙ্গো" দৃশ্যের জন্যে তিনি দুটি গান রচনা করেছিলেন ইংরেজিতে। সে-গান দুটির মূল বয়ান এখানে দেয়া হ'লো।

কালো গায়কের গান

(নিগ্রো স্পিরিচুয়্যাল)

Down goes the river
Down to the south
I've lost my ring
I've lost my soul.

Go, sailor, go, but don't inquire
where I have hidden my own heart !
My heart is there there there
in no man's land

Down go the winds
down go the clouds
I've lost my ring
I've lost my soul.

Down goes the river
Down to the south
I'll never see again my ring, my ring,
I've for ever lost my soul, my soul.

স্বর্ণকেশী সুন্দরীর গা

Lovely boy,
don't talk
to me !
I want to see
your daddy first !
Please call your uncle Benjamin
and your grand father Seraphim
Lovely boy,
don't talk
to me !

I am so far
you won't believe !

I am as cold
as a star fish !

Don't talk to me
I think because
your daddy was born for me !
or your uncle Benjamin !
or your grand father Seraphim !